সেনসেক্স : ৮০,২৮৮.৩৮ (+৭০.০১)
নিফটি : ২৪,৩৩৫.৯৫ (+৭.৪৫)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জিপ অপারেটরকে জেরা
বৈসরণ উপত্যকায় যখন জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করতে উদ্যত তখন সেখানে উপস্থিত জিপ অপারেটর 'আল্লাহু আকবর' বলে ধ্বনি দিচ্ছেন। ভাইরাল ভিডিও দেখে তাঁকে তলব করল এনআইএ। » ১১

কার্নিকে শুভেচ্ছা মোদির
ভোট সমীকরণ বদলে গেলেও স্থিতাবস্থা কানাডায়। মঙ্গলবার প্রকাশিত পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফল বলছে, ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির লিবারেল পার্টি। » ১১

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩১°	৩২°
সর্বনিম্ন	২২°	২১°	২১°	২০°

বৈভব যেন বাস্তবেই বিস্ময়বালক » ১২

শিলিগুড়ি ১৬ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 30 April 2025 Wednesday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 340

যুদ্ধ-যুদ্ধ আবহ। চারিদিকে চর্চা। শঙ্কিত পাকিস্তানও। এমন আবহে জল্পনা বাড়াল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গোপন বৈঠক। মঙ্গলবার গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে দেশের তিন বাহিনীকে নিজেদের মতো কাজ করার সবুজ সংকেত দিয়েছেন তিনি।

সবুজ সংকেত

পাক-উসকানি

- প্রতিদিন সূর্য ডোবার পর নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলিগোলা বর্ষণ করছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী
- সোমবার গভীর রাতে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা ও বারামুলা জেলায় এবং জম্মুর আখনুর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলি
- পালটা জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা

হাই অ্যালার্ট

- বালাকোটের স্মৃতি এখনও তাজা পাকিস্তানের কাছে
- ভারত যে কোনও সময় হামলা করতে পারে, এই আশঙ্কায় জারি হাই অ্যালার্ট
- এয়ারস্ট্রাইক এড়াতে শিয়ালকোট সেক্টরে রাডার সিস্টেম মোতায়েন
- করাচি থেকে লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডির বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলিতে যুদ্ধবিমানগুলি সরিয়েছে বায়ুসেনা

সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা নমোর

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : পহলগামের কঠোর প্রত্যাঘাত কি তাহলে সময়ের অপেক্ষা? দেশের তিন বাহিনীকে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যাঘাতের নিশানা, সময় ও পদ্ধতি ঠিক করার স্বাধীনতা দেওয়ায় এই জল্পনা জোরালো হয়েছে। যদিও কবে, কোন পথে, কী ভাষায় প্রত্যাঘাত, তা স্পষ্ট নয়। তবে মঙ্গলবার দিনভর নয়াদিল্লিতে নর্থ ব্লকের অলিন্দে ঘটনাপ্রবাহে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পহলগামে জঙ্গি হামলার জবাব দিতে জোর প্রস্তুতি চলছে।

নরেন্দ্র মোদির সরকারি বাসভবনে মঙ্গলবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিতদের তালিকা সেই ইঙ্গিত করছে। শুধু প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান নন, ডাকা হয়েছিল সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী এবং বায়ুসেনা প্রধান অমরপ্রীত সিংকে।

প্রায় দেড় ঘণ্টার ওই বৈঠকে জম্মু ও কাশ্মীরের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে সন্ত্রাসবাদকে প্রবল ধাক্কা দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদকে কঠোর জবাব দেওয়া এখন জাতীয় সংকল্প। কীভাবে, কবে, কখন ও কোথায় প্রত্যাঘাত করা হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা সশস্ত্র বাহিনীকে দেওয়া আছে।'

পূর্ণ শক্তি দিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ ঘোষণা করে তিন বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও সক্ষমতার ওপর তাঁর ও গোটা দেশের পূর্ণ আস্থা আছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। ওই বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা না থাকলেও পরে তিনি যান প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। আলাদাভাবে গিয়েছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে এনএসজি, বিএসএফ, সিআরপিএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন অমিত শা। বুধবার আবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রীসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির বৈঠক নির্ধারিত আছে। পহলগাম হামলার পর ওই কমিটির এটা দ্বিতীয় বৈঠক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ক্যাবিনেট কমিটি অন পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স ও ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স-এরও বৈঠক হবে বুধবার।

সরকারি বাসভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

এরপর দশের পাতায়

ভূস্বর্গে বন্ধ ৪৮টি পর্যটনকেন্দ্র

শ্রীনগর, ২৯ এপ্রিল : কাশ্মীর পর্যটনে বড় ধাক্কা। নিরাপত্তার চাদরে যতই মুড়ে ফেলার আশ্বাস দেওয়া হোক, ভরসা পাচ্ছে না প্রশাসন। যে কারণে কোপ পড়ল কাশ্মীরের অর্থনীতির অন্যতম মূল স্তম্ভ পর্যটনশিল্পের ওপর। আবার জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় মঙ্গলবার থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হল জম্মু ও কাশ্মীরের ৪৮টি পর্যটনস্থল। যে তালিকায় রয়েছে সিনথান টপ, ইউসমার্গ, বাঙ্গাস উপত্যকা, শ্রুঞ্জ জলপ্রপাত, গোগালদাড়া, কামানপোস্ট, রাজপোরা, চিয়ারহার, মুন্দিজ-হামাম-মারকুট জলপ্রপাত, খাম্পু, বসনিয়া, সূর্য মন্দিরের মতো পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্যগুলি।

পহলগামে হামলার এক সপ্তাহ কেটে গেলেও একজন জঙ্গিরও খোঁজ না মেলায় কাশ্মীরে এখন উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। তার মধ্যে একাধিক গোয়েন্দা রিপোর্টে ইঙ্গিত মিলছে, খুব তাড়াতাড়ি আবার হামলা চালাতে তৈরি হচ্ছে জঙ্গিরা। উপত্যকা ও জম্মুর নানা অংশে এজন্য জঙ্গিদের স্লিপার সেলগুলিকে সক্রিয় করা হয়েছে। সফট টার্গেট হিসাবে পর্যটকদের নিশানা করা হতে পারে বলে আভাস মিলছে। এরপরই অনির্দিষ্টকালের জন্য ৪৮টি পর্যটনস্থল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

১৯১৯ থেকে ২০২৫-এর মাঝে ১০৬ বছর কেটে গেলেও পঞ্জাবের ইতিহাসখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোথায় যেন মিলে গিয়েছে পহলগামে পর্যটকদের ওপর বেনজির জঙ্গি হামলা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বৈসরণ উপত্যকায় আগাম রেইকি করে এলাকার খুঁটিনাটি নখদর্পণে ছিল জঙ্গিদের। পর্যটকদের পালানোর পথ বন্ধ করতে *এরপর দশের পাতায়*

অবৈধ পার্কিং নিয়ে তির মেয়রকে

শিলিগুড়ি পুরনিগমে বোর্ড মিটিং। মঙ্গলবার।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : শহরের রাস্তা থেকে বাজার, সবটাই এখন প্রায় দখলদারদের কবজায়। পার্কিং নিয়েও যন্ত্রণার শেষ নেই। গাড়ি কিংবা বাইক নিয়ে রাস্তায় বেরোনোই যেন দুষ্কর। শহরের এই দুই জলজ্যান্ত সমস্যা নিয়ে এবার বিরোধীদের প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মঙ্গলবার পুরনিগমের মাসিক বোর্ড সভায় অবৈধ পার্কিংয়ে তোলাবাজির অভিযোগও তোলেন বিরোধীরা। প্রশ্নের মুখে মেয়র জানান, বাজারের ভেতরের দখলদারি ধীরে ধীরে সরানো হবে। অবৈধ পার্কিং সরাতে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে বোর্ড সভায় দাবি করেন মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা।

বিরোধীদের পালটা প্রশ্ন, হচ্ছে-হবে, করছি-করব বলেই তো কাটিয়ে দিচ্ছে পুরনিগম। আদৌ কি দখলদারি আর তোলাবাজি নিয়ে কোনও পদক্ষেপ হবে?

বোর্ড সভা শেষে মেয়র বলেন, 'বিরোধীরা তো অনেক অভিযোগই করে। সেরকম তোলাবাজির অভিযোগ করেছে। পার্কিং নিয়ে অনেক পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

বোর্ড সভায় সরব বিরোধীরা

বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিকাশি পরিষ্কার ও জঞ্জাল সাফাইয়ের শ্রমিক নিয়োগ নিয়েও বিরোধীদের প্রশ্নের মুখে পড়েছে বর্তমান পুরবোর্ড। বিরোধীদের দাবি, একাধিক সাফাইকর্মী অবসর নিয়েছেন, *এরপর দশের পাতায়*

কলেজে সংঘর্ষে শোকজ তৃণমূল নেতাকে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : শিলিগুড়ি কলেজের সোশ্যাল অনুষ্ঠানে সংঘর্ষের ঘটনায় রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সহ সভাপতি সৌরভ ভাস্কর সহ চারজনকে শোকজ করল জেলা নেতৃত্ব। পাশাপাশি শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের টিএমসিপি'র ইউনিট কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সোমবার পর্যন্ত ইউনিট কমিটির দায়িত্বে ছিলেন সৌরভ ভাস্কর। ওই রাতে শিলিগুড়ি কলেজে টিএমসিপি'র দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে মঙ্গলবার বিকালে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ জেলা কার্যালয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের পরে পাপিয়া বলেন, 'সোশ্যালের মতো অনুষ্ঠানে এমন ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যের। রাজ্য নেতৃত্ব গোটা ঘটনাটি নিয়ে আমায় ফোন করে নির্দেশ দিয়েছে। সেইমতো সৌরভ ভাস্কর, রুস্তম আলম, আফজার আলি ও কুন্দন পাসোয়ানকে শোকজ করা হয়েছে। একইসঙ্গে কমার্স কলেজের ইউনিট কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এখন কলেজের সংগঠনের বিষয়টি জেলা টিএমসিপি সভাপতি তনয় তালুকদার দেখবেন।'

সোমবার রাতে সোশ্যাল অনুষ্ঠান শেষ হতেই মঞ্চের মধ্যে টিএমসিপি'র দুই গোষ্ঠী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। গোলমাল বাধানোর ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবি উঠছিল। শোকজ নিয়ে সৌরভ বলেন, 'কাজে ব্যস্ত থাকায় শোকজ করার কথা আমার জানা নেই। কোনও শোকজের চিঠিও পাইনি।'

শিলিগুড়ি কলেজের সোশ্যালের অনুষ্ঠান শেষে স্টেজে উঠে কমার্স কলেজের টিএমসিপি'র কিছু নেতা-কর্মী সংঘর্ষ বাধায় বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার প্রতিবাদে শিলিগুড়ি কলেজের টিএমসিপি'র কর্মী-সমর্থকরা রাতেই মেয়র গৌতম দেবের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান। মারামারির ঘটনায় জড়িতদের যাতে গ্রেপ্তার করা হয় তা নিয়ে মেয়র পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি শিলিগুড়ি থানায় চারজনের নামে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

মঞ্চে মেয়রের পাশেই (বাঁদিকে) সৌরভ ভাস্কর। তাঁর নেতৃত্বাধীন কমার্স কলেজের টিএমসিপির ইউনিট কমিটি ভেঙে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

দখল রুখতে ভূমি দপ্তরে বিক্ষোভ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৯ এপ্রিল : গ্রামবাসীরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, কোনও মতেই তাঁরা চর দখল হতে দেবেন না। মঙ্গলবার সেই দাবি নিয়েই মাটিগাড়া ব্লকের বিএলএলআরও অফিসে প্রবল বিক্ষোভ দেখালেন নিমাইজোত খালবস্তি, গোয়ালজোত, মাউরিয়াবস্তি, জ্যোতিনগর, আলসিয়াবাজার, শিসাবাড়ির কয়েকশো বাসিন্দা। বালাসন নদীর চর দখল নিয়ে র‍্যাশন ডিলার বিমলের বিরুদ্ধে বিএলএলআরও এবং বিডিওকে গণস্বাক্ষর করা অভিযোগপত্রও জমা দিয়েছেন তাঁরা। তবে শুধু অভিযোগপত্র জমা দিয়েই থেমে থাকেননি এলাকাবাসী, তাঁদের স্পষ্ট দাবি, বিমলের অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে প্রশাসনকে। তবে যাঁকে নিয়ে এত অভিযোগ, সেই বিমল রায় উলটে গ্রামেরই কয়েকজন বাসিন্দার বিরুদ্ধে তোপ দাগেন।

বিমলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবি

এরপর দশের পাতায়

KHOSLA ELECTRONICS

এই অক্ষয় তৃতীয়ায় সমৃদ্ধি আসুক আপনার ঘরে

FIRST TIME EVER ON AC
2 EMI OFF WORTH ₹ 4,000
EXCLUSIVE AT KHOSLA ONLY FOR 2 DAYS

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED HDFC AXIS BANK SBI HSBC Standard Chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda | Easy Finance by BAJAJ FINSERV IDFC FIRST Bank HDB kotak

HIGHEST CASHBACK Upto ₹45,000 | HIGHEST EXCHANGE Upto ₹6,000 | 0 INTEREST* DOWN PAYMENT* PROCESSING FEES* DOCUMENT* | LOWEST EMI STARTS from ₹660 | Upto 36 MONTHS EMI | 5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY* | SURESHOT FREE GIFT COUPON WORTH ₹ 1,800

অক্ষয় তৃতীয়ার বিশেষ দামে সকল BRAND-এর এসি, কুলার এবং ফ্রীজ এক ছাদের নিচে,

DAIKIN HITACHI Carrier BLUE STAR VOLTAS LG SAMSUNG Panasonic LLOYD Godrej Haier Whirlpool IFB MITSUBISHI O GENERAL

1 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,955*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,955*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹ 1,999*

1 Ton 3* EMI ₹ 2,317*
1.5 Ton 3* EMI ₹ 2,608*

BAJAJ KGA USHA HAVELLS VOLTAS Godrej BLUE STAR Symphony
ALL DESERT COOLERS ARE WITH HONEYCOMB PAD
80 Ltr. EMI ₹ 852
65 Ltr. EMI ₹ 834
50 Ltr. EMI ₹ 660
FREE CHOPPER

LG SAMSUNG Godrej Whirlpool Haier LLOYD Panasonic IFB BOSCH BLUE STAR

600 Ltr SBS EMI ₹2,525 | 237 Ltr Bottom Mount EMI ₹1,944 | 396 Ltr DD EMI ₹2,990 | 233 Ltr DD EMI ₹1,833 | 180 Ltr SD EMI ₹1,166

7 KG FRONT LOAD EMI ₹2,525 | 7 KG TOP LOAD EMI ₹1,124 | 7 KG SEMI AUTO EMI ₹833

LG SAMSUNG SONY Panasonic Haier LLOYD KGA

75 4K ₹ 69,990 | 55 4K QLED ₹ 36,990 | 43 4K ANROID ₹ 18,990

SAMSUNG A 36 (8/256GB) ₹ 28,999* CASHBACK/UPGRADE ₹ 4,000
iPhone 16 (128GB) ₹ 68,500* CASHBACK ₹ 4,000 on CC
vivo V50E (8/128GB) ₹ 27,499* CASHBACK ₹ 1,500
oppo F 29 (8/256GB) ₹ 23,499* CASHBACK 10%
motorola Edge 60 Fusion (8/256GB) ₹ 20,999* CASHBACK ₹ 2,000

FREE NECK BAND WITH EVERY MOBILE

Lenovo i5 12th Gen, RTX 2050 4GB, 12GB RAM, 512GB SSD, 15.6"FHD, Win 11 + MSO ₹ 58,900*
hp i5 13th Gen 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 2050 4GB GRAPHICS ₹ 61,900*
ASUS Rizen 7 7435HS, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 3050 4GB GRAPHICS ₹ 66,900*

STARTING EMI ₹ 4,908

FREE BAGPACK, MOUSE, BLUETOOTH SPEAKER & PENDRIVE worth ₹ 3,499
FREE DATA TRANSFER & BACKUP SERVICES

A TATA Product VOLTAS

Presenting VOLTAS SMARTAIR™ INVERTER AC

INDIA'S NO.1 AC BRAND

SMART IOT | ALEXA & GOOGLE ASSISTANT | SUPER SILENT OPERATION 28dbA | SLEEP MODE | HIGH AMBIENT COOLING | 5 STEP ADJUSTABLE

10% CASHBACK UPTO ₹4000 ON ALL MAJOR BANKS
POWERED BY pine labs Paytm
NO COST EMI

Less Noise, More Work.

*T&C Apply

Scan to locate your nearest Khosla store

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount, *Offers are not applicable on Samsung Products.

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

Reliance
Growth is Life
আমাদের দাবি, ফুল পয়সা উসুল করবে পুরো ইন্ডিয়া।
SMART BAZAAR
ফুল পয়সা উসুল সেল
30th APR - 4th MAY
গুড লাইফ আমন্ড / কাজু (W320) 500 g
স্মার্ট প্রাইস ₹409/₹439
এমআরপি ₹620 / ₹725
সঞ্চয় ₹211 / ₹286
লুজ চিনি M / লুজ মুগ ডাল 1 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹47/₹111
বাজার মূল্য ₹50 / ₹116
কল্যানী'জ নেচার পিওর রিফাইণ্ড রাইসব্রান অয়েল 1 L / চাক্কি আটা 5 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹132/₹199
এমআরপি ₹163 / ₹250
সঞ্চয় ₹31 / ₹51
গুড লাইফ পপুলার মিনিকেট / লালবাবা বাঁশকাঠি রাইস 10 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹499/₹699
এমআরপি ₹650 / ₹1050
সঞ্চয় ₹151 / ₹351
স্মার্ট প্রাইস ₹127/₹139
মহাকোষ রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েল 840 g / গুড লাইফ কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল 1 L
এমআরপি ₹164 / ₹190
সঞ্চয় ₹37 / ₹51
ন্যূনতম 25% ছাড়
ডেয়ারি / ফ্রোজেন ও বেকারি (নির্বাচিত রেঞ্জ)
এমআরপি ₹25 থেকে শুরু
Scan & Unlock Secret Offers
BUY ANY 3 GET ANY 1 FREE
কোল্ড ড্রিঙ্ক & জ্যুস 600 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹40 থেকে শুরু / ইউনিট
BUY ANY 2 GET ANY 1 FREE
বিস্কুট / চকলেট / রাস্ক 118 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹100 থেকে শুরু / ইউনিট
টাটা টী গোল্ড লীফ 500 g
সঞ্চয় ₹65
এমআরপি ₹280 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹215 থেকে শুরু
হরলিক্স ক্লাসিক মল্ট হেল্থ ড্রিঙ্ক পাউডার 1 kg
সঞ্চয় ₹200
এমআরপি ₹600 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹400 থেকে শুরু
সাবান 125 g থেকে শুরু (মাল্টি প্যাক) (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹175 থেকে শুরু
ন্যূনতম 40% ছাড়
শ্যাম্পু 580 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 55% ছাড়
এমআরপি ₹890 থেকে শুরু
এমআরপি ₹208 থেকে শুরু
ন্যূনতম 40% ছাড়
টুথপেস্ট 300 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 33% ছাড়
এমআরপি ₹770 থেকে শুরু
ডিটারজেন্ট পাউডার 5 kg থেকে শুরু / লিকুইড 4 L থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
স্মার্ট প্রাইস ₹1999 থেকে শুরু
এমআরপি ₹7560 থেকে শুরু
3 বার্নার গ্লাস টপ গ্যাস স্টোভ
2000+ ফ্যাশন স্টাইল ₹399এর মধ্যে
টি-শার্টস ₹199 | শার্টস ₹299
কুর্তা ₹299 | শর্টস ₹299 | জিন্স ₹399
স্মার্ট প্রাইস ₹999
এমআরপি ₹1825 থেকে শুরু
16 / 18 পিস ওপালওয়্যার ডিনার সেট
কটন বালিশের কভার সহ ডবল বেডশীট
ফ্ল্যাট 70% ছাড়
এমআরপি ₹1199 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹360 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹3999
পান ফ্রি ডাফল ট্রলি ব্যাগ
ক্রুজার হার্ড ট্রলি সেট 2
এমআরপি ₹12800
পান ফ্রি এলইডি টিভি 80 cm (32 inch)
এমআরপি ₹55999 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹32990 থেকে শুরু
ব্র্যান্ডেড 1.5 টন 3 স্টার ইনভার্টার এয়ার কন্ডিশনার (নির্বাচিত রেঞ্জ)
এখন খোলা
• মালদা এম কে রোড, 420 মোড়
• শিলিগুড়ি : কসমস মল • স্কাই স্টার বিল্ডিং, সেবক রোড • জলপাইগুড়ি : পিআরএম মার্কেট সিটি, কদমতলা মোড় • দার্জিলিং : রিঙ্ক মল • গ্যাংটক : নামনাং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নামনাং রোড • সিসা গোলাই, লালবাজার, গ্রীনডেল হোটেলের কাছে, পানি হাউস রোড • বালুরঘাট : টাউন ক্লাব গ্রাউন্ডের সামনে • কার্শিয়াং : প্লাজা বিল্ডিং, হিল কার্ট রোড, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের কাছে • ময়নাগুড়ি : নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন রোড • কোচবিহার : সিটি মল, পূর্ব খগড়াবাড়ি, পাওয়ার স্টেশনের কাছে • শিলিগুড়ি : সেবক রোড, আনন্দলোক হাসপাতালের কাছে • দ্বারিকা ডেভেলপার্স, বর্ধমান রোড, হেরিটেজ হাসপাতালের কাছে, সোলুগাড়া, 4র্থ মাইল • সেবক রোড, নর্দান ফ্লাওয়ার মিলসের বিপরীতে • দার্জিলিং : হিমালয়ান থিয়েটার, ছোট কাকঝোরা • গ্যাংটক : বাজরা ওয়ার্ড • রায়গঞ্জ : মার্কেট সিটি মল, এন এস রোড, আশা টকিজের কাছে • জয়গাঁও : দুর্গা হৃদয় মেগা মল, এন এস রোড • কোচবিহার : নৃপেন্দ্র নারায়ণ রোড, এসিডিসি ক্লাবের বিপরীতে
10% INSTANT DISCOUNT* SBI card
*Min. Trxn.: ₹3,000; Max. Discount: ₹500 per Credit Card; Validity: 30 Apr - 04 May 2025. T&C Apply.
অফার এছাড়াও উপলব্ধ
fresh Signature.
SMART SUPERSTORE
নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ। সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি / চিত্র কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত। হোমওয়্যার এবং অ্যাপারেলস্ উপরে অফারগুলি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার এবং স্মার্ট সুপারস্টোর-এ বৈধ। সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ অফার মূল্যের নিকটতম পার্সেন্টেজের রাউন্ডেড অফ। সমস্ত অফার 4ঠা মে 2025 তারিখ পর্যন্ত বৈধ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক মুম্বই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।
SMART BAZAAR

প্রতিবাদে র‍্যালি

বীরপাড়া, ২৯ এপ্রিল : কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হানার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বীরপাড়ায় র‍্যালি করল বীরপাড়া মুসলিম সোসাইটি। এলাকার মসজিদ কমিটিগুলি সংগঠনটি গড়েছে। এদিন তাঁরা পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে মোমবাতি জ্বালিয়ে মৌনমিছিল করে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। সংগঠনের এক সদস্য হাকিম খান বলেন, 'ভারতীয় মুসলিমরা ওই সন্ত্রাসবাদী হানার তীব্র বিরোধী। ঘটনার পর থেকে আমাদের বাঁকা কথা শুনতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা আমরা ওই ঘটনার বদলা চাই।'

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য সাব-এডিটর এবং ডিটিপি অপারেটর

সাব-এডিটর

ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক। বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সচেতন, সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষমতা, কম্পিউটারে পারদর্শিতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মক্ষম অবসরপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারেন।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল তিনটে থেকে রাত এগারোটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ৬ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

মার্কিন চলচ্চিত্রে উৎসবে তিব্বতের গণ অভ্যুত্থান

সেরার শিরোপা কার্সিয়াংয়ের ছেলের

ব-এ বিনোদন

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : সালটা ১৯৫৯। তিব্বতের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন চতুর্দশ দলাই লামা। চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) তাঁকে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়। কিন্তু তিব্বতি জনগণ তা হতে দেননি। শুরু হয় প্রতিবাদ। প্রতিবাদ চলাকালীন পিএলএ দমনপীড়ন নীতি অবলম্বন করে। দলাই লামা শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচিয়ে ভারতে চলে আসতে সক্ষম হলেও হাজারো তিব্বতি মানুষের প্রাণ চলে যায়। ইতিহাসে এই ঘটনা তিব্বত গণঅভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত। এই অভ্যুত্থানের কাহিনী এবার ক্যামেরায় তুলে ধরলেন কার্সিয়াংয়ের ছেলে শেমপেন খিমসার।

আমেরিকায় সতীর্থদের সঙ্গে কার্সিয়াংয়ের শেমপেন খিমসার (মাঝে)।

সম্প্রতি তাঁর ছবি 'ফোর রিভার্স, সিক্স রেঞ্জেস' আমেরিকার লোয়ায় আয়োজিত জুলিয়ান ডুবুকই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ফিচার ফিল্ম ক্যাটিগোরিতে সংগীতের জন্য সেরা নির্বাচিত হয়েছে। খিমসার নিজেই ছবির সংগীত পরিচালক। চলতি মাসের ২১ তারিখ থেকে শুরু হওয়া এই চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি ঘটেছে গত রবিবার। সেদিনই খিমসারের হাতে সেরার শিরোপাটি উঠেছে।

খিমসার তিব্বতের গণ অভ্যুত্থানের কাহিনী বেছে নেওয়ার নেপথ্যে রয়েছেন তাঁর দাদু। তিনি জানান, তাঁর দাদু গণ অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলেন। পরে তাঁর পরিবার দার্জিলিংয়ে এসে বসবাস শুরু করে। পরিচালক তাঁর দাদুর থেকে, পরে পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকেও অভ্যুত্থানের নানা কাহিনী শুনেছেন। খিমসার তাঁর ছবিতে তিব্বতকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

চিন সরকার তাঁর ছবির বিষয়বস্তু হজম করতে পারেনি। প্রিমিয়ারের পরেই খিমসারকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' প্রচারকারী হিসেবে দাগিয়ে দেয় বেজিংয়ের মিডিয়া গ্রুপ চায়না গ্লোবাল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক (সিজিটিএন)। তারা গত ফেব্রুয়ারি মাসে একটি বিবৃতিতে জানায়, 'খিমসার তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ঘোষণা করেছেন যে, ছবিটি চতুর্দশ দলাই লামাকে তাঁর ৯০তম জন্মদিনে উৎসর্গ করা হয়েছে।' পাশাপাশি সিজিটিএন দাবি করে, খিমসার তাঁর ছবিতে ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে বিকৃত করেছেন। শিবাং এলাকা চীনের অংশ ছিল না এবং কখনও হবেও না।'

এই প্রথম নয়, খিমসারের সিনেমা আগেও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। তাঁর হিন্দি-নেপালি দ্বিভাষিক ছবি 'ব্রোকেন উইংস' মুক্তি পেয়েছিল ২০২২ সালে। ১৯৮৬ সালের রক্তক্ষয়ী গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আবর্তিত হয় এই ছবির কাহিনী। মূলত প্রেমের ছবি হলেও এতে ব্যবহৃত একটি গান নিয়ে তীব্র আপত্তি ওঠে। শেষমেশ কপিরাইট ইস্যুর জেরে আর মুক্তি পায়নি ছবিটি।

তবে এবার খিমসার তাঁর 'ফোর রিভার সিক্স রেঞ্জ' সিনেমাটি নিয়ে বেশ আশাবাদী। এটাকে তিনি নিজের 'কামব্যাক' হিসেবে দেখছেন। কার্সিয়াংয়ে বাড়ি হলেও বছরের বেশিরভাগ সময়টা এখন তিনি আমেরিকায় থাকেন। তাঁর নতুন ছবিটি ইতিমধ্যেই হল্যান্ডের রটেরডামে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে।

কর্মখালি

Malda Institute of Education (H.S.) Old Malda need Teacher for Eng. Hist. Geo. Phy. Chem. Bio. & Math. Salary 10K + send CV-Chairman. Mier@gmail.com/M - 97334 33300/ 94345 11270 (M-ED)

Wanted R.M.O MBBS Dr. Mob No. -9734190447 (M-114082)

ড্রাইভার চাই

লোকাল নিবাসী ড্রাইভার চাই। কাজের সময় ১২ ঘণ্টা। বেতন : 18000/- Plus, Whatsapp Resume 8293041651. (C/116240)

Require

Require, One Experienced, Multilingual, Male/Female Sales Executive/Manager for Real Estate Field and One Junior Advocate with knowledge/experience of handling all kinds of documents related to land/property, Send CV at- realofficehr2025@gmail.com

অভিমানে দুই কিশোর ঘর ছাড়া

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ২৯ এপ্রিল : স্কুলে যেতে না চাওয়ায় মা খানিক বকাবকি করেছিলেন। তাতেই রাগ করে ঘর ছাড়ে দুই কিশোর। আলিপুরদুয়ার জেলার কাঁঠালবাড়ি এলাকা মঙ্গলবার এই ঘটনার সাক্ষী থাকল। এদিন সকালে দুই ছেলে অসীম ব্যাপারী (১০) ও অনির্বাণ ব্যাপারীকে তাদের মা বাসন্তী স্নান করে স্কুলে যেতে বলেন। তবে দুই ভাই স্কুল যেতে রাজি হয়নি। তাতেই রেগে গিয়ে মা দুই ছেলেকে বকাঝকা ও মারধর করেন। তার জেরে অভিমান করে চুপিসারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় দুজন। তারা মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে এসে পৌঁছোয়। অবশেষে স্থানীয়দের দুই কিশোরকে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয়। পরে তাদের আটক করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ছেলেদের ফিরে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এদিন বাসন্তী ব্যাপারী বলেন, 'ছেলেরা না বলে এত দূরে চলে আসবে তা বুঝতেই পারিনি। ছেলেদের খুঁজে পেয়েছি, আমি তাতেই খুশি।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তীর বড় ছেলে অনির্বাণ অষ্টম ও ছোট ছেলে অসীম চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। বাসন্তী মঙ্গলবার সকালে ছেলেদের স্নান করে স্কুলে যেতে বলেন। দুই ভাই জানায়, তারা স্কুলে যাবে না। তাতেই মা প্রথমে কিছুটা বকেন ও তারপর মারধর করেন। এরপর দুই ভাই অভিমানে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। পায়ে হেঁটে তাঁরা কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের কুশিয়ারবাড়ি, রুইডাঙ্গা হয়ে পারডুবি চলে যায়। পরে দুই কিশোরকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তাঁরা দুজনকে আটক করে পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়েও নিয়ে যায়। খবর পেয়ে আসে স্থানীয় সিভিক পুলিশ ও ভিলেজ পুলিশ। দুই কিশোর জানায় ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটেরবাড়ি এলাকায় তাদের মামার বাড়ি।

এরপর স্থানীয় পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ের এক শিক্ষক কাঁঠালবাড়ি এলাকার এক শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। অন্যদিকে, স্থানীয়রাও কিশোরদের মামাবাড়িতে যোগাযোগের চেষ্টা চালান। সন্ধান পেয়ে বাসন্তী পারডুবিতে আসেন। ছেলেদের ফিরে পাওয়ায় তিনি খুশি।

নেশার জন্য মায়ের ঘরে আগুন ছেলের

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ২৯ এপ্রিল : নেশার টাকা নিয়ে মায়ের সঙ্গে বচসার পরে রাগে মায়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়িয়া গ্রামের এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে রাতেই অভিযুক্ত ছেলে মধুসূদন ছেত্রীকে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, মধুসূদন নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য গোপনে মা চকমায়া ছেত্রীর কিছু চেরাই কাঠ বিক্রি করে। এজন্য মা তাকে বকাবকি করেন। তার জেরে ছেলে রাতে মায়ের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে বৃদ্ধার একমাত্র টিনের ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে ষাটোর্ধ্ব মহিলা সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়লেন। গোটা ঘটনায় প্রতিবেশীরা হতবাক। সকলেই অভিযুক্তের কড়া শাস্তি চাইছেন। সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হয়। এর আগেও অভিযুক্ত মধুসূদন মথুরা চা বাগান এলাকায় নেশা করে ঝামেলা করেছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। রাতে অবশ্য দমকলকে খবর দেওয়া হয়নি। প্রতিবেশীরাই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত মধুসূদন মদ ও গাঁজার নেশায় আসক্ত। সে কোনও কাজ করে না। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্ত্রীও বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেকে ছাড়তে পারেননি ষাটোর্ধ্ব মা চকমায়া। সোমবার নিজের বাড়িতেই মায়ের সঙ্গে মধুসূদনের ঝামেলা হয়। ঘরের কাজের জন্য চকমায়া কিছু চেরাই করা কাঠ রেখেছিলেন। সেই কাঠই বিক্রি করে নেশা করে ছেলে। সেই নিয়ে মা বকাবকি করতেই রাতে হঠাৎ দাউদাউ করে ওই প্রৌঢ়ার ঘর জ্বলতে থাকে। তিনি কোনওরকমে প্রাণে বাঁচেন। অগ্নিকাণ্ডের সময় ছেলেও নিজের ঘরে শুয়েছিল। চকমায়ার কথায়, 'আমার ছেলেই ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। নেশা করে সে এরকম করেছে। আমি এখন চাই যে, ওর শাস্তি হোক।'

খবর পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় রাভা চকমায়ার সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েত

আগুনে ভস্মীভূত বৃদ্ধার ঘর। শালকুমারহাটের কলাবাড়িয়ায়।

> আমার ছেলেই ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। নেশা করে সে এরকম করেছে। আমি এখন চাই, ওর শাস্তি হোক।
>
> **– চকমায়া ছেত্রী**
> *ক্ষতিগ্রস্ত প্রৌঢ়া*

থেকে ত্রিপল, বস্ত্র ও কিছু খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হল। প্রয়োজন হলে আরও সহযোগিতা করা হবে।' কলাবাড়িয়া গ্রামে তৃণমূলের শালকুমার-২ অঞ্চল সভাপতি মুকুলচন্দ্র বর্মন ওই মহিলার বাড়ির পাশেই থাকেন। তিনি বলেন, 'ওই প্রৌঢ়ার ঘরের অধিকাংশই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মধুসূদনকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা। কিন্তু এবার নেশার টাকার জন্য মায়ের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার বিষয় মেনে নেওয়া যায় না। তাই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তা না হলে আগামীদিনে সে গ্রামের আরও অনেকের ক্ষতি করতে পারে।' এদিন অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন আরেক গ্রামবাসী তসবির আহমেদও। তিনি বলেন, 'বৃদ্ধার ছেলে সবসময় মদ ও গাঁজার নেশা করে। ওর জন্য আমরা অতিষ্ঠ।' ছেলের অনেক অত্যাচারের পরেও চকমায়া ছেলেকে ছাড়তে পারেনি। নিজের সন্তান বলে কথা! ষাটোর্ধ্ব মা নেশার জগত থেকে যাতে সন্তান ফিরে আসে সেই চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই করছিলেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় নেশা করে ঝামেলায় পড়ত ছেলে। তবু সব সহ্য করতেন মা।

অ্যাফিডেভিট

আমি ইয়াসমিন বেগম আজ বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল ২০২৫ শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিকের সামনে অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে জানান দিচ্ছি যে আমার নামের ইংরেজি উচ্চারণ 'YASMEEN BAGUM'।

e-Tender Notice
Office of the Block Dev. Officer,
Manikchak Dev. Block, Malda.
ABRIDGED COPY OF N.I.T No. 03(e)/MDB/2025-26 Dt. 29/04/2025 & 04(e)/ MDB/2025-26 Dt. 29/04/2025 (Online e-Tender)

Above mentioned e-Tender for the Construction works are invited by the U/S. Details may be seen in at http://wbtenders.gov.in & all other details will be available from Notice board of the U/S.

Sd/-
Block Dev. Officer
Manikchak Dev. Block, Malda

TENDER NOTICE

The undersigned invites e-Tender vide e-NIT No. 17/ e-Chl -I /PS / 2025-26 Dated - 29.04.2025 for civil / Electrical works / Item procurement.
The details may be obtained from the Office or e-Tender portal www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Chanchal-I Panchayat Samity

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ABRIDGE TENDER NOTICE

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned for 2 nos work as per NIT No-01 & 03/HRP/PS/DD, Dt- 24.04.2025.
Last date of submission- 05.05.2025 upto 15.00 PM
Date of opening tender- 07.05.2025 after 15.00 PM & Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned for 1 nos work as per NIT No-02/ HRP/PS/DD, Dt- 24.04.2025. Last date of submission- 13.05.2025 upto 15.00 PM Date of opening tender- 15.05.2025 after 15.00 PM

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিশনের নোনীহাটি (এনএনএইচটি), রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ ০৫-২০২৫-পার্কিং। অকশন শুরুর তারিখ ঃ ১৪.০৫.২০২৫ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র. নং-১ লট নং ঃ পার্কিং-এনএনএইচটি-এনএসজি৬-৭৩-২৫-১। স্টেশন ঃ নোনীহাটি (এনএনএইচটি)। ক্র. নং-২ লট নং ঃ পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিপিজি-৭৪-২৫-১। স্টেশন ঃ রাজমহল (আরজেএল)। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-33/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

নিজের মানসিক শক্তিতে ভর করে রাই কি পারবে এই যুদ্ধে জয়ী হতে? **মিঠিঝোরা** রাত ১০.১৫ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ দাদার আদেশ, ১০.০০ শিবা, দুপুর ১.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, বিকেল ৪.১৫ গ্রেফতার, সন্ধে ৭.১৫ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.১৫ চ্যালেঞ্জ-টু, ১.০০ মহানগর
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন, দুপুর ১.৩০ সিঁদুরের বন্ধন, বিকেল ৪.৪৫ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.৪৫ লভ স্টোরি, রাত ১০.৩০ ভিলেন
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অনুতাপ, দুপুর ২.৩০ টক্কর, বিকেল ৫.০০ আশ্রয়, রাত ১.০০ প্রতিঘাত
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ স্বপ্ন নিয়ে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মায়ের বন্ধন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৫ বঙ্গারাজু, দুপুর ২.১৯ কিশন কানহাইয়া, বিকেল ৫.২০ ভূতমামা, সন্ধে ৭.৩০ দবং-টু, রাত ১০.২২ মজাল
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.১৪ ফুকরে রিটার্নস, দুপুর ২.০৭ টয়লেট-এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.১০ আইপিসি ৩৭৬, সন্ধে ৭.৩০ সিম্বা, রাত ১০.৩৯ রাবণাসুরা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৫৯ পরমাণু, দুপুর ২.১৩ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, বিকেল ৪.২৬ হোটেল মুম্বই, সন্ধে ৬.৩১ মণিকর্ণিকা : দ্য কুইন অফ ঝাঁসি, রাত ৯.০০ সজনী শিন্ডে কা ভাইরাল ভিডিও
রমেডি নাউ : দুপুর ১.০৫ দ্য ওয়ে, ওয়ে ব্যাক, ২.৪৫ সেন্ট ভিনসেন্ট, সন্ধে ৬.১০ দ্য গোল্ড রাশ, ৭.২৫ দ্য বুক অফ লাইফ, রাত ৯.০০ দ্য রিরাইট

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
সন্ধে ৬.০০ **সান বাংলা**

এমএলএ ফাটাকেষ্ট
সন্ধে ৭.১৫ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

প্রথম কদম ফুল সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ফর্মেশনের স্থিতিশীলতা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডিএমডব্লিউ-০২২০২৫-এমএলজি, তারিখ ঃ ২৫-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে স্টোন ডাস্ট সরবরাহের মাধ্যমে (পাহাড় এলাকা) বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ফর্মেশনের স্থিতিশীলতা প্রদান করা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,২৬,৫৫,৬৬৯.৮৮/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,৬৩,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নথি ১৬-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে এবং খোলা ১৬-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:১৫ টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিএম (ডব্লিউ), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

১০০টি এসি এলএইচবি কোচের শৌচাগারের উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ০৩-টয়লেট-আপগ্রেড-কেআইআর-২৫; তারিখঃ ২৪-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা "টু প্যাকেট সিস্টেম"-এ মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনে ১০০টি এসি এলএইচবি কোচের টয়লেটের আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্যঃ ১১,৩০,৭২,৩১৭.৮৩ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৭,১৫,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

JALPAIGURI MUNICIPALITY

It is notified that due to certain omission in the audited statement of accounts of Jalpaiguri Municipality for the year 2022-23.we have decided vide resolution no 10 dated 5.03.2025 to rectify the error so noticed . The revised statement of accounts will be made available shortly. Anybody having any objection to the referred revision of accounts may contact the undersigned .
The earlier audited statement is hereby cancelled

SD/-
Chairman
Jalpaiguri Municipality

দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
কোচবিহার, আঞ্চলিক কার্যালয়
আর.এন রোড, কোচবিহার, পিন নং-৭৩৬১০১
আইনসংগতভাবে গঠিত পরিচয় নং-ইউ ১৭২৩২ ডব্লিউবি ১৯৭১ জিও আইও২৭৯৫৮

পুরাতন পাট সম্ভারের নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত ইচ্ছুক অংশগ্রাহক/নিলামদাতাগণদের পুরাতন পাট সম্ভার (খুচরো/দড়ি) জেসিআই কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয় এবং কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট www.jutecrop.in-এ-উপলব্ধ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত শর্তাবলি নির্ভরের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

ইচ্ছুক অংশগ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাদের নিলাম সঙ্গে ইএমডি এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং নিলামের দর (ভিত্তি অর্থমূল্য টাঃ ৯১৭৪-এর উপর) জেসিআই কোচবিহারের আঞ্চলিক কার্যালয়ে ২৩.০৫.২০২৫ তারিখে অথবা এর পূর্বে বিকেল ৫:০০ পর্যন্ত জমা করার জন্য।

জমাপ্রাপ্ত অধ্যাহারটি ২৬.০৫.২০২৫ বিকেল ৪:০০ টা কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয়ে খোলা হবে। নিম্নে স্বাক্ষরকারীর সমস্ত জমাপ্রাপ্ত টেন্ডারগুলির মধ্যে যে কোনও টেন্ডার গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে, কোনওপ্রকার কারণ আরোপ না করার মাধ্যমে।

আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট www.jutecrop.in-এ পরিদর্শন করুন।

আঞ্চলিক কার্যাধীন
জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
কোচবিহার আঞ্চলিক কার্যালয়

CBC 41122/12/0001/2526

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না! শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। বিতর্কে জড়িয়ে মানসিক শান্তি নষ্ট হতে পারে। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। **বৃষ :** বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। **মিথুন :** দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় চাকরিক্ষেত্রে উন্নতি। ক্রীড়াজগতের ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। **কর্কট :** সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটবে। সামান্য অলসতায় বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। দাম্পত্যে সমস্যা। **সিংহ :** সংসারের সমস্যা বাইরের কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। প্রিয় কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **কন্যা :** কর্মক্ষেত্রে কোনও কারণে আইনি পরামর্শ গ্রহণ করতে হতে পারে। অযথা কথা বলে সমস্যায়। শিক্ষার্থীরা সফল হবেন। **তুলা :** শরীর নিয়ে অহেতুক উৎকণ্ঠা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। চিকিৎসায় সুফল মেলায় স্বস্তি। **বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে সমস্যা তীব্র হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। **ধনু :** কোনও শুভ যোগাযোগ। বাড়ি সংস্কারে অধিক ব্যয়। **মকর :** অন্যায়কে সমর্থন করে সমস্যায়। সন্তানের ব্যবহারে মানসিক যন্ত্রণা। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্রে সাহায্য পাবেন সহকর্মীদের। হঠাৎ কোনও নতুন কাজে যোগ দিতে পারেন। **মীন :** পেটের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। বাতের ব্যথা বাড়বে। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ১০ বৈশাখ, ৩০ এপ্রিল, ২০২৫, ১৬ বহাগ, সংবৎ ৩ বৈশাখ সুদি, ১ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৯, অঃ ৬।০। বুধবার, তৃতীয়া সন্ধ্যা ৬।১২। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ৮।১৯। শোভনযোগ দিবা ৩।৪৯। তৈতিলকরণ দিবা ৭।১৮ গতে গরকরণ সন্ধ্যা ৬।১২ গতে বনিজকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।১৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, সন্ধ্যা ৬।১২ গতে নৈর্‌ঋতে। কালবেলাদি ৮।২২ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১।৩৫ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২২ গতে ৩।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ২।৩৬ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, সন্ধে ৬।১২ গতে মাত্র উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৮।১৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ৩।৪৯ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন দ্বিরাগমন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ গৃহারম্ভ দেবগৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ দেবগৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ জলাশয়প্রতিষ্ঠা দেবতাগঠন দেবতাপ্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান নবান্ন যবশ্রাদ্ধ কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ – দিবা ৬।৪৪ মধ্যেও ৯।২১ গতে ১১।৬ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ গতে ৯।০ মধ্যে ১।২১ গতে ৫।৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৪ গতে ৩।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।০ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

যৌন হেনস্তায় অভিযুক্তের বদলি জেলা হাসপাতালে

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছাত্রীদের মানসিক ও যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত ফিজিওথেরাপিস্টকে বদলি করা হল। তবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ থেকে তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে বদলি করার ঘটনায় খুশি নন মেডিকেলের অধ্যাপক, চিকিৎসকদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, অভিযুক্তকে অন্য জেলায় বদলি করা উচিত ছিল।

মেডিকেলের ফিজিকাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন (পিএমআর) বিভাগের এক ফিজিওথেরাপিস্টের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই বিভাগের মহিলা শিক্ষার্থীদের মানসিক এবং যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠছিল। কর্তৃপক্ষকে বারবার জানিয়েও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় গত ১৬ এপ্রিল পিএমআর বিভাগের পড়ুয়ারা অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলেন। তাঁরা সেদিন সকালে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিভাগীয় প্রধানের অফিসের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, ওই ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়মিত মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। তাঁর কথামতো না চললে কাজ করতে না দেওয়া, পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেও কোনও কাজ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তাঁদের আন্দোলনে নামতে হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সেদিন আলোচনায় বসার পরে অভিযুক্তকে ১৫ দিনের ছুটিতে পাঠানোর কথা জানিয়েছিলেন বিভাগীয় প্রধান ডাঃ পার্থপ্রতিম পান। তার পর থেকে বিভাগের কর্মসংস্কৃতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবন থেকে প্রতাপ নন্দীর বদলির নির্দেশিকা জারি হয়। তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে বদলি করে সেখানকার ফিজিওথেরাপিস্ট সুতানু ঘোষালকে মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। এই বদলি নিয়ে আন্দোলনকারী এক ছাত্রী বলেন, 'এটা আমাদের আন্দোলনের সফলতা। এই বদলিতে আমরা খুশি। তবে, অন্য জেলায় বদলি করা হলে আরও খুশি হতাম।' যদিও মেডিকেলের চিকিৎসকদের অনেকেই এদিন বলেছেন, 'র‍্যাগিং, যৌন হেনস্তায় অভিযুক্তকে মেডিকেল থেকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে বদলি করা হল। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য দপ্তরে অভিযুক্তের কতটা প্রভাব রয়েছে।'

লেপার্ড মারায় শাস্তি

দার্জিলিং, ২৯ এপ্রিল : লেপার্ড মেরে চামড়া বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুত করায় দার্জিলিং জেলা আদালত দুই অভিযুক্তকে দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল। এরই সঙ্গে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের অতিরিক্ত সাজা ঘোষণা করা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত ২০১৯ সালের ২১ জুলাই। ওই দিন বিশেষ সূত্রে লেপার্ডের চামড়া লেনদেনের খবর পান দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগের সিঙ্গালিলা দক্ষিণ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় হিংমাং। সদলবলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রণয় সুব্বা নামে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাঁরা। প্রণয় আনন্দ তামাংয়ের নাম নেয়। আনন্দকেও ডেকে জেরা করতেই দুজনে লেপার্ড হত্যার কথা স্বীকার করে। জেরায় জানায়, চার মাস আগে একটি লেপার্ডকে মেরে তার চামড়া বের করে নিয়ে দেহটি মাটিতে পুঁতে দিয়েছে। মঙ্গলবার দার্জিলিং আদালত মামলার রায় ঘোষণা করে। সরকারি আইনজীবী পঙ্কজ প্রসাদ জানান, অভিযুক্ত দুজনকেই দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে।

গাছের ডালে বিশ্রাম। ব্ল্যাক জায়েন্ট স্কুইরেলের ছবিটি তুলেছেন দিলীপ দে সরকার।

গোটা তৃণমূল দল ব্যস্ত মন্দির উদ্বোধনে

দিঘা নিয়ে প্রচার

পাপিয়া ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন শিলিগুড়িতে উৎসবের মেজাজ দেখা গিয়েছিল। মন্দিরে মন্দিরে পুজো, শহরে র‍্যালি, মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা, আমজনতার মধ্যে লাড্ডু বিলি সবকিছুই করেছিল বিজেপি। এবার পালা জগন্নাথ দেবের। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির তৈরি হয়েছে। বুধবার এই মন্দির উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতেও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বুধবার সকাল থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। জায়েন্ট স্ক্রিনে মন্দির উদ্বোধনের সরাসরি সম্প্রচার, র‍্যালি, গজা, লাড্ডু বিলি সহ বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। অযোধ্যার রাম মন্দির হোক বা দিঘার জগন্নাথধামের উদ্বোধন, রাজনীতির ছোঁয়া থেকে যে কোনও কিছুই বাদ যায় না, সেটা বিলক্ষণ বোঝেন রাজ্যের মানুষ। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'বুধবার দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতেও ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সকাল থেকেই শহর এবং গ্রামে দলের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচিতে শামিল হবেন।'

গত লোকসভা ভোটের আগে ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে হইহই পড়ে গিয়েছিল। একদিকে যখন নরেন্দ্র মোদি রাম মন্দিরের উদ্বোধন, পুজোপাঠ করছেন, গোটা দেশ উৎসবের আমেজে মেতেছিল। বাদ যায়নি শিলিগুড়িও। মন্দিরে মন্দিরে পুজোপাঠ, জায়েন্ট স্ক্রিনে মন্দির উদ্বোধনের সরাসরি সম্প্রচার, শোভাযাত্রা, আবির খেলা, সন্ধ্যায় সাংসদ রাজু বিস্টের উদ্যোগে হিন্দি হাইস্কুল ময়দানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- কোনও কিছুই বাদ দেয়নি বিজেপি।

> বুধবার দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতেও ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সকাল থেকেই শহর এবং গ্রামে দলের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচিতে শামিল হবেন।
>
> পাপিয়া ঘোষ

এবার পালা তৃণমূল কংগ্রেসের। আগামী বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে বুধবার দিঘায় জগন্নাথধামের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। হিন্দু ভোটব্যাংক সুরক্ষিত রাখতে তৃণমূল এই দিনটিকে কাজে লাগাতে চাইছে। তাই অন্য জেলার সঙ্গে শিলিগুড়িতেও বুধবার বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ড এবং গ্রামে অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল জানিয়েছেন, রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে পুজো দিয়ে ওয়ার্ডের দলীয় কার্যালয়ের সামনে প্রভু জগন্নাথ দেবের প্রিয় প্রসাদ চিনিকলা, গজা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করা হবে। ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক বলেছেন, 'ওয়ার্ডে এলইডি টিভি বসিয়ে মন্দির উদ্বোধন দেখানো হবে।' ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে দলের তরফে আবার হায়দরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওয়ার্ড সভাপতি অজয় পাল।

অন্যদিকে, গ্রামেও প্রতিটি অঞ্চলে জায়েন্ট অথবা এলইডি স্ক্রিন বসিয়ে মন্দির উদ্বোধনের মুহূর্ত দেখানো হবে।

এদিকে, জগন্নাথ দেবের মন্দির তৈরির জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিলিগুড়িতে তৃণমূল যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠনের জেলা সভাপতি নির্ণয় রায় জানিয়েছেন, মিছিলটি স্টেশন ফিডার রোড, ফ্লাইওভার, হাসমি চক, বিধান রোড, পানিট্যাঙ্কি মোড়, সেবক মোড়, হিলকার্ট রোড হয়ে হাসমি চকে এসে শেষ হবে।

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২৯ এপ্রিল : ব্রাউন সুগার পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ল মোট সাতজন। এনজেপি থানার পুলিশ সোমবার গভীর রাতে মহম্মদ রাসেল ও মহম্মদ আব্বাস নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। দুজনের বাড়ি ফুলবাড়িতে। স্কুটারে চেপে গঠমাবাড়ি এলাকা দিয়ে ব্রাউন সুগার পাচার করতে বের হয় দুজন। খবর পেয়ে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। মঙ্গলবার দুজনকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

এদিন সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় এক মহিলার পার্স থেকে ৩৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। প্রধাননগর থানার পুলিশ ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম অর্চনা বিশ্বাস। সে জলপাইগুড়ির গরলবাড়ির বাসিন্দা। ধৃতকে বুধবার আদালতে তোলা হবে।

অন্যদিকে, কালিয়াচক থেকে ব্রাউন সুগার এনে হাতবদল করার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল চার মাদক কারবারি। ধৃতদের মধ্যে আবদুল মতিন বিশ্বাস এবং মাসুদ আলম কালিয়াচকের বাসিন্দা। জয়ন্ত বর্মন এবং শুভ বর্মনের বাড়ি ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে। ধৃতদের কাছ থেকে মোট এক কেজি ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এদিন বাগডোগরা থানার পুলিশ এবং এসওজি যৌথভাবে গোঁসাইপুরে অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে।

আত্মসমর্পণ

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ এপ্রিল : চোরাকারবারে বাধা পেয়ে বিএসএফের ওপর হামলা চালানোয় অভিযুক্ত দুজন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করল মঙ্গলবার। হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানা। আরও কিছু অভিযুক্ত এখনও অধরা।

তারে আগুন

ইসলামপুর, ২৯ এপ্রিল : ইসলামপুর শহরের রামকৃষ্ণপল্লি মোড়ে মঙ্গলবার বিদ্যুতের তারে আচমকা আগুন লেগে যায়। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার আধিকারিকরা তড়িঘড়ি এলাকায় পৌঁছান। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

সিভিকই মাদক পাচারকারী

নকশালবাড়ি, ২৯ এপ্রিল : মাদক সমেত ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সহ দুই তরুণ। সোমবার রাতে এসএসবি'র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তাদের পাকড়াও করে নকশালবাড়ি থানার হাতে তুলে দেন। অভিযুক্তরা হল শ্যামলাল সিংহ ও সহদেব বর্মন। শ্যামলাল মাল্লাবাড়ির বাসিন্দা। সে আবার নকশালবাড়ি থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত। অন্যদিকে, সহদেবের বাড়ি কমলাজোতে। মঙ্গলবার দুজনকেই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বাইকে চেপে নকশালবাড়ি থেকে পানিট্যাঙ্কির দিকে যাচ্ছিল ওই দুই তরুণ। বেঙ্গাইজোতে এশিয়ান হাইওয়ে টু-তে বাইকটি আটক করে এসএসবি। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ২৩৪ গ্রাম মরফিন। পরে দুজনকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই মাদকের সঙ্গে বাইক ও মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করেছে এসএসবি।

এদিকে সূত্রের খবর, শ্যামলাল নকশালবাড়ি থানার পিসি পার্টির মূল দায়িত্বে ছিল। মাদক কারবারিদের ধরতে পুলিশ যে টিম গঠন করেছিল সেই টিমে ছিল সে। শ্যামলাল যে অবৈধ কারবারে জড়িত তা নাকি পুলিশের অনেক আধিকারিকই জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই সিভিকের বিরুদ্ধে এতদিন কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। আর কোন সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, হোমগার্ড এসবে যুক্ত, তা নিয়ে এখন চর্চা চলছে পুলিশ মহল্লায়।

এর আগে ২০২২ সালে নকশালবাড়ি থানার এক কনস্টেবল গোরু পাচার করতে গিয়ে এসএসবি'র হাতে ধরা পড়েছিল। বেশ কয়েক মাস আগে খড়িবাড়ি থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ার ও পুলিশ আধিকারিকের নাম মাদক কারবারের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ায় তাদের বরখাস্ত করা হয়েছিল। এবার নকশালবাড়ির সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম জড়াল মাদক কারবারে।

এবিষয়ে দার্জিলিং জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, এক সিভিক ধরা পড়েছে। আইন মোতাবেক সে শাস্তি পাবে।

রাত ৯টা ৪৬ মিনিটে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রাই ও ৯টা ৪৮ মিনিটে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নেহা জৈনকে ফোন করা হলেও তাঁরা রিসিভ করেননি। ফলে এবিষয়ে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

প্রাচীর নির্মাণে নিয়ম ভাঙার অভিযোগ

ইসলামপুর, ২৯ এপ্রিল : পঞ্চায়েতের নিয়ম ভেঙে মাত্রাতিরিক্ত উঁচু করে চা ফ্যাক্টরির সীমানা প্রাচীর তৈরির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অজিতবাস কলোনির। বাসিন্দাদের অভিযোগ, উঁচু করে প্রাচীর নির্মাণের জেরে গ্রামের বহু বাড়ি ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ঢুকছে না আলো, বাতাস। পাশাপাশি সারাদিন ধরে ফ্যাক্টরির মেশিন চালু থাকার কারণে বিকট শব্দে এবং গন্ধে বিপাকে পড়েছেন বাসিন্দারা। এবিষয়ে তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিডিওকে স্মারকলিপি দিয়েছেন। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হলেও তা মানছে না ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার ব্লক প্রশাসনের নির্দেশে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে তদন্তে পাঠানো হয়। ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে ভূমি দপ্তরের আধিকারিকদের এদিন সেখানে তদন্ত করতে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের রিপোর্ট খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

চা ফ্যাক্টরির মালিক পবন সোনির বক্তব্য, 'পারিবারিক অনুষ্ঠানে বাইরে আছি। সরকারি নির্দেশ মেনে সকলের কথা মাথায় রেখেই কাজ করা হবে।'

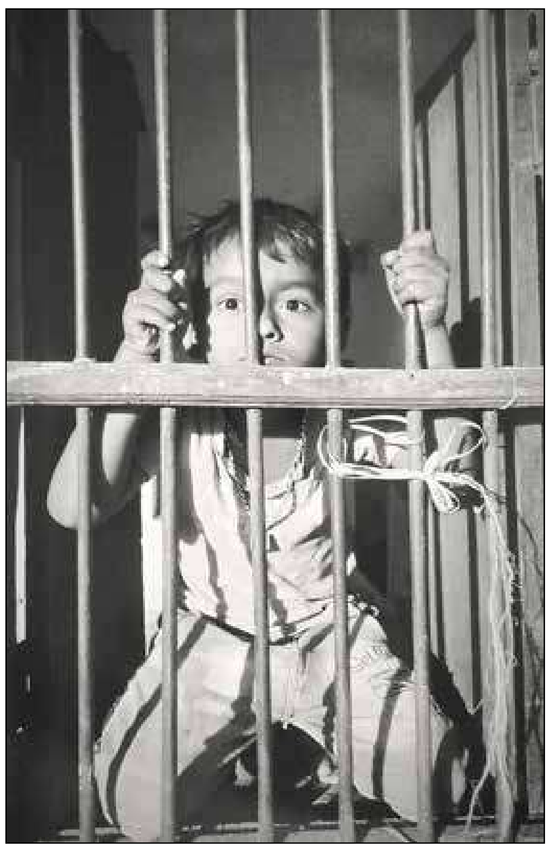

আজকের অমল।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মনোরম আবহাওয়ায় গরমের ছুটি কেন

প্রশ্ন এবিটিএ, অভিভাবকদের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : গরম নয়, বরং মনোরম আবহাওয়া উত্তরবঙ্গে। এই আবহে স্কুলগুলোতে শুরু হয়েছে গরমের ছুটি। দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া এক নয়। তবুও প্রত্যেকবছর শিক্ষা দপ্তর পাহাড় বাদে গোটা রাজ্যে একইসঙ্গে গরমের ছুটি দিচ্ছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর এ নিয়েই ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আগে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের জন্য স্কুল ছুটি ছিল বেশ কয়েকদিন। বুধবার থেকে রাজ্যের স্কুলগুলোতে গরমের ছুটি পড়বে। মঙ্গলবার শেষদিনের মতো ক্লাস হয়েছে। অভিভাবকরা প্রশ্ন তোলেন, এত ছুটি থাকলে পড়াশোনায় ক্ষতি হবে না? এমনকি কবে স্কুল খোলা হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও বার্তা না থাকায় কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বাম প্রভাবিত শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ।

যদিও এ ব্যাপারে দায় এড়িয়েছেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়। তাঁর কথায়, 'পুরোটাই শিক্ষা দপ্তর থেকে ঠিক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই।'

এদিকে, বাম আমলের প্রসঙ্গ টেনে বর্তমান সরকারকে বিঁধেছেন এবিটিএ দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু। তিনি জানান, বাম আমলে গরমের ছুটির বিষয়টি স্কুল পরিচালন সমিতির হাতে থাকত। তারা প্রয়োজন অনুযায়ী ছুটি ঠিক করতে পারত। কিন্তু সরকার পরিবর্তন হতেই পাহাড় বাদে বাকি সমস্ত জেলায় একই সময়ে ছুটি রাখা হচ্ছে। বিদ্যুতের বক্তব্য, 'স্কুলগুলো এখন ছুটির স্কুলে পরিণত হয়েছে। পড়ুয়ারা জিজ্ঞেস করছে, স্কুল কবে খুলবে। কোনও উত্তর দিতে পারছি না।' তাঁর মতে, আবহাওয়া দেখে তবেই গরমের ছুটি ঠিক করা উচিত।

গরমের ছুটির আগের দিন শিলিগুড়ির একটি স্কুলের বাইরে। - সূত্রধর

আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে সাধারণত জাঁকিয়ে গরম পড়ে জুন মাস থেকে। বিদ্যুতের কটাক্ষ, 'কিন্তু সেই সময় স্কুল খোলা থাকে। কেন প্রত্যেক বছর দক্ষিণবঙ্গে গরম পড়লে উত্তরবঙ্গেও স্কুল ছুটি দেওয়া হবে?'

অত্যধিক গরমে পড়ুয়ারা যাতে অসুস্থ না হয়, সেজন্য গরমের ছুটি দেয় সরকার। কিন্তু উত্তরের বেশিরভাগ জেলায় এখনও সেভাবে গরম পড়েনি। এই সময় স্কুল চালু থাকলে পড়াশোনা অনেকটা এগিয়ে থাকত বলে মনে করছেন সুভাষপল্লির বাসিন্দা অভিভাবক মালিনী সরকার। তাঁর ছেলে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র। স্কুল বেশিদিন বন্ধ থাকলে বাচ্চারা পড়াশোনা ভুলে যায় বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন তরাই তারাপদ আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মা রিয়া পাল।

গরমের ছুটি নিয়ে অভিভাবকরা যে খুশি নন, সেই ব্যাপারটা অজানা নয় শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাঞ্চন দাসের। তাঁর কথা, 'আবহাওয়া মনোরম থাকলেও সরকারি নির্দেশিকা মেনে ছুটি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশিকা এলে বোঝা যাবে স্কুল কবে খুলবে। তবে ছাত্রদের ছুটিতে অনেক প্রোজেক্ট দেওয়া হয়েছে।'

ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ তরুণ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : সিকিমে ট্রেক করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ৮ দিন কেটে গেলেও হদিস মিলছে না শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন শিবমন্দির এলাকার বাসিন্দা সন্দীপন রায়ের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে ওই তরুণের পরিবারের। ইতিমধ্যে সন্দীপনের খোঁজে তাঁর বাবা রাজেন্দ্রনাথ রায় কয়েকজন আত্মীয়র সঙ্গে পশ্চিম সিকিমের ইয়ুকসামে পৌঁছে গিয়েছেন।

সিকিমে একাধিক ট্রেকিং রুট রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম ইয়ুকসাম। গত ২১ এপ্রিল থাংসিং পৌঁছানোর আগে হঠাৎ করে সন্দীপন নিখোঁজ হয়ে যান। নিখোঁজ সংক্রান্ত বিষয়টি জানাজানি হতেই পাইন গাছের জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ি এলাকায় ওই তরুণের খোঁজে সিকিমের বন দপ্তর, কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক কর্তৃপক্ষ, পুলিশের পাশাপাশি স্থানীয়রাও তল্লাশি চালান। কিন্তু সন্দীপনের কোনও খোঁজ মেলেনি। সন্দীপন ছাড়াও ট্রেকিং দলটিতে ছিলেন সাতজন। তাঁদের ট্রেক শুরু হয় ১৯ এপ্রিল। কিন্তু দু'দিনের মাথায় থাংসিং ক্যাম্প থেকে ১০০ মিটার দূরে সন্দীপন নিখোঁজ হয়ে যান।

ছেলের নিখোঁজের বিষয়টি নিয়ে পরিবারের সদস্যরা প্রথমে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু সন্দীপন পশ্চিম সিকিমে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন, তাই মাটিগাড়া থানার তরফে সিকিমের সংশ্লিষ্ট জেলার থানায় অভিযোগ দায়ের করার কথা বলা হয় বলে খবর। যদিও যে সংস্থা ট্রেকিংয়ের আয়োজন করেছিল, তারা গ্যালসিং থানায় সন্দীপনের নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে। ব্যাংডুবির সেনা স্কুলে সন্দীপন পড়াশোনা শেষ করেছিলেন। এরপর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল নিয়ে স্নাতক হন। পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিউম্যান রাইটস নিয়ে স্নাতকোত্তর হন। পড়াশোনার পাশাপাশি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস নিয়ে বরাবর সন্দীপনের আগ্রহ ছিল। ওই তরুণের বাবা অবসরপ্রাপ্ত এসএসবি জওয়ান রাজেন্দ্রনাথ। তাঁর ছেলের পড়াশোনা, ট্রেকিংয়ে কোনওদিন বাঁধা দেননি। মঙ্গলবার ফোনে রাজেন্দ্রনাথ বলেন, 'এর আগেও কয়েকবার সন্দীপন ট্রেকিংয়ে গিয়েছিল। সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ২৪ এপ্রিল ফিরে আসবে বলেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে ছেলের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার খবরে আমরা সকলে দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। এসএসবি'র একটি দল তল্লাশি অভিযান করবে। ছেলে কী অবস্থায় রয়েছে কিছুই জানি না।'

নিখোঁজ হওয়ার আগে সিকিমে সন্দীপন রায়।

যে এলাকায় সন্দীপন নিখোঁজ হয়েছেন, তা জঙ্গলে ঘেরা। জন্তুজানোয়ারের ভয় রয়েছে। যেই সংস্থা ট্রেকিং আয়োজন করেছিল, তার কর্ণধার সঞ্জীব লিম্বুর দাবি, 'থাংসিং ক্যাম্প সাইট থেকে একশো মিটার দূরে সন্দীপনকে শেষ দেখেছিলেন তাঁর সঙ্গীরা। বাকিরা ক্যাম্প সাইটে পৌঁছানোর আধ ঘণ্টা পরও সন্দীপন না ফেরায়, লাবনে ক্যাম্প সাইটে খবর দেওয়া হয়। গাইড ও অন্য কর্মীরা খোঁজ করলেও কোনও সূত্র মেলেনি।' যেখান থেকে সন্দীপন নিখোঁজ হয়েছেন, সেখানে কোনও খাদ নেই। জন্তুজানোয়ারের ভয় নেই বলেও তিনি দাবি করেন।

টুকরো খবর

পুলিশ হেপাজত

চোপড়া, ২৯ এপ্রিল : পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত তরুণকে মঙ্গলবার ইসলামপুর আদালতে তোলা হয়। ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। গত রবিবার প্রতিবেশী ওই তরুণের বিরুদ্ধে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে উঠতেই রাতে অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ। সোমবার ওই তরুণের বিরুদ্ধে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বহিষ্কার প্রত্যাহার

চোপড়া, ২৯ এপ্রিল : দলবিরোধী মন্তব্যের জেরে পঞ্চায়েত সদস্য হাসেন আলিকে হাপতিয়াগছ অঞ্চল কমিটি থেকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করে তৃণমূল। মঙ্গলবার সেই বহিষ্কারের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হল। তৃণমূলের হাপতিয়াগছ অঞ্চল কমিটি যুগ্ম সভাপতি মহম্মদ নাসিরউদ্দিন বলছেন, দলবিরোধী মন্তব্যের কারণে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হলেও দলীয় সিদ্ধান্তে তিন মাসের মধ্যে এদিন বহিষ্কারের নির্দেশ তুলে নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষকের অবসর

চোপড়া, ২৯ এপ্রিল : ডাঙ্গাপাড়া প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রিয়াজুল ইসলামকে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে চাকরি জীবন থেকে অবসরের পর সংবর্ধনা জানানো হল। ২৯ বছরের চাকরি জীবনের মধ্যে ১৮ বছর এই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। পড়ুয়াদের অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষকের অবসরে মন খারাপ গোটা স্কুলের।

মোমবাতি মিছিল

চোপড়া, ২৯ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মঙ্গলবার ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজারে মোমবাতি মিছিল করল ব্লক কংগ্রেস। মিছিলে দলের ব্লক নেতৃত্বের পাশাপাশি স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরাও শামিল হন।

প্রশ্নের মুখে দুই গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রধানকে স্মারকলিপি দিতে গিয়ে বচসায় জড়ালেন কংগ্রেস কর্মীরা।

প্রধানের মন্তব্য অসাংবিধানিক, দাবি কংগ্রেসের

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : জনপ্রতিনিধির চেয়ারে বসে অসাংবিধানিক কথা বলছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। এমনই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখাল কংগ্রেস। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকারের বিরুদ্ধে হাত শিবিরের অভিযোগ, 'নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ মিতালি। তাই এখন দায় চাপাচ্ছেন অন্যদের ঘাড়ে। না পারলে দায়িত্ব ছেড়ে দিন।'

মঙ্গলবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে স্মারকলিপি জমা দিতে আসেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। এরই মাঝে মিতালির একটি মন্তব্যের জেরে ক্ষেপে যায় হাত শিবির। প্রধানের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন নেতা-কর্মীরা। মিতালি এবং কংগ্রেস কর্মীদের একে অপরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলতে দেখা যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় পঞ্চায়েত অফিসে। পরে অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

স্মারকলিপি দিয়ে পঞ্চায়েত অফিস থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস নেতা তুষারকান্তি বর্মন ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আমরা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রধানের কাছে স্মারকলিপি দিতে এসেছিলাম। প্রধান আমাদের প্রশ্নের জবাবে শুধুই সাফাই গাইলেন। প্রশাসনিক চেয়ারে বসে তিনি হিন্দু ঐক্য জোরদার করতে বলেন।' প্রধানের এই মন্তব্যকে সাম্প্রদায়িক এবং অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন কংগ্রেস কর্মীরা।

মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবিতে প্রধানের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকে হাত শিবির। যদিও তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে দাবি মিতালির। তিনি বলেন, 'আমি বলেছি নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভারতের সকল নাগরিককে ঐকমত্যে আসতে হবে। আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।'

এদিন দুপুরে আশিঘর মোড় সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে মিছিল করে পঞ্চায়েত অফিসে যায় কংগ্রেস। নাগরিক পরিষেবা বলে কিছু নেই বলে অভিযোগ তুলে স্লোগান দেন দলের কর্মীরা। স্মারকলিপি জমা দেওয়ার

ডাবগ্রাম-২

সময় দলের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক মনোজ আগরওয়ালকে বলতে শোনা যায়, 'এলাকার বহু রাস্তা ভাঙাচোরা। নিকাশিনালাগুলোর বেহাল দশা। পথবাতি নেই। বিভিন্ন এলাকায় নেশাখোরদের আসর বসছে। প্রশাসনের নজর নেই। কিছু বলতে গেলেই রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসকদলের নেতারা একে অপরকে দেখিয়ে দায় সারছেন।'

দায়িত্ব পালন না করতে পারলে জনপ্রতিনিধিদের পদত্যাগের পরামর্শ দেন কংগ্রেস কর্মীরা। জবাবে প্রধান বলতে থাকেন, 'আমাদের পঞ্চায়েত বোর্ড শুরু থেকেই বঞ্চিত। এসবের মাঝেও সীমিত ক্ষমতা থেকে আমরা পরিষেবা দিচ্ছি।' যদিও তা মানতে চায়নি কংগ্রেস।

তৃণমূলের কাজিয়ায় তপ্ত বোর্ড সভা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকের ভুল ধরে সমালোচনার জন্য সবসময় তৎপর থাকে বিরোধীরা। ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে অবশ্য বিরোধী বিজেপিকে এমন কিছুই করতে হয় না। বিজেপি সদস্যরা শুধু নীরবতা পালন করেন। এর মূলে রয়েছে শাসক তৃণমূলের লড়াই। যা মঙ্গলবার ফের নতুন করে প্রকাশ্যে এল বোর্ড সভায় অর্থ খরচের প্রসঙ্গে। যথারীতি দুই পক্ষ পরস্পরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে।

অতীতের মতো এদিনও গ্রাম পঞ্চায়েতটি তপ্ত হয়ে উঠল তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে। এদিন গত অর্থবর্ষের আয়ব্যয়ের হিসেব পেশ করার কথা ছিল। অভিযোগ, প্রধান সুনীতা রায় চক্রবর্তী সভায় লিখিত হিসেব জমা না দিয়ে একটি তালিকা পড়েন। অর্থাৎ মৌখিক হিসাব পেশ করেন তিনি। লিখিতভাবে হিসেব জমা না পড়ায়, তার কপি পাননি উপস্থিত কোনও সদস্য। বিষয়টি একসময় গুঞ্জনের পর্যায়ে থাকলেও পরবর্তীতে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে প্রধান বিরোধী গোষ্ঠী। গত অর্থবর্ষে কী কী কাজ হয়েছে, তার তালিকা বা হিসেব পেশ করার দাবি করে তৃণমূলের একটি গোষ্ঠী। যা নিয়ে দুই পক্ষ কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়ে।

প্রধানের বিরোধী হিসেবে পরিচিত অঞ্চল সভাপতি ধীরেশ রায়ের অভিযোগ, 'পঞ্চম অর্থ কমিশন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন সহ আয়ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা চাওয়ার পরেও প্রধান দিতে পারেননি। ঘটনায় কোনও অস্বচ্ছতা আছে কি না, তার তদন্ত হওয়া দরকার।' প্রধানের বক্তব্য, 'অ্যাজেন্ডায় যা ছিল, এদিনের মিটিংয়ে তা প্রকাশ করা হয়েছে। অন্য যেসব তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল, তা আগাম জানানো হয়নি। কিছু জানতে হলে আমাকে আলাদা করে বললে সেসব জানিয়ে দেওয়া হবে।' কেন আলাদা করে চেয়ে নিতে হবে, প্রতিবাদ করেন অনেকেই। কাজিয়ায় জড়িয়ে পড়ে দুই গোষ্ঠী। প্রধান, ধীরেশ, সুপ্রিয়া বিশ্বাস, সঞ্জয় বিশ্বাসদের বাদানুবাদে তপ্ত হয়ে ওঠে বোর্ড সভা। পরিস্থিতি সামাল দেন প্রাক্তন প্রধান ও বর্তমান অম্বিকানগরের একটি আসনের পঞ্চায়েত সদস্য তপন সিংহ। তিনি বলেছেন, 'বিরোধীরা কোনও অভিযোগ করছে না। পরিবর্তে আমাদের লোকেরাই এতসব অভিযোগ তুলছে। এসব বন্ধ হওয়া দরকার।'

কিন্তু কেন বিরোধীরা বোর্ড সভায় চুপ করে থাকেন? প্রশ্ন রয়েছে ফুলবাড়িতে। বিরোধী দলনেত্রী বিজেপির আন্না সরকারকে টেলিফোনে পাওয়া যায়নি। পরিবর্তে দলের পঞ্চায়েত সদস্য দয়াল রায় বলেন, '৩০ জনের বোর্ডে আমাদের সদস্য সংখ্যা মাত্র ছয়। শাসকদলের নেতারা আমাদের কোনও তথ্য জানান না। হয়তো ওঁদের গোপন হিসেব রয়েছে। সে কারণে নিজেদের মধ্যে এত ঝামেলা।'

ফুলবাড়ি-১

> পঞ্চম অর্থ কমিশন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন সহ আয়ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা চাওয়ার পরেও প্রধান দিতে পারেননি। ঘটনায় কোনও অস্বচ্ছতা আছে কি না, তার তদন্ত হওয়া দরকার।
>
> **ধীরেশ রায়** *অঞ্চল সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস*

> অ্যাজেন্ডায় যা ছিল, এদিনের মিটিংয়ে তা প্রকাশ করা হয়েছে। অন্য যেসব তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল, তা আগাম জানানো হয়নি। কিছু জানতে হলে আমাকে আলাদা করে বললে সেসব জানিয়ে দেওয়া হবে।
>
> **সুনীতা রায় চক্রবর্তী** *প্রধান, ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত*

ট্র্যাকের পাশে গাড়িতে ধাক্কা টয়ট্রেনের

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : পাহাড় পথে বিপদ যেন পিছু ছাড়ছে না খেলনাগাড়ির! চলাচলেও ঘটছে বিঘ্ন।

গত সপ্তাহে সুকনার কাছে ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হওয়ার পর মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে দার্জিলিং ফেরার পথে ট্র্যাকের ধারে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে টয়ট্রেন। ডালির কাছে মেরিভিলায় এদিন দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। পরে গাড়িটি সরিয়ে নিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এর আগেও দার্জিলিং স্টেশনের কাছে পার্কিং প্লাজার সামনে একইভাবে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল টয়ট্রেন। কিন্তু লাইনের ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার বিরুদ্ধে রেল কেন কোনও কড়া পদক্ষেপ করছে না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

গত সপ্তাহে সুকনার কাছে লাইনচ্যুত হয়ে রাস্তার ধারে উলটে পড়েছিল টয়ট্রেনের ইঞ্জিন। ইঞ্জিনটি ট্রায়াল রানের জন্য কার্সিয়াংয়ে পাঠানো হচ্ছিল সেদিন। মাঝপথে ঘটে বিপত্তি। এরপর তদন্ত শুরু হয়। প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে, রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো হয়নি।

সাসপেন্ড সুপারভাইজার

টয়ট্রেনের ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় এবারে কর্তব্যরত সুপারভাইজারকে সাসপেন্ড করল রেল। শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল শেডের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সুপারভাইজার পিকে সিংকে সাসপেন্ড করে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, তদন্তে সুপারভাইজারের ভুল পাওয়া গিয়েছে। এরপরই তাঁকে সাসপেন্ড করা হল।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'প্রাথমিকভাবে একজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তবে বিভাগীয় তদন্ত চলছে। পরবর্তীতে যদি দেখা যায় সুপারভাইজারের কোনও দোষ নেই তবে তাঁর সাসপেনশন তুলে নেওয়া হবে।' কিছুদিন আগেই পার্লামেন্টের রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিএইচআর সেকশন পরিদর্শনে এসেছিল। কমিটির সদস্যরা এসে রক্ষণাবেক্ষণের ওপর জোর দিতে বলেছিলেন। তবুও কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এরপর তড়িঘড়ি সুপারভাইজারকে সাসপেন্ড করা হল।

কম্পিউটার রুমে এসি

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ এপ্রিল : মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের কম্পিউটার রুমে আড়াই টন ক্ষমতাসম্পন্ন এসি বসানো হল। মঙ্গলবার এসজেডিএ বোর্ড মেম্বার কাজল ঘোষ সেটির উদ্বোধন করেছেন। পরবর্তীতে স্কুলের অন্য ঘরেও এসি বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম বলেন, 'সকলে পাশে রয়েছেন বলেই এই উদ্যোগ সম্ভবপর হল। গরমকালে বেসরকারি স্কুলের মতোই আমাদের স্কুলের পড়ুয়ারাও আরামে ক্লাস করতে পারবে।' স্কুলের তরফে অকল্পনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেন কাজল।

বালি খাদানে অভিযান

চোপড়া, ২৯ এপ্রিল : হাপতিয়াগছ ও সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবৈধ বালি খাদানে অভিযান চালাল পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী এই অভিযান চালায়। তবে গ্রেপ্তারির কোনও খবর নেই। অবৈধ খাদানের মালিকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শিলিগুড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেই চলেছে। একদিকে ভস্মীভূত গেরস্ত বাড়ি, অন্যদিকে ভাঙাড়ির গোডাউনে অগ্নিনির্বাপণের কোনও ব্যবস্থা নেই।

নোটিশের তোয়াক্কা নেই

ভাঙাড়ি গোডাউন চলছেই

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : মাস দুয়েক আগে পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে এক ভাঙাড়ি গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পরেও হুঁশ ফিরল না প্রশাসনের। ঘটনার পর পুর প্রশাসনের তরফে এলাকায় থাকা অন্য গোডাউনগুলি সার্ভে করার পর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তবে বাস্তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। এমনকি একটি গোডাউন থেকে মালপত্র সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ দেওয়া হলেও সেই গোডাউনজুড়ে দেদার ব্যবসা চলছে। এই পরিস্থিতিতে পুর প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য বলছেন, 'কয়েকটি গোডাউনের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে অভিযোগ রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেই ওই গোডাউনগুলির ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

যদিও এই ধরনের ভাঙাড়ির ব্যবসার পিছনে রাজনৈতিক মদত রয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। এক স্থানীয় বাসিন্দা পরিতোষ দাস বলেন, 'মাস দুয়েক আগেই যেভাবে ভাঙাড়ির গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল, সেই কথা আমাদের মনে আছে। এরপরেও গোডাউনগুলিতে ব্যবসা চলছে। ফলে এর পিছনে রাজনৈতিক মদত স্পষ্ট।'

শিলিগুড়িতে ভাঙাড়ির গোডাউন। - সংবাদচিত্র

আরেক বাসিন্দা প্রসেনজিৎ সরকার এ ব্যাপারে প্রশাসনের কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন। তাঁর মতে, 'শুধুমাত্র নোটিশ কিংবা হুঁশিয়ারি দিলে সমস্যার সমাধান হবে না।' শহর শিলিগুড়িজুড়ে বিশেষ করে বস্তি এলাকায় ভাঙাড়ির গোডাউনগুলি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে শুরু করে ৪২ ও ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডজুড়ে একের পর এক গোডাউন রয়েছে। এরমধ্যেই গত ১৩ মার্চ একটি গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এমনকি গোডাউন সংলগ্ন একটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

এরপরই পুরনিগমের তরফে ওই এলাকায় থাকা ভাঙাড়ির গোডাউনগুলিতে একটি বিশেষ সমীক্ষা করা হয়। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সহ সমস্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় খুঁটিনাটি দেখে নেওয়া হয়। সেই সূত্রেই চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় এলাকার একটি গোডাউনে নোটিশও দেওয়া হয়েছিল।

নোটিশে ওই গোডাউনে যাবতীয় কাজ বন্ধ করার পাশাপাশি দ্রুত সব জিনিসপত্র সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়। যদিও সম্প্রতি সেই গোডাউনের সামনে যেতেই দেখা গেল, দিব্যি সেখানে ব্যবসা চলছে। গোডাউনের ভিতরে ভাঙাড়ির স্তূপ। কেন এখনও সব সামগ্রী সরানো হয়নি? প্রশ্ন করতেই ওই গোডাউনের মালিক অরুণ মাহাতো বললেন, 'কিছুদিনের মধ্যেই সরিয়ে দেব।'

পুড়ে ছাই ঘর, হুড়োহুড়ি কুলিপাড়ায়

বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বিপত্তি

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : প্রদীপের শিখা থেকে ছড়াল আগুন। এতটাই ছড়াল যে, একটা ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে বাড়ির বিদ্যুতের মূল তার ছিঁড়ে যাওয়ায় হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটল শিলিগুড়ির ১ নম্বর ওয়ার্ডের কুলিপাড়ায়। ঝুলন্ত তার থেকে বাঁচতে গিয়ে পড়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। বাদ যাননি ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠকও। ভিড়ের মধ্যে তিনিও পড়ে যান। তাঁর বক্তব্য, 'ভাগ্য ভালো, পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর কোনও ঘটনা ঘটেনি।'

মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। কুলিপাড়ার ওই বাড়িতে দুটো ঘর রয়েছে। দুই ভাই তাঁদের পরিবার নিয়ে এক একটি ঘরে বসবাস করেন। স্থানীয় বাসিন্দা কৌশল্যা কামতি বলেন, 'ওই বাড়ির এক ভাইয়ের বৌ মমতা এদিন বেরোনোর সময় ঘরের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে চলে যান। পাশের ঘরে ছিল তাঁর ১১ বছরের ছেলে।' কৌশল্যার দাবি, কিছুক্ষণ পরেই তিনি দেখেন ওই ঘরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ধীরে ধীরে গোটা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে আগুন।

ছেলেটি চিৎকার শুরু করে। ছুটে আসেন স্থানীয়রা। আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন তাঁরা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিল। এরই মাঝে ঘটে বিপত্তি। ছিঁড়ে যায় তার। হুড়োহুড়িতে পড়ে যান অনেকে। পরে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা এসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। আগুন ততক্ষণে নিয়ন্ত্রণে আসে। ফিরে এসে ঘরের অবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন মমতা। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর।

কুলিপাড়ায় ভস্মীভূত ঘর।

মদ উদ্ধার

হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় মঙ্গলবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে কারা জড়িত তার তদন্ত করা হচ্ছে।

সিরাপ আটক

হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার মুক্তরাম কানোরিয়া রোডে একটি ওষুধের দোকানে অভিযান চালিয়ে ১৫৮০ বোতল ফেনসিডিল সিরাপ ও নিষিদ্ধ লোমোটিল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার ২।

আদালতে দাবি

বিজেপি নেতা অরুণ হাজরার আত্মহত্যার প্রবণতা রয়েছে বলে আদালতে দাবি করলেন তাঁর আইনজীবী। মঙ্গলবার নিয়োগ দুর্নীতিতে হাজিরা দেন অরুণ।

মুছল স্লোগান

যাদবপুরের দেওয়াল থেকে মুছে গেল বিতর্কিত সব স্লোগান। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাবি, তাদের আবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপ করেছে।

কিসিক... এসপ্ল্যানেডে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

সনাতনী সম্মেলনে কোর্টের সম্মতি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘা বনাম কাঁথির লড়াই দেখতে মুখিয়ে ছিল বাঙালি। বুধবার দিঘার জগন্নাথধামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে মন্দিরের উদ্বোধন। ওই দিনেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে কাঁথিতে সনাতনী সম্মেলনের ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। যুযুধান তৃণমূল-বিজেপি দুই শিবিরের দুই শীর্ষ নেতার এই লড়াইয়ের দিকেই তাকিয়ে ছিল বাঙালি। লড়াই থেকে আগেই সরেছেন সুকান্ত মজুমদার। এবার শুভেন্দুর কথায় লড়াই থেকে নিজেকে কিছুটা দূরত্ব তৈরি করার চেষ্টাই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

বিধানসভা ভোটের আগে দিঘায় জগন্নাথধামের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে বিজেপির হিন্দুত্বকে পালটা চ্যালেঞ্জ জানানোর কৌশল নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী যাতে ফায়দা তুলতে না পারেন, তারই পালটা কৌশল হিসেবে কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হিন্দু নিধনের ঘটনাকে ইস্যু করেছিল বিজেপি। সেই লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের দিনে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি মন্দিরের শুদ্ধকরণ ও সংস্কারের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার ঘোষণা করেছিল বিজেপি। ঠিক ছিল বুধবার মুখ্যমন্ত্রী যে সময় জগন্নাথধামের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন, সেইসময় মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে সাম্প্রতিক হিংসায় আক্রান্ত মন্দিরের বিগ্রহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু আচমকাই সেই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে বিজেপি।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর জরুরি ক্যাবিনেট বৈঠকে যোগ দিতে সুকান্তকে দিল্লিতে যেতে হওয়ায় বুধবারের ওই কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই জোর ধাক্কা খেয়েছেন মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু হিন্দুরা। যদিও এদিনও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, সুকান্ত না গেলেও মুর্শিদাবাদে ঘোষিত কর্মসূচির কোনও পরিবর্তন হবে না। স্থানীয় হিন্দুরাই সেই কর্মসূচি পালন করবেন।

বুধবার কাঁথিতে গেরুয়া শিবিরের সনাতনী সম্মেলন। শুরুতে ধাক্কা খেয়েও শেষবেলায় শর্তসাপেক্ষে সম্মেলনের অনুমতি মিলেছে। তবে সেই রায়কেও চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছে রাজ্য সরকার। এই আবহে কাঁথি-দিঘার হাই ভোল্টেজ লড়াই নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে জনমানসে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই প্রসঙ্গে এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা আমি নই। সমস্ত হিন্দুই এই সম্মেলনে যোগ দেবেন।' সম্মেলন করার অনুমতি দিলেও একসঙ্গে ৩ হাজারের বেশি মানুষের জমায়েত করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে আদালত। আদালতের এই রায় নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, 'অক্ষয় তৃতীয়ায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করার অধিকার প্রত্যেক হিন্দুর আছে। সংবিধান সেই অধিকার দিয়েছে, কেউ এটা কেড়ে নিতে পারে না।'

দলিল, নথি তৈরি করছে নবান্ন

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : রাজ্য সরকার মুর্শিদাবাদে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেবে বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তালিকা তৈরি করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ বাসিন্দার বাড়ির দলিল ও অন্যান্য নথি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওই নথি অবিলম্বে তৈরি না করা হলে বাসিন্দারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন না। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক সমীক্ষা করে জেলা শাসক এই নিয়ে নবান্নে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। যে বাড়িগুলি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল সেগুলির কোনও নথির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি ওই বাসিন্দাদের আধার কার্ড, প্যান কার্ড, র‍্যাশন কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাংকের পাসবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অথচ সরকারি প্রকল্প পেতে গেলে এই নথির অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেগুলি না থাকায় এই বাসিন্দাদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কী করে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে তা নিয়ে চিন্তায় নবান্ন। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। তারপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব ওই বাসিন্দাদের এই সমস্ত নথি তৈরি করে দেওয়া হবে প্রশাসনের উদ্যোগে।

সিদ্ধার্থর সঙ্গে বৈঠকে খুশি অযোগ্যরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : সোমবার রাত থেকেই এসএসসি ভবনের আধিকারিকরা আচার্য সদনের মধ্যে আটক হয়ে ছিলেন। মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত আচার্য সদনের সামনে অবস্থানরত 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম' একটাই দাবি তুলছিল, 'যতক্ষণ না আমাদের সঙ্গে চেয়ারম্যান দেখা করছেন, ততক্ষণ আধিকারিকদের ছাড়া হবে না।' অবশেষে সেই দাবিতে সাড়া দিয়ে মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার 'অযোগ্য'দের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠক চলে প্রায় দু'ঘণ্টা।

বৈঠক শেষে মঞ্চের তরফে চাকরিহারা শিক্ষক কমলেশ কপাট বলেন, 'চেয়ারম্যান চাকরিহারাদের সমস্যার সমাধান করতে দিল্লি যাচ্ছেন। সেখানে যোগ্যদের তালিকায় আমাদের মতো যাঁদের নাম নেই তাঁদের বিষয়টাকেও তিনি গুরুত্ব দেবেন। আইনতভাবে সমস্ত দাবি আমরা তাঁর কাছে তুলে ধরেছিলাম। তিনি সদর্থক বার্তা দিয়েছেন।' তবে আন্দোলনের স্বার্থে বৈঠকের সমস্ত তথ্য এখনই তুলে ধরা যাবে না বলেই জানান 'অযোগ্য'রা। চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকের আশ্বাস পাওয়ার পরেই আন্দোলনকারীরা এসএসসি ভবনে আটকে থাকা আধিকারিকদের ছেড়ে দেন। তবে যতক্ষণ না 'যোগ্য' তালিকায় 'নন টেন্টেড'দের নাম আসছে ততক্ষণ আচার্য সদনের সামনে থেকে অবস্থান বিক্ষোভ তোলা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে ইউনাইটেড মঞ্চ।

আচার্য সদনের সামনে অবস্থানে চাকরিহারারা। - ফাইল চিত্র

প্রশাসনের অনুরোধে 'পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী, চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চ' নবান্ন অভিযানের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছিল। প্রশাসন তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিল, শীঘ্রই মুখ্যসচিব ও দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে নবান্নে বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার আয়োজনও করা হবে। তবে সেই আশ্বাসের বাস্তবায়ন হয়নি এখনও। তাই মঞ্চের তরফে সেই আশ্বাস পূরণের দাবিতে মঙ্গলবার আবারও লালবাজার সহ প্রশাসনের একাধিক উচ্চ আধিকারিকদের ই-মেল করা হয়। ই-মেলের মাধ্যমে সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এক সপ্তাহ সময় বেঁধে দিয়েছে মঞ্চ। মঞ্চের তরফে আশিস খামরই বলেন, 'এই সপ্তাহের মধ্যে নবান্ন থেকে আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য যদি ডাকা না হয়, তাহলে আমরা শীঘ্রই সর্বশক্তি দিয়ে নবান্ন অভিযান করব।'

উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ, কড়া বার্তা আদালতের

চেয়ারম্যানকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে এজলাস থেকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

উচ্চপ্রাথমিকে ১৪০৫২ জনের নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় চরম ক্ষুব্ধ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। আর এখন এসএসসি এসে বলবে শূন্যপদ ছিল না, এটা মানা যায় না। চাকরি না দেওয়ার এমন অজুহাত এসএসসি দেখাতে পারে না। আপনারা আদালতের সঙ্গে খেলছেন। নিজেদের রক্ষা করতে চাইছেন।' ১৬ মে পর্যন্ত এসএসসিকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেয় আদালত। আদালতের নির্দেশ কার্যকর না হলে আদালত অবমাননার পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন এই মামলায় হাজির ছিলেন এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার ও ভার্চুয়ালি ছিলেন কমিশনের সচিব।

উচ্চপ্রাথমিকে ২০১৬ সালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ১৪৩৩৯টি শূন্যপদ ছিল। ২০১৯ সালে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হয়। শেষপর্যন্ত একাধিক বেঞ্চ ঘুরে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর

ডিভিশন বেঞ্চ গত বছর ১৪০৫২ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেয়। কিন্তু এর মধ্যে ১২৪৮২ জনের নিয়োগ হয়েছে। ১৪৮২টি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি হয়। আদালতের নিয়োগের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় কমিশনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। এরপরই ডিভিশন বেঞ্চ চরম ক্ষুব্ধ হয়। ডেপুটি শেরিফকে ডেকে পাঠানো হয়। তবে এসএসসির আইনজীবী তাঁদের বক্তব্য শোনার অনুরোধ করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যানকে ভর্ৎসনা করে ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'আদালতের নির্দেশ কেন কার্যকর হয়নি। তাহলে কীভাবে কাউন্সেলিং করলেন। আপনার কী ক্ষমতা রয়েছে সেটা দেখার দরকার নেই। আদালতের নির্দেশ পালন না হলে এখান থেকেই গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেব। এসএসসির চেয়ারম্যান সমস্যার সমাধান না করতে পারলে আদালত তা মেনে নেবে না। আদালতের নির্দেশ মেনে উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগ তালিকার প্রত্যেককে চাকরি দিতে হবে। শেষ সুযোগ দিচ্ছে আদালত।' বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'এসএসসি রাজ্য সরকার নাকি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে সেটা তাদের ব্যাপার। তবে চাকরি না হলে হাইকোর্ট কড়া পদক্ষেপ করবে। আপনাদের শেষ সুযোগ দিচ্ছি।'

তৎপর সিবিআই

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : নিয়োগে দুর্নীতিতে ফের তৎপর হয়ে উঠল সিবিআই। মঙ্গলবার নিউটাউনে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিলেন মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ বিভাস অধিকারী। প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে বিভাসের নাম উঠে এসেছিল। তিনি বীরভূমের নলহাটির ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা। তবে বিভাস দাবি করেন, তাঁকে এদিন তলব করা হয়নি। কিছু নথি ও কাগজপত্র নিতে তিনি সিবিআই দপ্তরে এসেছেন। সূত্রের খবর, শেষবার সিবিআইয়ের চার্জশিটে একটি নথি পেশ করা হয়েছিল, তাতে এক এজেন্টের বয়ানে বিভাসের নাম উঠে আসে। সেই সূত্রে তাঁকে ডাকা হতে পারে। তবে বেসরকারি বিএড ও ডিএলএড কলেজ সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি বিভাস বলেন, 'আমাকে সিবিআই তলব করেনি। কিছু কাগজপত্র নেওয়ার আছে। তাই এসেছি।'

ধৃত আজাদ পাকিস্তানি

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রে ইডির হাতে ধৃত বিরাটির বাসিন্দা আজাদ মল্লিক আদতে বাংলাদেশি নয়, সে পাকিস্তানের বাসিন্দা। মঙ্গলবার ব্যাংকশাল আদালতে এই দাবি করল ইডি। বিরাটি থেকে ১৪ দিন আগে আজাদকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। পাকিস্তানি পরিচয় লুকিয়ে সে নিজেকে বাংলাদেশি বলে দাবি করেছিল।

ঝন্টু অস্বস্তি কাটাতে তেহট্টে শুভেন্দুর সভা

কটাক্ষ তৃণমূল-সিপিএমের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : পহলগাম কাণ্ডের প্রায় সঙ্গেই সোপিয়ানে জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ গিয়েছিল নদিয়ার তেহট্টের সেনা জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের। পহলগামে নিহত ২৮ জন পর্যটকের মধ্যে রাজ্যের ৩ হিন্দু বাঙালি পরিবারকে নিয়ে বিজেপি হইচই জুড়ে দিলেও একবারও মুখে আনেনি নিহত সেনা জওয়ান ঝন্টু আলির নাম।

যেদিন ঝন্টুর মরদেহ তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছোয়, সেই দিনেই রানাঘাটে কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিক্ষিপ্তভাবে দলের কেউ কেউ নিহত সেনা জওয়ান ঝন্টুর আত্মবলিদান নিয়ে কিছু মন্তব্য করলেও রাজ্য বিজেপি বা কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের তরফে সেভাবে কোনও মন্তব্য চোখে পড়েনি।

স্বাভাবিকভাবেই শহিদদের মৃত্যু নিয়েও বিজেপির এই বিভাজনের রাজনীতি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই বিতর্ক চাপা দিতেই মঙ্গলবার তেহট্টে সভা করলেন শুভেন্দু। বিজেপির সেই শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় ঝন্টুর ছবির পাশে ছিল জেলার আরও তিন শহিদের প্রতিকৃতি। ঝন্টু বাদে বাকি তিনজন ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু। ঝন্টুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাকি এই তিন শহিদকে একই মঞ্চে শামিল করতে বিজেপিকে পিছিয়ে যেতে হয়েছে আরও ৬টা বছর।

যা নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছে সিপিএম ও তৃণমূল। সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'শুধু ঝন্টুকে নিয়ে শ্রদ্ধা জানানো ওদের পক্ষে একটু মুশকিল। সেই কারণেই ঝাড়াইবাছাই করে অতীতের শহিদদের এই তালিকায় শামিল করতে হয়েছে। এটা বিজেপির পক্ষেই সম্ভব।'

ঝন্টুর পরিবারকে রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তা করায় আমরা খুশি। আমরা ৪ জন শহিদকেই সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ও এই সরকারের একটা চোখ বন্ধ। আশা করব ঝন্টু ছাড়া বাকি তিন শহিদ পরিবারকেও একইভাবে সহযোগিতা করবে এই সরকার।

শুভেন্দু অধিকারী

তৃণমূলের জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'একজন সেনা জওয়ানেরও ধর্মীয় পরিচয় শ্রদ্ধা জানানোর মাপকাঠি হতে পারে সেটা বিজেপিকে দেখলে বোঝা যায়।'

যদিও এদিন শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর নিহত সেনা জওয়ানকে গার্ড অফ অনার ও যোগ্য সম্মান দিয়েছে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বিজেপির কর্মীরাও শামিল হয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু। তবে নিজে ব্যক্তিগতভাবে ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জে থাকায় ঝন্টুর শেষকৃত্যে অংশ নিতে না পারার জন্য এদিন প্রয়াত সেনা জওয়ানের বাবার ও তাঁর পরিবারের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন তিনি।

সভায় ঝন্টু সহ ৪ শহিদ পরিবারের প্রত্যেকের হাতে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন শুভেন্দু। রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'ঝন্টুর পরিবারকে রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তা করায় আমরা খুশি। আমরা ৪ জন শহিদকেই সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ও এই সরকারের একটা চোখ বন্ধ। আশা করব ঝন্টু ছাড়া বাকি তিন শহিদ পরিবারকেও একইভাবে সহযোগিতা করবে এই সরকার।'

বর্ধিত ডিএ মিলল সরকারি কর্মচারীদের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে সিংহভাগের ডিএ সহ বেতন ঢুকেছে মঙ্গলবার সকালে। রাজ্য বাজেট অনুযায়ী আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা। তবে স্কুল শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বেতনে ডিএ বেড়েছে কি না, সেই নিয়েই এদিন প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণত, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের বেতন মাসের শেষ অথবা নতুন মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনেই হয়ে থাকে। ফলে এই জীবিকায় যুক্ত ব্যক্তিদের থেকে মঙ্গলবার ডিএ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনও তথ্য জানা যায়নি।

তবে কী পরিস্থিতি পুনরায় বহাল হওয়া ২০১৬ প্যানেলের চাকরিহারা শিক্ষকদের? অধিকার মঞ্চের এক আন্দোলনকারী শিক্ষক বলেন, 'আমাদের বেতন আদৌ আসবে কি না আমরা এখনও সেই নিয়েই অনিশ্চিত। আর ডিএ বাড়ার চিন্তাভাবনা করার মতো এখন আমাদের অবস্থা নয়। যে যোগ্যদের নাম এখনও তালিকায় আসেনি তাঁদের জন্য আমরা লড়াই করছি।' চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের একাংশ জানিয়েছেন, 'আগেই সরকার জানিয়েছিল ডিএ বাড়ানোর কথা। আমরা সেই আশাতেই ছিলাম। তবে এমনভাবে চাকরি চলে যাবে ভাবিনি।' রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে অনেকেই আশা করছেন, ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে আরও একদফা ডিএ বাড়তে পারে। কেন্দ্রের ডিএ'র বর্তমান হার ৫৫ শতাংশ। তবে রাজ্যের ডিএ'র হার মাত্র ১৮ শতাংশ হওয়ায় ক্ষুব্ধ অনেক রাজ্য সরকারি কর্মচারীই।

ভূমি আধিকারিক বদলি

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : রাজ্যজুড়ে ১৯০ জন ভূমি আধিকারিককে এক ঝটকায় বদলির সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দিল নবান্ন। জলপাইগুড়ির মালবাজার সহ উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার বিএলএলআরও সহ শীর্ষ আধিকারিকরা বদলির তালিকায় রয়েছেন। এই নিয়ে গত প্রায় এক বছরে শুধু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের প্রায় এক হাজার আধিকারিককে বদলি করল নবান্ন। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জেলায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কাজ নিয়ে ক্ষোভ জমছিল। সামনেই ২০২৬-এ বিধানসভার ভোট। শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষের প্রতি এবারও বিশেষ নজর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই তিনি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের লোকজনের ঢালাওভাবে এক জায়গা থেকে অন্যত্র বদলির কড়া নির্দেশ দেন দপ্তরকে। তারপরই সম্ভবত তাঁদের নির্দেশ কার্যকর করতে বেশি সময় নেয়নি দপ্তর।

আজ দরজা খুলছে দিঘার জগন্নাথধামের। মঙ্গলবার দিনভর যজ্ঞ সহ চারিদিকে সাজোসাজো রব দেখা দিয়েছে। কিন্তু এরমধ্যেই দেখা দিয়েছে নতুন বিতর্ক। ২০২৪ লোকসভা ভোটের বছরে রাম মন্দিরের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। যাতে শামিল হয়েছিলেন মমতাও। সেই তিনিই এবার বিধানসভা ভোটের আগের বছর কীভাবে জগন্নাথ দেবের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন তাই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।

ধ্বজা উড়ল মন্দিরের চূড়ায়

পুলকেশ ঘোষ

দিঘা, ২৯ এপ্রিল : এক কোটি মন্ত্রোচ্চারণে মঙ্গলবার দিঘার জগন্নাথধামের মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণাহুতি ও আরতির মাধ্যমে। বুধবারই জগন্নাথদেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর বিকেলে মন্দিরের দরজা খুলবে। উদ্বোধন করবেন মমতা। তার প্রাক্কালে এদিনও তাঁর সাধের জগন্নাথধামকে সাজাতে মমতা পুরীর প্রধান সেবাইত রাজেশ দ্বৈতাপতি, ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস ও হিডকোর ভাইস চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে বারবার আলোচনা করেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে আদ্যাপীঠের মুরাল ভাই, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অছি পরিষদ সদস্য কুশল চৌধুরী থেকে শুরু করে জয়রামবাটি-কামারপুকুরের মহারাজরাও আসেন। এর পাশাপাশি এসেছেন সংগীত ও অভিনয় জগতের শিল্পী ও কলাকুশলীরা।

জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের আগে মহাযজ্ঞে মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন সকাল থেকে শুরু হয় যজ্ঞ। যজ্ঞের পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন দ্বৈতাপতি। তবে এরপর দিঘার জগন্নাথধাম পরিচালনার মূল দায়িত্ব পাচ্ছেন ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। এতে কি দ্বৈতাপতি কিছুটা হতাশ? তাঁর দলবলের কারও কারও মতে, জগন্নাথ প্রভুর পুজো যেভাবে হয় তা পালন করে আসছেন পুরীর সেবাইতরা। বৈষ্ণবদের পুজোর ধারা আলাদা। এই সম্পর্কে মন্তব্য করবেন না জানিয়েও এই প্রতিবেদককে বিষয়টি 'বিতর্কিত' আখ্যা দিয়ে বিতর্ককেই উসকে দিয়েছেন তিনি। তবে সাধারণ ভক্তদের বক্তব্য, পুরীর পান্ডাদের অত্যাচার বাঙালিরা কোনওদিনই পছন্দ করেন না। বরং ইসকনের ধারাই বাঙালিদের পছন্দের।

পুজোর পদ্ধতি যাই হোক না কেন, বাকি সব বিষয়ই পুরীর মন্দিরের কপি-পেস্ট দিঘার ধাম। ফারাক প্রসাদে। পুরীর খাজার বদলে দিঘার গজা। তা বাদ দিলে পুরীর মতোই এখানে চারটি দ্বারের নাম হচ্ছে সিংহদ্বার, ব্যাঘ্রদ্বার, অশ্বদ্বার ও হস্তিদ্বার। রয়েছে অরুণ স্তম্ভের মাথায় অরুণা মূর্তি। রয়েছে ভোগমণ্ডপ। নাটমন্দিরের দেওয়ালে রয়েছে দশাবতার মূর্তি। এমনকি মন্দিরের চূড়ায় বসানো ধ্বজা রোজ বদল করা হবে পুরীর নিয়ম মেনেই। এদিন যজ্ঞশেষে মন্দিরের চূড়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ধ্বজা।

বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : অক্ষয় তৃতীয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে দিঘায় জগন্নাথ ধামের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ফিরল রামমন্দির বিতর্ক। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের বছরে জানুয়ারি মাসে অযোধ্যায় রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে সেই সময় তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। সেই বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও যোগ দিয়ে বলেছিলেন, লোকসভা ভোটের আগে এসব বিজেপির গিমিক।

রামমন্দির আবেগকে কাজে লাগিয়ে লোকসভা ভোটের বৈতরণি পার করার কৌশল বলে সমালোচনা করেছিল তৃণমূল সহ বিরোধীরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন কলকাতায় পালটা সম্প্রীতি মিছিলে হেঁটেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মতো বিষয়ের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, টোটালটাই একটা গিমিক। ঘটনাচক্রে এবার সেই তিনিই জগন্নাথধামের নামে জগন্নাথ মন্দিরে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন।

আজ উদ্বোধন। তার আগে তুঙ্গে ব্যস্ততা দিঘায়।

এক বছর বাদেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় রামমন্দিরে প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ককে ফের সামনে এনে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে রামমন্দিরের সঙ্গে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের একটা সূক্ষ্ম ফারাক রয়ে গিয়েছে। সেই সময় অভিযোগ উঠেছিল মন্দির নির্মাণের আগেই উপযুক্ত ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন না করেই তড়িঘড়ি প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা কি না হিন্দুধর্ম মতে অনুচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে জগন্নাথ মন্দিরে তেমনটা হয়নি। এখানে মন্দির নির্মাণ আগেই শেষ হয়েছিল। গতকাল থেকে শুরু হয়েছে যজ্ঞ। মঙ্গলবার সেই যজ্ঞে পুণ্যাহুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা সমালোচনা খাটছে না মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৪০ সংখ্যা, বুধবার, ১৬ বৈশাখ ১৪৩২

ধর্মীয় সম্পত্তি প্রসঙ্গে

আগুপিছু না ভেবে ভেঙে দেওয়া, গুঁড়িয়ে দেওয়া, বাতিল করে দেওয়ার প্রবৃত্তি এখন সর্বত্র। অনিয়মের প্রতিকার করা গেল না। কিন্তু অনিয়মের যুক্তিতে ২০১৬-র প্যানেলে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি খেয়ে নিতে অসুবিধা হল না। ওয়াকফ সম্পত্তির সংশোধনী আইন তেমনই। জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের একাংশের দুর্নীতির হাত ওয়াকফ সম্পত্তিতে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। এই সত্যে কোনও দ্বিমত নেই। নামে ওয়াকফ হলেও, সেই সম্পত্তি অনেক জনপ্রতিনিধি বা প্রভাবশালীর দখলে।

এ রাজ্যে তৃণমূলের কারও কারও নাম সেই তালিকায় আছে বলে হইচই হচ্ছে। বাম জমানায় যেমন শাসকদলগুলির অনেকে সেই একই পাপে বিদ্ধ ছিলেন বলে অভিযোগ আছে। ভিন্ন রাজ্যে কোথাও কংগ্রেস, কোথাও অন্য দল, এমনকি মুসলিম দলগুলির কোনও নেতার নাম জড়িয়ে যেতে পারে ওয়াকফ কেলেঙ্কারিতে। সারা ভারতে সম্পত্তিটা বড় কম নয়। ফলে ক্ষমতাবানদের নজর সেদিকে পড়বে-সেটাই স্বাভাবিক!

তবে সেই অজুহাতে নজরদারির নামে ওয়াকফ আইনে মুসলিম নিয়ন্ত্রণ খর্ব করলে প্রশ্ন তো উঠবেই। সব ধর্মের নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন থাকে। খ্রিস্টান নিয়মে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। সরকারি সাহায্য থাকলেও খ্রিস্টান পরিচালিত অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বশাসিত। নিজস্ব নিয়মে চলে। সেখানে সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কি কোনও অনিয়ম নেই? চারপাশে চোখ বোলালে অনেক অনিয়ম ধরা পড়ে। তাই বলে ধর্মীয় গোষ্ঠীটির নিজস্ব নিয়মে হস্তক্ষেপ করা কি যুক্তিসংগত?

রামকৃষ্ণ মিশন কিংবা ভারত সেবাশ্রম সংঘ স্বশাসিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। নিজস্ব নিয়মে সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। তাতে নাক গলানো কি সরকারের উচিত? এতে ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। যতক্ষণ সংবিধান অনুযায়ী দেশটা ধর্মনিরপেক্ষ, ততক্ষণ স্বাধীনভাবে সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর পথ চলা আইনসিদ্ধ শুধু নয়, ন্যায়সংগতও বটে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে অন্য ধর্মের কাউকে সম্পৃক্ত করা তাই অনুচিত। একইসঙ্গে অন্যায়।

অতীতে দেবোত্তর সম্পত্তির নামে এ দেশের রাজা, জমিদাররা অনেক কিছু কুক্ষিগত রাখতেন। এরকম নজির অনেক। বিভিন্ন সরকারি নথিতে বহুবার তা প্রকাশ্যে এসেছে। দেবোত্তর সম্পত্তি এখনও আছে। সেই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ট্রাস্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে। সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিজস্ব রীতি, নিয়ম আছে। সেখানে সরকার সহযোগীর ভূমিকায় থাকে। কিন্তু ভিন্নধর্মের কারও সম্পৃক্ত থাকা নৈব নৈব চ। কোচবিহারের দেবোত্তর ট্রাস্ট তার প্রমাণ।

তাহলে শুধু ওয়াকফ সম্পত্তি দেখভালে বিভিন্ন বোর্ড, কাউন্সিল বা কমিটিতে মুসলিম ভিন্ন অন্য ধর্মের কাউকে সদস্য করার প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল? প্রশ্নটা উঠতেই পারে। অনিয়ম ঠেকানোর নাম করে গোটা পরিচালন ব্যবস্থায় কি এটা হস্তক্ষেপের শামিল নয়। খ্রিস্টান মণ্ডলী বা ডায়োসিসগুলিতে কি এরপর একই বিধান চালু করা হবে। কিংবা দেবোত্তর সম্পত্তি বা রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম কিংবা তিরুপতি মন্দির ট্রাস্টেও কি তাই হবে?

আইন যদি করতেই হয়, তাহলে পক্ষপাত থাকা উচিত নয়। শুধু ওয়াকফের বেলা এক নিয়ম, অন্য ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম কিন্তু গোটা ব্যবস্থাটার উদ্দেশ্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বাঞ্ছনীয় নয়। সংশোধনী আইনে যা যা বিধান আছে, তাতে ওয়াকফ সম্পত্তিকে সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে। কে না জানে, বহু সরকারি সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

সরকারি সম্পত্তি ভোগদখলে জড়িয়ে যায় অনেক জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কারও কারও নাম। শুধু জড়ায় না, এরকম অনিয়মের উদাহরণ অনেক। ফলে শুধু ওয়াকফের ক্ষেত্রে আঁটিসাঁটি, অন্য ক্ষেত্রে দাঁতকপাটি মনোভাবের পেছনে কারণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সরকারের উচিত, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর পরিষ্কার করে পরবর্তী পদক্ষেপের পথে এগোনো।

অমৃতধারা

ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সামান্য হলেও যার জীবনে 'পরিতৃপ্তি' আছে সে-ই যথার্থ সম্পদের অধিকারী। মনের বন্ধন মুক্তিতেই আসল স্বাধীনতা, আনুষ্ঠানিক ফিতে কেটে তা আসে না। অন্যকে সুখ দেওয়া এক মহান দানশীল কাজ। প্রফুল্লচিত্তের অধিকারী সদাই উদ্দীপ্ত থাকে, তার সংস্পর্শে লোকের মুখেও তেমনি হাসি ফুটে ওঠে। হাসিমুখে অনেক আপাত কঠিন কাজকে সহজ করে নেওয়া যায়।

নিজের উন্নতির জন্য সময় ব্যয় করলে অন্যের সমালোচনার জন্য আর সময় কোথায়! জীবনের মধুরতাকে আস্বাদন করতে হলে অতীতকে ভুলে যাওয়ার শক্তির অধিকারী হতে হবে। ব্যর্থ বা অহেতুক কাজ মনকে ভারী ও ক্লান্ত করে, ভালো বা কল্যাণকারী কাজ নিজেকে সুখী, হালকা ও তরতাজা করে।

-ব্রহ্মাকুমারী

আলোচিত

ছোট থেকেই ও ৯০ মিটারের ওভার বাউন্ডারি মারতে পারত। তখন ওর বয়স ১০। দিনে ৩৫০ থেকে ৪০০ বল খেলত সূর্যবংশী। তুলে মারতে বলতাম ফিল্ডারদের এড়ানোর জন্য। লক্ষ করলে দেখবেন, ওর হাতের অবস্থান অনেকটা যুবরাজ সিং বা অভিষেক শর্মার মতো থাকে।

- মণীশ ওঝা *(বৈভব সূর্যবংশীর কোচ)*

ভাইরাল

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের পারফর্ম করা সাধারণ ঘটনা। কিন্তু অধ্যাপকদের পারফরমেন্স সচরাচর চোখে পড়ে না। এবার ছাত্রদের সিনিয়ার ব্যাচের বিদায় অনুষ্ঠানে দিল্লি ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের পারফরমেন্স অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে তুলেছিল।

আজ

২০২০

কিংবদন্তি ফুটবলার চুনী গোস্বামীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

২০২০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা ঋষি কাপুর।

সোজা-সাপটা

সত্যজিৎ বলেছিলেন, "সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'র ইলাস্ট্রেশন করছিলাম, সেই সময় আইডিয়াটা মাথায় আসে। সংক্ষিপ্তসারই ভরসা দিল ছবিটা ম্যানেজেবল ফর্মে আনা যায়, মূল উপন্যাস প্রথমে পড়লে এই সাহস হয়তো আমার হত না।"

ভাদ্রের ভ্যাপসা দুপুরে পথের পাঁচালী দর্শন

শংকর

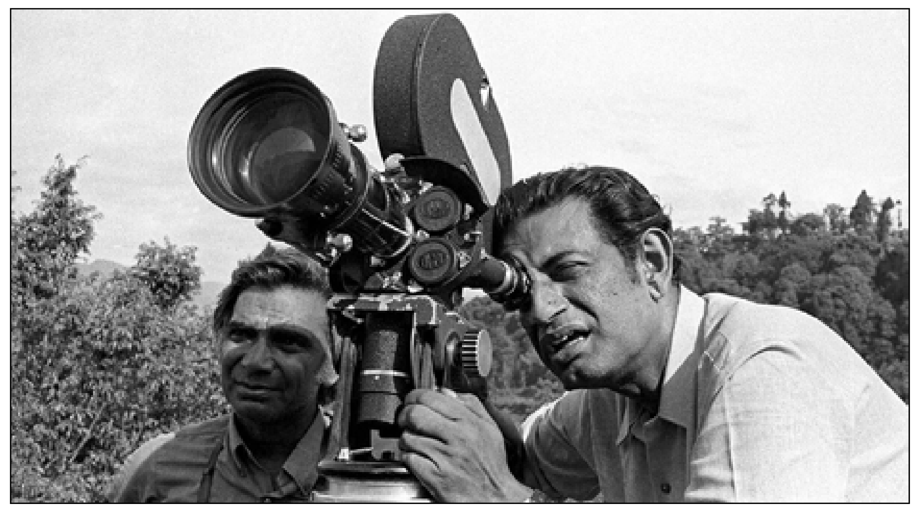

আমি কোনও চলচ্চিত্র বিশারদ নই। অজস্র ছবি দেখার অভিজ্ঞতাও নেই আমার। তবু মনে আছে সেই অভিজ্ঞতা। বহুবছর আগে দেখা সেই ছবির দৃশ্যগুলো আমাকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছিল যে, তার রেশ মৃত্যু পর্যন্ত কাটবে না। সত্যি বলতে, জীবনে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে।

যে ঘটনার কথা বলছি, তা সেই ১৯৫৫ সালের কথা। তখন বেঙ্গল চেম্বারের অফিসে কাজ করি। ভাদ্র মাসের ভরদুপুর। সেই ভ্যাপসা দুপুরেই আমরা অফিস পালিয়ে একটা ছবি দেখার ষড়যন্ত্র এঁটেছিলাম। কী ছবি, কোন ছবি দেখতে যাব? সে সবের তোয়াক্কা ছিল না। সেই সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছিল বাংলায় কঙ্কাবতীর ঘাট, হিন্দিতে নগদ নারায়ণ, ইংরেজিতে দেয়ার্স নো বিজনেস লাইক শো বিজনেস। এবং ওই একই সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছিল এক অখ্যাত পরিচালকের নতুন ছবি। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সেই অখ্যাত ছবিটাই দেখতে গিয়েছিলাম কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বীণা সিনেমায়। তাই এই নবতিপর বয়সেও গর্ব করে বলতে পারি, কলকাতায় প্রথম দিনের প্রথম শো-তে পথের পাঁচালী দেখার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম আমি। এখন যাকে বলে এফডিএফএস।

অবশ্য এটাও ঠিক, পরিচালক হিসাবে নতুন হলেও সত্যজিৎ কিন্তু সংস্কৃতি জগতে নতুন নন। বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমার কলকাতা শাখার আর্ট ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার প্রচ্ছদশিল্পী হিসাবেও সত্যজিতের যথেষ্ট সুনাম অর্জন হয়েছে ততদিনে। ফলে, সিনেমা তৈরির খড়কুটো তিনি যে একটু একটু করে সংগ্রহ করেছিলেন, সেকথা বলাই বাহুল্য।

সবচেয়ে বড় কথা, দুর্ভাগা বাঙালির ঘরে জন্ম নিয়েও তিনি আমাদের বাঙালির, ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন জগৎসভায়। পথের পাঁচালী যে রসসৃষ্টির ইতিহাসে এক কীর্তিস্তম্ভ, তা সর্বজনবিদিত। পথের পাঁচালীর স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় এমন এক ঊর্ধ্বলোকে বিরাজ করেছেন, যেখানে কোনও প্রশস্তিই তাঁর পক্ষে সুবিচারের নয়। আর্টের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এমন দুর্লভ ঘটনা ক্বচিৎ কদাচ ঘটে থাকে। বীণা সিনেমায় সিনেমা দেখতে বসে এই মহৎ সৃষ্টির প্রতি নতমস্তকে প্রণাম জানানো ছাড়া আমার মতো মানুষের আর কিছুই করার ছিল না।

পথের পাঁচালী দ্বিতীয় বার দেখি তিরিশ বছরের ব্যবধানে। কেন এত দীর্ঘ বিরতি? দেখিনি এই আশঙ্কায় যে, প্রথম দর্শনে বুকের মধ্যে যে বিস্ময়ের রসায়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা নষ্ট হতে পারে, এমন কোনও ঝুঁকি আমি নিতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না। এবং এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও স্বীকার করি, তিরিশ বছরের ব্যবধানে পথের পাঁচালী পুনর্দর্শনের দুঃসাহস দেখিয়ে আমি জীবনে ভুল করিনি। সেদিন মনে হয়েছিল, নতুন ছবি দেখছি। ছবিটা তো বদলায়নি, তাহলে কি আমি নিজেই বদলে গিয়েছি আপাদমস্তক! ঠিক বুঝতে পারিনি সেদিন। পথের পাঁচালীর দেশেই আমার জন্ম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার গাঁয়ের লোক, দারিদ্র্য কাকে বলে তা আমিও বিলক্ষণ জানি। প্রথমবার পথের পাঁচালী দেখার সময় অপু-দুর্গা-সর্বজয়া-হরিহরের দুঃখ এতটা দুর্বিষহ মনে হয়েছিল যে, ছবিটা আর মাত্র মিনিট পনেরো চললে আমি ভেঙে খানখান হয়ে যাব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এতগুলো দশক পরে মনে হয়, দুঃখের সঙ্গে চিরন্তন আনন্দের, মলিনতার সঙ্গে সীমাহীন সৌন্দর্যের এমন দুর্লভ মিলন যিনি এমন অনায়াসে করতে পারেন, রসসৃষ্টির ইতিহাসে তিনি চিরদিন তাজমহলের মতো বিরাজ করবেন এবং সর্বশ্রেণির শিল্পস্রষ্টার প্রণম্য হয়ে উঠবেন।

পথের পাঁচালী দেখার দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে পুনরায় ছবিটি দেখা এবং পুনরায় বিস্ময়ে বিস্মিত হওয়া। তবে সেই বিস্ময়-রেশ কাটবার আগেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল অগ্রহায়ণের এক নির্জন দুপুরে। ভেবেছিলাম, খোঁজ করব—সৃষ্টি বড় না স্রষ্টা বড়! স্রষ্টা নিজেই অনেক সময় তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন কিনা! কিন্তু আশ্চর্য এই, কলকাতার বিশপ লেফ্রয় রোডের তিনতলার সেই বিখ্যাত ঘরে সত্যজিতের মুখোমুখি হয়ে কোনও প্রশ্ন করার বাসনাই রইল না। যে মানুষ পথের পাঁচালী সৃষ্টি করতে পারেন সেই মানুষকে প্রশ্নোত্তরের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জেরা করার মতো উকিল তো নই আমি। সত্যজিৎ বোধহয় আমার সমস্যাটা বুঝেছিলেন। নিজের থেকেই বলেছিলেন, 'তিরিশ বছর ধরে পথের পাঁচালী সম্পর্কে এত জায়গায় এত কথা বলেছি যে নতুন কথা কিছুই অবশিষ্ট নেই।' বুঝতে পেরেছিলাম, উনি জানতে চাইছেন, আমি তিরিশ বছর ধরে কী করেছি! দেখা করতে এত দেরি হল কেন? নূতনত্ব সম্পর্কে আমার অহেতুক চিন্তা নেই। কারণ পথের পাঁচালী সংক্রান্ত কোনও কথাই কোনও দিন পুরোনো হবে না। চির নূতনের পরশপাথর যে অপু-দুর্গার ছবির মধ্যেই চিরদিনের মতো লুকিয়ে রয়েছে। সত্যজিৎ শুরু করলেন তাঁর কথা, "বিজ্ঞাপনের অফিসে আর্ট ডিরেক্টরের চাকরি করতাম, কোনও দিন যে চিত্র পরিচালক হব এমন ধারণা ছিল না। তবে ছবি দেখতে ভালো লাগত এবং পরে এই ভালোলাগাটাই সিরিয়াস টার্ন নিল। অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু মূল উপন্যাসটা পড়বার আগেই আমি পথের পাঁচালী ছবি তৈরির সিদ্ধান্ত নিই। ডি কে গুপ্তর প্রকাশনা সংস্থা সিগনেট প্রেসের জন্যে সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'র ইলাস্ট্রেশন করছিলাম, সেই সময় আইডিয়াটা মাথায় এসে গিয়েছিল। সংক্ষিপ্তসারটাই আমাকে ভরসা দিল ছবিটা ম্যানেজেবল ফর্মে আনা যায়, মূল উপন্যাসটা প্রথমে পড়লে এই সাহস হয়তো আমার হত না।"

সত্যজিৎ বলে চলেন, 'এই সময় বিজ্ঞাপন এজেন্সির কাজকর্ম সম্পর্কে আমার ক্লান্তি এবং বিতৃষ্ণা জাগছিল। প্রত্যেকটি ক্লায়েন্টকে খুশি করার কাজ ভালো লাগছিল না। তার ওপর অনেক খেটেখুটে হয়তো একটা ভালো কাজ করলাম, অবুঝ ক্লায়েন্ট এককথায় তা নাকচ করে দিলেন। মনের মধ্যে তখন স্বাধীন হবার ইচ্ছে, আমার এমন কোনও কাজ চাই যেখানে আমিই সর্বেসর্বা হব। সেই সময় আমি আপিসের কাজে সামান্য সময়ের জন্যে বিলেত যাই। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে ওখানে অন্তত একশোটা ছবি দেখে ফেলেছি। ইউরোপীয় গুরুদের ছবি দেখে মনে হয়েছিল নতুন ভাবে, নতুন পথে, অল্প খরচে, মানবিক আবেদনসম্পন্ন ছবি আমরাও বা তৈরি করতে পারব না কেন?'

'তখনই নেশাটা চেপে গেল। ১৯৫০ সালের অক্টোবরে দেশে ফেরবার পথে জাহাজেই চিত্রনাট্যের একটা খসড়া তৈরি করে ফেললাম। তারপর কলকাতায় অফিস-কাজের ফাঁকে ফাঁকে চিত্রনাট্যের কাজ করেছি। এবার ভাবলাম কোনও প্রোডিউসারকে আগ্রহী করা যায় কি না। ধর্মতলায় প্রোডিউসারদের দরজায়-দরজায় ঘুরেছি, কত লোককে বারবার শুনিয়েছি, জুতোর গোড়ালি খয়ে গিয়েছে, কিন্তু কাউকে রাজি করাতে পারিনি। তখন রাগ হত, এখন দোষ দিই না ওঁদের। আমাদের কারও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রোডিউসারদের নিশ্চয় সন্দেহ হত, এঁরা কি পারবেন? কিন্তু ছবি করার ইচ্ছেটা তখন এতই প্রবল যে আমার অফিসের ইংরেজ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলি, একটা ছবি করে দেখতে চাই। ম্যানেজার বললেন, উইকএন্ডে কাজ করো, ছুটিছাটায় কাজ করো। আমি এক মাসের সবেতন ছুটি পেলাম। প্রোডিউসারের দ্বারস্থ না হয়ে, আমাদের নিজেদের যে সংগতি আছে, তাই দিয়েই কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত হল। ইতিমধ্যেই অপু এবং দুর্গাকে পাওয়া গিয়েছে। আমরা ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে জগদ্ধাত্রীপুজোর দিনে এক কাশবনে শুটিং আরম্ভ করলাম। লোকেশন শক্তিগড়ের আগে পালসিট স্টেশনের কাছে। প্রকাণ্ড মাঠে কাশবন, সেখান থেকে অপু-দুর্গা ট্রেন দেখবে।'

সত্যজিৎ প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিলেন। 'প্রথম দিনেই আমাদের অনেক ভুল ভাঙল। আমরা অনেক থিওরি আয়ত্ত করেছি, অথচ হাতেনাতে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই আমাদের। কিন্তু আমরা দমে যাইনি, কাজ করতে করতে আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি এবং এগিয়ে গিয়েছি। আমার মনে আছে, আবার যখন শক্তিগড়ে গিয়েছি, তখন কাশফুল শুকিয়ে গিয়ে মাঠের রূপ অন্য হয়ে গিয়েছে। আমরা আবার এক বছর পরে সেখানে ফিরে এসেছি কাশবনের খোঁজে।'

চরিত্রদের কথাও সত্যজিৎ বলে চললেন নাগাড়ে। বিশেষ করে ইন্দির ঠাকরুণের কথা। সত্যজিৎ তাঁর একটি লেখার উল্লেখ করলেন। অপু, দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়ার ভূমিকা নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। প্রসন্ন, সেজোঠাকরুণ, নীলমণির স্ত্রীর সম্বন্ধেও মনস্থির হয়ে গিয়েছে। চুনিবালা দেবীর হদিস দেন রেবাদেবী। চুনিবালা দেবী নাকি নিভাননী দেবীর মা, একসময় তারাসুন্দরী, নগেন্দ্রবালার মঞ্চে অভিনয় করেছেন। তো যাই হোক, চুনিবালা দেবী আমাদের হতাশ করলেন না। 'পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়েছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।' বর্ণনার সঙ্গে অমিল হল না।

চুনীবালা দেবীকে নিয়ে কাজ করার সময় বারবার এই কথাটাই মনে হয়েছে যে, এঁর সন্ধান না পেলে আমাদের পথের পাঁচালী সার্থক হত না।'

সত্যজিৎ এও বলেছিলেন, 'যে আড়াই বছর ধরে পথের পাঁচালী তৈরি করেছি সেই সময়ে আমার অফিসে তিনজন ম্যানেজার এসেছেন—এঁরা তিনজনই আমাকে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন। কখনও পুরো ছুটি, কখনও হাফ পে, কখনও উইদাউট পে ছুটি দিয়েছেন। শেষ ম্যানেজার নিকলসন ছবিটা যখন প্রায় শেষ করে এনেছি, তখনই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এটাও বোধহয় বুঝেছিলেন, একে বোধহয় আর অফিসে ধরে রাখা যাবে না।'

সত্যিই ধরে রাখা যায়নি আমাদের সত্যজিৎকে। কোনও নিক্তিতেই তাঁকে ধরা যায় না, মাপা যায় না। তিনি যে বিশ্ববন্দিত, বিশ্বনন্দিত। এমন উচ্চশিরের বাঙালি বিরলতম।

জনমত

হিংসার বদলে হিংসা সমাধান নয়

আজ আমরা চারদিকে তাকালে দেখতে পাই অধর্ম অনেককে করে তুলছে হিংসাপরায়ণ তথা মানবতাবিরোধী। আর তখনই তৈরি হচ্ছে অরাজকতা ও নিধনের মতো জঘন্য কাজ। ইতিহাস তাই-ই বলে। পহলগাম কাণ্ড এসবেরই মর্মন্তুদ সাক্ষী। আমাদের এখন উচিত একটা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নেওয়া। এজন্য সব স্তরের মানুষের প্রকৃত মানুষ হওয়ার সুশিক্ষা নেওয়া উচিত। শুধু হিংসার বদলে হিংসা সমাধান নয়। আর সর্বস্তরে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা খুবই দরকার।

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

কাশ্মীরে নতুন সকালের অপেক্ষায়

ভারত ভালো নেই। তার হৃৎপিণ্ড কাশ্মীরে আজ হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব। ভারতের হৃৎপিণ্ডে আজ বারুদের গন্ধ। কত হিন্দু মরেছে অকারণে। আমরা তো 'একই বৃন্তের দুটি কুসুম' তাহলে কেন এত দণ্ডভেদ? কীসের লড়াই, কীসের রক্তপাত?

বন্ধ হোক এই রক্তপাত, বন্ধ হোক হিন্দুদের অকারণে মারা। চলো গর্জে উঠি আমরা আবার। আমাদের যত হিন্দু মরেছে তার প্রতিশোধ নেওয়া হোক। আর যেন কোনও স্ত্রী স্বামীহারা না হন, যেন না ঝরে কোনও মা ও সন্তানের চোখের জল। ভূস্বর্গ হোক সন্ত্রাসমুক্ত ও রক্তহীন।

অভীক দত্ত
উকিলপাড়া, জলপাইগুড়ি।

আজকের কাশ্মীর এবং বিষবৃক্ষ

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভূস্বর্গের ন্যক্কারজনক সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সরকার বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ করবে, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে উত্তাপ-ভাব বিনিময় চলবে। রণংদেহি অবস্থান চলবে। ঠান্ডাও একদিন হবে, আবার হঠাৎ আগমন ঘটবে অন্য কোনও নির্জনে।

আসলে যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল, তা তো এখন ৭৮ বছরের বিশাল বৃক্ষ। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ক্ষমতালিপ্সু নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়ায় দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এবং যার ফল দেশ ভাগ। এক থেকে খণ্ডিত ভারত ও অপর অংশ পাকিস্তান। এক ভূখণ্ড কিন্তু দুই দেশ। তারপর আমাদের পরিবারের জমি ভাগাভাগির মতো শুরু হল দখল নেওয়ার লড়াই, দেশভাগের যন্ত্রণা, দাঙ্গা, লুটতরাজ- সে সব তো আজ ইতিহাস।

দু-অংশের মানুষের মনে শুরু হল বিষ বপন। এরা অল্প সংখ্যায় হলেও, বিষ তো বিষই হয়। ধীরে ধীরে এরা বিস্তারে লেগে গেল।

কাশ্মীরে যখনই স্বাভাবিক অবস্থা ফেরে, মানুষজন বিগত দিনের ভুলের থেকে শিক্ষা নিয়ে রুটিরুজি ও সামাজিক কাজে মনোনিবেশ করে অন্য প্রদেশের সঙ্গে একাত্ম হতে চায়, ঠিক সেই সময় কখনও পুলিশ-মিলিটারিদের ওপর আক্রমণ, কখনও সাধারণ কাশ্মীরি জনগণের ওপর, কখনও আপেলখেতে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। আর এবার তো পর্যটক হত্যা করে পর্যটনশিল্পের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করা হল। অর্থাৎ কাশ্মীরি জনগণকে জোর করে ভারতবিদ্বেষী করে তোলা। দ্বিজাতিতত্ত্বের এই বিষ এখন ক্যানসারে পরিণত। শুধুমাত্র সামান্য রে-তে কাজ হবে না, শরীরের ক্যানসারের অংশ যেমন বাদ পড়ে, তেমনি আঘাত এখন দেওয়ার সময়।

শেষে বলি, মানুষে মানুষে ধর্মের বলি না হয়ে এসো কাঁধ মিলায়ে ভাতের গন্ধ খুঁজি।

নীতীশ মণ্ডল
সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি বাজার।

সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে কঠোর হওয়া প্রয়োজন

'চতুর্দিকে রক্ত, শুধু রক্ত/ আমারই বন্ধু ও ভাই ছিন্নভিন্ন/ এতে কার জয়?/ রক্তমাখা নোংরা এই সিঁড়ি দিয়ে আমি কোনও স্বর্গেও যাব না'- কাশ্মীরের পহলগামের হত্যালীলা দেখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই লাইনগুলোই মনে পড়ছে বারবার।

কাশ্মীর বরাবরই পর্যটকদের প্রিয় জায়গা হয়ে থেকেছে। কাশ্মীরের কথা উঠলেই সেই বিখ্যাত ফারসি পংক্তি মনে আসে— 'অগর ফিরদৌস বার রু-ই জমিন আস্ত/ হামিন আস্ত-ও হামিন আস্ত-ও হামিন আস্ত।' বাংলায় অনুবাদ করলে যার মানে দাঁড়ায়, 'পৃথিবীতে কোথাও যদি স্বর্গ থেকে থাকে, তবে এখানেই।'

অথচ সেই ভূস্বর্গ বলে পরিচিত কাশ্মীরই রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে অতীতে বারবার। সাম্প্রতিক হামলাও তার প্রমাণ।

যাঁরা একটু আনন্দের আশায়, ভ্রমণের নেশায় পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন তাঁদের কী দোষ ছিল? এই মৃত্যুর কোনও সান্ত্বনাবাক্য হয় না।

নিরীহ মানুষকে মেরে কোন স্বার্থসিদ্ধি হয় সত্যিই জানি না। আসলে সন্ত্রাসবাদের মূল উদ্দেশ্য, নিরীহ মানুষের প্রাণ নিয়ে ভয় এবং আতঙ্ক তৈরি করা। সন্ত্রাসবাদ তাই বারবার মানুষের রক্ত ঝরিয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে চায়। কিন্তু সময় এসেছে, সন্ত্রাসবাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলার, তাকে মূল থেকে উপড়ে ফেলার। সন্ত্রাসবাদকে রুখে দিতে গেলে কঠিন, কঠোর হতে হবে। আর কোনও রাস্তা নেই, পথ নেই। একজন নিরীহ মানুষও যাতে সন্ত্রাসবাদের বলি না হন, তার জন্য যা যা পদক্ষেপ করা দরকার, তা পালন করাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কাজ।

অরিন্দম ঘোষ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৮

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। ধ্বংস বা বরবাদ হয়ে যাওয়া ৫। যিনি পানের ব্যবসা করেন ৬। পরস্পর সম্পর্কহীন দুটো একই রকম ঘটনা ৮। কোমরে পরার গয়না, পোকাও হতে পারে ৯। বউ, ধর্মপত্নী বা স্ত্রী ১১। যে বনে অনেক কদম গাছ আছে ১৩। যা নষ্ট হয় না, চিরন্তন ১৪। এই মালিক পুরুষ নন।

উপর-নীচ : ১। সাবধান বা সতর্ক করা ২। বন্যায় আসা মাটি ৩। পদ্মরাগের মতো রত্ন ৪। গাছের ডালে পাখির বাসা ৬। ধুতির পেছনে গোঁজার অংশ ৭। দেওয়া-নেওয়া বা আদানপ্রদান ৮। কালক্ষেপ বা দেরি করা ৯। নিঃস্বার্থভাবে কিছু দেওয়া ১০। একটি অসুখ ১১। ধূসর রং ১২। সেন বংশের দ্বিতীয় রাজা ১৩। অস্ত্র ধার দেওয়ার পাথর।

সমাধান ■ ৪১২৭

পাশাপাশি : ১। হাতপাখা ৩। সজনে ৫। স্বখাতসলিল ৬। জিঞ্জির ৭। শতেক ৯। কালানুক্রমিক ১২। লাবণি ১৩। করণিক।

উপর-নীচ : ১। হাড়পাজি ২। খামোখা ৩। সরস ৪। নেউল ৫। স্বর ৭। শক ৮। কপর্দক ৯। কামিলা ১০। নুরানি ১১। মিশুক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

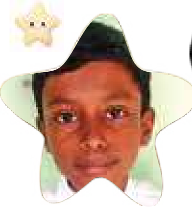

ছোট্ট তারা

জগদীশ বিদ্যাপীঠের ছাত্র আয়ুস পাল ছবি আঁকতে ভালোবাসে। চতুর্থ শ্রেণির এই ছাত্রের আগ্রহ দেখে খুশি স্কুলের শিক্ষকরা।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি কলেজে মঞ্চ মাতাচ্ছেন সারেগামাপা খ্যাত অ্যালবার্ট কাবো লেপচা। ছবি : সূত্রধর

স্মৃতির অ্যালবাম

হিলকার্ট রোডে ছুটছে টয়ট্রেন

ফোটো অ্যালবাম মানেই নানা স্মৃতি। পুরোনো বহু গল্প। হঠাৎ কিছু মনে করে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠা। আবার কখনও গিয়েছে যে দিন সেই দিনের আলোচনা করা। এক কথায় অনেক স্মৃতি, অনেক ইতিহাস, অনেক আবেগ, অনেক গল্প জড়িত থাকে অ্যালবামের পাতায় পাতায়। শিলিগুড়ির পুরোনো দিনের অ্যালবামের পাতা নিয়ে আলোকপাত করলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : প্রযুক্তির অগ্রগতিতে অ্যালবাম এখন ফোল্ডার হয়ে উঠেছে ডেস্কটপ, ল্যাপটপ বা সোশ্যাল সাইটগুলোতে। তবে কখনও ভেবে দেখেছেন কি মেশিন বা প্রযুক্তির গড়বড়ে কখনও যদি সেগুলো এক্কেবারে উবে যায় তাহলে কী করবেন? সেই স্মৃতি তাহলে একদিন অতলে তলিয়েই যাবে। মনের মধ্যে আবছা কিছু থেকে গেলেও চোখের সামনে সে আর এক্কেবারে এসে কখনও ধরা দেবে কি? বর্তমানে অ্যালবাম বলতে বিয়ে, মুখেভাত এমন কিছু অনুষ্ঠানের বড় দামি অ্যালবাম। সেখানে আর অন্য কোনও ছবি উঁকি দেয় না।

এ শহরে অনেকের কাছেই এমন অনেক পুরোনো অ্যালবাম যার পাতা ওলটালেই দেখতে পাবেন, হিলকার্ট রোড দিয়ে ছুটে চলেছে কু-ঝিকঝিক খেলনা গাড়ি। আর শিলিগুড়ি শহরের বহু পুরোনো মানুষ গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের অ্যালবামে রয়েছে এমন কিছু ছবি যা নির্ঘাত বলে দেবে শহরের পুরোনো কিছু কথা। ৮০-এর দশকের শেষে বা ৯০-এর দশকের প্রথমদিকের এমন ছবি রয়েছে যা শিলিগুড়ির সেই সময়ের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, পরিবেশ, মানুষের

আদব-কায়দা জানান দেবে। তাঁর অ্যালবামে এমন ছবিও আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে শিলিগুড়ি শহরে এসেছেন জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধি। সেই সময়ের বাগডোগরা প্লেনঘাঁটির সামনে তোলা ছবি। এই ছবি জানান দেবে শহরের বহু গল্প।

একইরকমভাবে শহরের প্রবীণ বাসিন্দা সুজিত রাহার অ্যালবামেও রয়েছে অনেক ছবি। বর্তমান শিলিগুড়ি পুরনিগমের শুরুর দিনের ছবি রয়েছে তার অ্যালবামে। তখন অবশ্য তা পুরনিগম ছিল না, পুরসভা ছিল। তখন তা ছিল একতলা ঘর। হিলকার্ট রোডের ১০তলা নীলাদ্রিশেখর বিল্ডিং ১৯২৫ সালে ছিল কাঠের দোতলা। ১৯০৯ সালের মিত্র সম্মিলনীর আড্ডার ছবিও রয়ে গিয়েছে তাঁর অ্যালবামে। সেই সময় এই ভবন ছিল কাঠের। মহানন্দা সেতু একসময় ছিল কাঠের পুল। সেই ছবিও রয়েছে অ্যালবামে।

এই স্মৃতিবিজড়িত ছবিগুলো দেখলেই এক লহমায় তাঁরা ফিরে যান পুরোনো সেই দিনগুলিতেই। আর নতুনরা কল্পনায় এঁকে নেয় পুরোনো এক শহরের ছবি যা আজকের শহরের সঙ্গে কোনওভাবেই মেলানো যায় না।

সেইসময় এই ছবিগুলোকে অ্যালবামবন্দি করা হয়েছিল বলেই হয়তো আজও কেউ কেউ তাঁদের কাছে গিয়ে ছবিগুলো দেখার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে।

তবে আজকের শহর বা শহরে আসা বিশিষ্ট মানুষদের ছবি ধরা থাকে স্মার্টফোন বা সোশ্যাল মিডিয়াতেই। যার স্থায়িত্ব সারা জীবন কি না যেটা কেউ বলতে পারে না।

শহরেরই এক বাসিন্দা অনীতা চৌধুরীর কথায়, 'ফোটো অ্যালবাম এখন সত্যিই অতীত। বাড়িতে কেউ এলে একসঙ্গে বসে অ্যালবাম দেখার যে উৎসাহ ছিল, তাতেও এখন ভাটা পড়েছে অনেক। এখন অ্যালবাম বলতে বিয়ে, মুখেভাত এইসব অনুষ্ঠানগুলোতে আলাদা করে অ্যালবাম তৈরি হয়। এই দুই অ্যালবামে এখন বিস্তর ফারাক।'

কলেজ পড়ুয়া হিমাদ্রি পালের কথায়, 'সময়ের সঙ্গে সবই তো বদলায়। এটাও সেই নিয়মেই বদলেছে। এখন ছবি দেখতে হলে সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্টগুলোতে গিয়ে যে কেউ যখন তখন ছবি দেখে নিতে পারে।'

এভাবেই স্মৃতির আড়ালে একটু একটু করে চলে যাচ্ছে পুরোনো ছবির ফোটো অ্যালবাম। যাঁদের কাছে এখন রয়ে গিয়েছে তাঁরাই এখনও রেখে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে আর কেউ ফোটো অ্যালবাম হয়তো রাখবেনই না। এভাবেই হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে অ্যালবাম।

কাশ্মীর নিয়ে বামেদের প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ২৯ এপ্রিল : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিবাদে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার দাবিতে পথে নামল সিপিএম। মঙ্গলবার দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে মিছিল বের করা হয়। মিছিলে ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকার প্রমুখ। মিছিলটি এয়ারভিউ মোড়, সেবকরোড হয়ে ফের দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

একই ইস্যুতে পথে নামে এসইউসিআই। মিছিলে ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য, তন্ময় দত্ত প্রমুখ।

অন্যদিকে, দলের পক্ষ থেকে ইসলামপুরেও একটি মিছিল হয়। মিছিল শেষে পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে পথসভার আয়োজন করা হয়। দাবি পূরণ না হলে পথসভায় সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

পাতিকলোনিতে ভ্রূণ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : মঙ্গলবার পাতিকলোনি ওভারব্রিজের নীচে একটি ভ্রূণ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন দুপুরের দিকে বিষয়টি প্রথমে স্থানীয়দের নজরে আসে। এরপর প্রধাননগর থানার পুলিশ এসে ভ্রূণটি উদ্ধার করে। যদিও ওই ভ্রূণ মানুষের নাকি কোনও পশুর তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'ভ্রূণটি হয়তো কেউ ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে। তবে সেটা কীসের আমরা তদন্ত করে দেখছি।' ভ্রূণটি পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরে কর্মরত পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে মঙ্গলবার এবিটিএ ও এবিপিটিএ'র তরফে শিলিগুড়ি মহকুমা শাখার সমগ্র শিক্ষা অভিযানের এডুকেশন অফিসারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি পার্শ্বশিক্ষক-শিক্ষিকাদের সিসিএল, সার্ভিস বুক চালু সহ স্কুলের পরিচালন সমিতি এবং কর্মী সংসদে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানানো হয়। দাবির সমর্থনে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের দপ্তরের সামনে বক্তব্য রাখেন এবিটিএ'র জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু, মহকুমা সম্পাদক দীনেশ মণ্ডল, এবিটিএ'র জেলা পার্শ্বশিক্ষক অরুণ পাল, এবিপিটিএ'র সম্পাদক নব চন্দ দেব প্রমুখ।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : মঙ্গলবার সকালে জংশন এলাকায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি রাস্তার ধারে পড়ে ছিলেন। এরপর স্থানীয়রা খবর দেন প্রধাননগর থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। মৃতের নাম রবীন্দ্র দত্ত, ফাঁসিদেওয়ার ময়লানিজোত সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, এদিন সকালে তিনি জংশন এলাকায় কাজের সূত্রে এসেছিলেন। তবে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

বিধানসভার আদলে পুরনিগমে সভাকক্ষ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : রাজ্য বিধানসভা কক্ষের আদলে আধুনিক সুবিধাযুক্ত সভাকক্ষ তৈরি হচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগমে। ইলেক্ট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা থেকে কাউন্সিলারদের টেবিলে মাইক্রোফোন, সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থাই থাকছে নতুন সভাকক্ষে। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে পুরনিগমের নতুন ভবনের পাঁচতলায় এই সভাকক্ষ তৈরি হচ্ছে। আগামীতে পুরনিগমের এলাকা বাড়বে ধরে নিয়ে নতুন সভাকক্ষে ৭০ জন কাউন্সিলারের বসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'পুজোর আগেই অত্যাধুনিক সভাকক্ষটি চালু করার চেষ্টা চলছে। সম্ভবত রাজ্যের অন্য কোনও পুরনিগম বা পুরসভায় এমন আধুনিক সুবিধাযুক্ত সভাকক্ষ নেই।' তবে বর্তমান বোর্ডের এই উন্নয়নমূলক কাজেও খোঁচা দিতে ছাড়ছেন না বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন। তাঁর বক্তব্য, 'কাউন্সিলাররা জনগণের সেবক। জনগণের উন্নয়নই আমাদের উন্নয়ন। তাই অত্যাধুনিক সভাকক্ষ না বানিয়ে আগে শহরের মানুষের উন্নয়নের কাজ করা উচিত। মানুষের পরিষেবাকে আগে আধুনিক করা উচিত।'

প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করে পুরনিগমের নতুন ভবন তৈরির কাজ এখনও চলছে। মেয়র, চেয়ারম্যান, একাধিক মেয়র পারিষদ, কমিশনার, সচিবের কার্যালয় ইতিমধ্যেই নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। তবে, ডেপুটি মেয়র সহ বেশ কয়েকজন মেয়র পারিষদ, কিছু আধিকারিক এবং বিরোধী দলনেতার অফিস পুরোনো ভবনেই রয়েছে। ঝাঁ চকচকে নয়া ভবনের পাঁচতলায় এবার অত্যাধুনিক সভাকক্ষ তৈরি হবে। যাকে 'কাউন্সিল হল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য বিধানসভার সভাকক্ষের আদলে পুরনিগমের কাউন্সিল হল তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এখানে মোট ১০৭ জনের বসার ব্যবস্থা থাকছে। এর মধ্যে কাউন্সিলারদের জন্য ৭০টি, সংবাদমাধ্যম সহ অন্যদের জন্য ৩০টি আসন থাকছে। পাশাপাশি আধিকারিকদের বসার জন্যও বাকি আসনগুলি রাখা হবে। পুরনিগমের মাসিক বোর্ড সভা, মেয়র পারিষদদের সভা থেকে শুরু করে অন্য বৈঠকগুলি এখানেই করা সম্ভব হবে। পুরনিগমে বর্তমানে দার্জিলিং জেলার ৩৩টি এবং সংযোজিত এলাকায় জলপাইগুড়ি জেলার ১৪টি ওয়ার্ড নিয়ে মোট ৪৭টি ওয়ার্ড রয়েছে। বর্তমান সভাকক্ষে গাদাগাদি করে কাউন্সিলারদের বসতে হয়। আগামীতে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির কিছুটা অংশ, মাটিগাড়া ব্লকের মাটিগাড়া-১, চম্পাসারি পুরনিগমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সংক্রান্ত প্রস্তাব ইতিমধ্যেই রাজ্যের কাছে গিয়েছে। কেননা, এই পুরো এলাকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে থাকলেও এখানে নগরায়ণের ছোঁয়া বেশ ভালোভাবেই পড়েছে। কাজেই পুরনিগমের এলাকা বাড়ছে এটা ধরে নিয়েই সভাকক্ষে কাউন্সিলারদের জন্য ২৩টি অতিরিক্ত আসন তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিটি আসনে মাইক্রোফোন রাখার পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক ভোটিং সিস্টেম বসানো হচ্ছে।

ডেপুটি মেয়রের বক্তব্য, 'পুরনিগমের বাজেট, যে কোনও আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনার সময় শাসক এবং বিরোধীদের মধ্যে বিতর্ক হয়। বিতর্ক নিরসনে ভোটাভুটি করতে হয়। আমাদের এখানে বর্তমানে হাত তুলে ভোটিংই বেশি হয়। কিন্তু নতুন কাউন্সিল হলে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং সিস্টেম বসানো হচ্ছে। তাতে যে কোনও বিষয়ে কাউন্সিলাররা আসনে বসেই ইলেক্ট্রনিক মেশিনের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।'

কাউন্সিল হল

- ১০ কোটি টাকা খরচ করে নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে
- এখানে মোট ১০৭ জনের বসার ব্যবস্থা থাকছে
- কাউন্সিলারদের জন্য ৭০টি, সংবাদমাধ্যম সহ অন্যদের জন্য ৩০টি
- পুরনিগমের এই ভবনের নাম দেওয়া হয়েছে কাউন্সিল হল

আশায় প্রত্যুষা

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : মেয়রস কাপ খেলা ছাত্রীর ভবিষ্যৎ বাঁচাতে পদক্ষেপ মেয়র গৌতম দেবের। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলেছেন মেয়র। কাউন্সিলেও বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। বুধবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে বিষয়টি জানাবেন বলে গৌতম জানিয়েছেন। মেয়রের হস্তক্ষেপে অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে খেলোয়াড়-পড়ুয়া প্রত্যুষা বিশ্বাস।

পুরনিগমের উদ্যোগে আয়োজিত মেয়রস কাপ ক্রিকেটে অংশ নিয়েছিল শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী প্রত্যুষা। যে কারণে একটি পরীক্ষা সে দিতে না পারায় পাশ করতে পারেনি।

বরাদ্দের আশা

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে মহানন্দা নদীর ধার দিয়ে বিকল্প রাস্তা তৈরির জন্যে রাইটসকে দিয়ে সমীক্ষা করিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এরপরেই ডিপিআর তৈরি করে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই রাস্তার কাজের অনুমোদন এখনই মিলছে না বলে জানা গিয়েছে। খোদ পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব মঙ্গলবার বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন। তবে চলতি অর্থবর্ষে শিলিগুড়ির কাওয়াখালির ওপর ষষ্ঠ মহানন্দা সেতু তৈরির জন্যে আর্থিক বরাদ্দ আসতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

নেতাজি গার্লসের ৪ পড়ুয়ার বৃত্তি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষার জন্য ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সাফল্য পেল শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুল। ন্যাশনাল মিনস কাম মেরিট স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল স্কুলের চারজন ছাত্রী। দীপিকা রায়, রত্না সরকার, জবা রায়, সৌমিলি রায়দের এমন ফলাফলে বেশি সংখ্যক পড়ুয়াকে প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুলটি। ওরা যাতে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের পরীক্ষাগুলো দিতে পারে, সেজন্য বিশেষ ক্লাস করানোর উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা রুম্পা সাহা।

গতবছর ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা দপ্তরের আয়োজনে আয়োজিত ন্যাশনাল মিনস কাম মেরিট স্কলারশিপ স্কিম (এনএমএমএসএস) পরীক্ষা আয়োজিত হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায়, নেতাজি গার্লস স্কুলের চার ছাত্রী পাশ করেছে। ছাত্রীদের এই সাফল্যে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রুম্পা সাহা বলেন, 'এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় ওরা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিবছর ১২ হাজার টাকা করে সরকারের তরফে স্কলারশিপ পাবে। পড়ুয়ারা যাতে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষায় বসতে পারে, সেজন্য আমাদের স্কুলে বিশেষ ক্লাস করানো হয়ে থাকে।'

যে সমস্ত পরিবারের বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং যারা সপ্তম শ্রেণিতে ৬০ শতাংশ (জেনারেল) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধুমাত্র তারা এই পরীক্ষা দিতে পারে। এছাড়াও এসসি, এসটি ও ওবিসি পড়ুয়াদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। স্কুলের পড়ুয়ারা যাতে এই ধরনের স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করতে পারে সেজন্য স্কুলের তরফে প্রথমে যোগ্য পড়ুয়াদের খুঁজে বের করা হয়। তারপর তাদের দেওয়া হয় বিশেষ প্রশিক্ষণ। কীভাবে এই প্রশিক্ষণ চলে সে ব্যাপারে প্রশ্ন করলে প্রধান শিক্ষিকা জানান, যোগ্য পরীক্ষার্থীদের স্কুলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষিকারা বাড়তি ক্লাস করান। অনলাইনের মাধ্যমেও এই ক্লাস করানো হয়। সাফল্য পাওয়া জবা রায়ের বক্তব্য, 'স্কুল যে আমাদের কথা ভেবে এধরনের উদ্যোগ নিয়েছে, সেজন্য আমরা খুশি।'

ন্যাশনাল মিনস কাম মেরিট স্কলারশিপ

বোর্ড সভায় কুকুর প্রসঙ্গ

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে পথকুকুরদের দাপট নিয়ে বোর্ড সভায় সরব হলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা। পথকুকুরের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ বলে দাবি করেন তিনি। সঙ্গে দুটি উদাহরণও তুলে ধরেন। তাঁর এই মোশনের জবাব দিতে উঠে পরিবেশ বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসুরায় চিকিৎসক সমস্যার কথা স্বীকার করে নেন। তাঁর বক্তব্য, 'পুরনিগম পথকুকুরদের নির্বীজকরণের কাজ করে চলেছে। আগামী মাসেও নির্বীজকরণের কাজ হবে। পশুদের জন্য অত্যাধুনিক পশু হাসপাতাল তৈরি করেছে পুরনিগম।'

বাইক মিছিল

ইসলামপুর, ২৯ এপ্রিল : দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস মঙ্গলবার ইসলামপুরে বাইক মিছিলের আয়োজন করেছিল। তৃণমূল যুবর উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কৌশিক গুণ শহরের বাইক মিছিলে নেতৃত্বে দেন। তিনি বলেন, 'একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে চলেছে। সবাইকে তা জানান দিতেই এদিন শতাধিক বাইক নিয়ে কর্মীরা মিছিলে শামিল হয়েছিলেন।' ব্লক তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কর্মীরা আরেকটি বাইক মিছিল করেন। ব্লক তৃণমূল সভাপতি জাকির হুসেন গ্রামাঞ্চলের বাইক মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁর কথায়, '৫০০-রও বেশি বাইক নিয়ে দলের নেতা-কর্মীও সাধারণ মানুষ এই মিছিলে শামিল হন।'

থানায় রক্তদান

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : মঙ্গলবার পুলিশের তরফে এনজেপি থানায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উদ্যোগের নাম দেওয়া হয় 'উৎসর্গ'। শিবিরে মোট ৫১ জন রক্তদান করেন। পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও রক্ত দেন। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ডেপুটির ঘরে দেড় লাখি এসি ঘিরে প্রশ্ন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : দেড় লক্ষ টাকায় ডেপুটি মেয়রের জন্য দেড় টনের এসি কিনেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। মঙ্গলবার পুরনিগমের মাসিক বোর্ড সভায় ৪৩তম মেয়র পারিষদ বৈঠকের যে ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে, তাতে এমনই উল্লেখ রয়েছে। আর এমন বিষয়কে হাতিয়ার করে তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডকে চেপে ধরেছেন বিরোধীরা।

দেড় লক্ষ টাকায় কী এমন এসি কেনা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সিপিএম পরিষদীয় দলের নেতা মুন্সি নুরুল ইসলাম। নুরুলের প্রশ্ন, 'ডেপুটি মেয়রের এসি লাগাতে দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল?' তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অস্বস্তিতে পরে যান বিদ্যুৎ বিভাগের মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল। প্রথমে মেয়র কমলকে উদ্দেশ্য করে জবাব দিতে বলেন। তখন কমল বলেন, 'এসির পাশাপাশি অনেক ওয়ারিংয়ের কাজ হয়েছে।' এরপর কমলকে সাপোর্ট দিয়ে মেয়র নুরুলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'কী কী খাতে খরচ হয়েছে, তার হিসাব রয়েছে আমাদের কাছে। তা দিয়ে দেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের পুরানো বিল্ডিংয়ে থাকা ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের ঘরের বাথরুম সহ এসি এবং বিদ্যুতের ওয়ারিং খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই ভেটিং করে সমস্ত সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়। ওই সময় একটি দেড় টনের এসিও কেনা হয়। সেই কাজের বিল পাশের জন্যে এদিন বোর্ড মিটিংয়ে পেশ করা হয়। ওই নথিতে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে, শুধুমাত্র দেড় টনের এসি কেনা এবং ইনস্টলেশনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক কাজের স্বার্থে দেড় লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হল। এই বিষয়টি নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সভা শেষে চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী যখন এই প্রস্তাব পাশ করার জন্য বোর্ডের অনুমতি চান, তখনই বিরোধীরা বিষয়টি নিয়ে পুরবোর্ডকে চেপে ধরে। বিরোধীদের চাপের মুখেই হকচকিয়ে যান মেয়র পারিষদ কমল।

বিরোধী খোঁচায় অস্বস্তি শাসক তৃণমূলে

দূষণ ঠেকাতে শিলিগুড়িতে নদী উৎসব

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : নদী বাঁচাতে এবার 'নদী উৎসব' করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। শহরের কয়েকটি দূষিত নদীর ধারে মঞ্চ বানিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হবে উৎসব। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের বোর্ড সভা থেকে এই ঘোষণা করেছেন মেয়র গৌতম দেব। মহানন্দা সহ বিভিন্ন দূষিত নদীকে বাঁচাতে মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যান দ্রুত বাস্তবায়িত করার প্রস্তাব বোর্ড সভায় রাখে বিরোধীরা। সিপিএম নেতা শরদিন্দু চক্রবর্তী বিষয়টি নিয়ে প্রশ্নও তোলেন। তারই প্রত্যুত্তরে এদিন মেয়র নদী উৎসবের বিষয়টি জানান।

গৌতমের বক্তব্য, 'নদীকে ঘিরে উৎসব হবে। এসব দেখে মানুষের মধ্যে একটা সচেতনতা আসবে।' পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর বক্তব্য, 'পুরনিগমের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। পাশাপাশি পুরনিগমকে নদীর দূষণ ঠেকানোর বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।' মহানন্দা বাঁচাও কমিটির পক্ষে জ্যোৎস্না আগরওয়ালের বক্তব্য, 'আগে মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যান চালু করে তারপর নদী উৎসব করলে আরও ভালো হবে।'

পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, মহানন্দা, জোড়াপানি, ফুলেশ্বরীকে বাঁচাতে নদীর ধারে মঞ্চ বেঁধে অনুষ্ঠান করা হবে। যাঁরা নদী কিংবা পরিবেশ নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের অংশগ্রহণে দেওয়া হবে সচেতনতার বার্তা।

ঝামেলা মেটাতে গিয়ে সমস্যায় তরুণ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : এলাকার দুজনের গণ্ডগোল থামাতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হল এক তরুণকে। অভিযোগ পৌঁছেছে পুলিশেও। যে কারণে চিন্তায় ঘুম উড়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য চয়ণপাড়ার বাসিন্দা বিধান সাহার। বিধানের দাবি, 'আমি কাউকে মারিনি। কোনও পক্ষপাতও করিনি। দুজন মারামারি করছিল, আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি মাত্র। তবুও কেন আমার নামে অভিযোগ করা হয়েছে জানি না।' ২৬ এপ্রিল একটি ঘটনার জেরে এমন পরিস্থিতি।

যদিও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্য চয়নপাড়াতে যে গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে বিধানের নাম জড়িয়েছে, সেখানকার দুই পরিবারের ঝামেলা নতুন নয়। প্রতিবেশী লিটন দাস ও শুভাশিস মণ্ডলের পরিবারের মধ্যে কোনও বনিবনা নেই। বরং প্রায় সময় গণ্ডগোলে জড়ায় দুই পরিবার। ২৬ এপ্রিল সিসিটিভি বসানোকে কেন্দ্র করে লিটন ও শুভাশিসের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন বিধান। প্রতিবেশী দুজনকে মারামারি করতে দেখে তিনি দুজনকেই ছাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে হাজির হয়। মারামারিতে জখম হয়ে লিটন ও শুভাশিস দুজনকেই ভর্তি হতে হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। মঙ্গলবার লিটনের স্ত্রী ডালমি দাস বলেন, 'আমাদের বাড়িতে সিসি ক্যামেরা বসাতে বাধা দিচ্ছিল শুভাশিস। সেই নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত। আমরা প্রথমে শুনেছিলাম মারামারিতে বিধান সহযোগিতা করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারি বিধান আমার স্বামীকে মারধর করেনি।' বিধানের প্রসঙ্গে একই কথা জানান শুভাশিস। তিনি বলেন, 'বিনা কারণে বিধানকে বদনাম করা হয়েছে।' পাশাপাশি লিটনের পরিবারের দিকে একগুচ্ছ অভিযোগ করেন শুভাশিস। তাঁর বক্তব্য, 'এলাকায় বাড়ি তৈরির সময় থেকে বিভিন্নভাবে লিটনের জন্য আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। নিজের বাড়িতে সে সিসি ক্যামেরা বসাতেই পারে। কিন্তু আমার শোয়ার ঘরের দিকে সিসি ক্যামেরার মুখ করার কোনও মানে হয় না। এর প্রতিবাদ করতেই লিটন রাস্তায় আমাকে আক্রমণ করে।' পুলিশের তরফে তদন্ত চলছে বলে জানানো হয়েছে। আশিঘর ফাঁড়ির এক আধিকারিক বলেন, 'দুই পক্ষই জখম হয়েছে। একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগও জানিয়েছে। দুজনকেই বোঝানো হয়েছে। এরপর কেউ গণ্ডগোল করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জলস্বপ্ন পিছিয়ে উত্তরের ৩ জেলা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বারবার নির্দেশের পরও 'জল স্বপ্ন' প্রকল্পে পিছিয়ে আছে রাজ্যের আটটি জেলা। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলা রয়েছে। মার্চের শেষে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এপ্রিল শেষ হতে চললেও এখনও এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে আরও একলক্ষ পরিবারের বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুরোনো প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। সেই কারণেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে চলতি আর্থিক বছরে যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, সেখানে বর্ষা এসে গেলে প্রকল্পের কাজ করা যাবে না। তাই বর্ষার আগেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।

রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, প্রায় সব জায়গাতেই আমাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় পিছিয়ে থাকলেও তাঁরা তা দ্রুত শেষ করবেন। সেইসব জায়গায় কাজ শেষের পথে। রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন, তা আমরা সম্পন্ন করব।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান ও দুই ২৪ পরগনায় গত বছরের লক্ষ্যমাত্রার কাজ শেষ হয়। আলিপুরদুয়ার জেলায় এখনও প্রায় সাড়ে ৬ হাজার, কোচবিহারে সাড়ে ৩ হাজার, উত্তর দিনাজপুর জেলায় দেড়হাজার বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। ৩১ মার্চের মধ্যে এই বাড়িগুলিতে জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, দ্রুত প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে। কিন্তু তারপরও রাজ্যের আট জেলায় প্রকল্পের কাজ পিছিয়ে থাকায় ক্ষুব্ধ নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় দু-জনই দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে রয়েছেন। সোমবারই মুখ্যমন্ত্রী পুলক রায়ের কাছে এই প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জানতে চান। প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়ায় দ্রুত কাজ শেষ করতে পুলক রায়কে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছেন মন্ত্রী। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রকল্পের সমস্ত কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্যের কোন কোন জেলায় প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে, তা নিয়ে মঙ্গলবারের মধ্যেই স্টেটাস রিপোর্টও চেয়েছেন মন্ত্রী। পুলক বলেন, 'দ্রুত আমাদের কাজ শেষ হবে। প্রযুক্তিগত কিছু কারণে কাজ পিছিয়েছিল। সেগুলির সমাধান হয়ে যাবে।'

প্রকল্প কথা

- 'জল স্বপ্ন' প্রকল্পে পিছিয়ে আছে রাজ্যের আটটি জেলা
- সেই তালিকায় কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর রয়েছে
- মার্চের শেষে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল
- এখনও এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি
- আগামী ১৫ দিনের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

পাচার হওয়া মেয়েকে চান না বাবা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল : বছর তিনেক আগে কাজের খোঁজে মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শিলিগুড়িতে, তারপর আর কোনও খোঁজ রাখেননি বাবা। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিল কালচিনি ব্লকের ভার্নোবাড়ি চা বাগানের সেই কিশোরী। সেখান থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে আর ঘরে ফিরিয়ে নিতে রাজি নন বাবা।

প্রতীকী ছবি।

জেলা সিডব্লিউসি সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় ফেরানোর পর প্রথমে ওই নাবালিকার কাউন্সেলিং করানো হয়। তারপর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বাবা ওই নাবালিকাকে নিতে না চাওয়ায় ওই নাবালিকাকে হোমে রাখা হয়েছে।

সংসারে স্বাচ্ছল্য আনতে মেয়েকে পরিচারিকার কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন বাবাই। শিলিগুড়িতে এক তরুণের হাতে তুলে দেওয়ার পর আর খোঁজ রাখেননি পরিবারের লোকজন। একসময় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শিলিগুড়ি থেকে ওই আদিবাসী নাবালিকাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যথারীতি, সেখানে কোনও বিয়ের ব্যাপার ছিল না। কলকাতায় তার সঙ্গে কী হয়েছে, সেটা পুলিশ স্পষ্ট করে বলছে না। তবে কলকাতার একটি রিসর্টে অভিযান চালিয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে পুলিশ। সেখানে তাকে দেহব্যবসার মতো কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে সেখান থেকে উদ্ধার করার পর ওই নাবালিকাকে প্রথমে কলকাতার একটি হোমে রাখা হয়েছিল। তাও কয়েক বছর আগের ঘটনা। মঙ্গলবার ওই নাবালিকাকে আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেওয়া হয়। দু'বার হাতবদলের পরেও নাবালিকাকে উদ্ধার করতে পেরে খুশি প্রশাসনের কর্তারা। সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'মেয়েকে কাজে পাঠানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। বিশেষ করে বাইরে যাওয়ার আগে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া উচিত।'

> মেয়েকে কাজে পাঠানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। বিশেষ করে বাইরে যাওয়ার আগে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া উচিত।
>
> **- অসীম বসু**
> চেয়ারম্যান, সিডব্লিউসি

ওই নাবালিকাকে কত টাকার বিনিময়ে হাতবদল করা হয় তা জানা যায়নি। পরিচারিকার কাজের নাম করে পাচার করাই উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। শিলিগুড়িতে প্রথম কয়েকমাস সে পরিচারিকার কাজ করে। কলকাতায় ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়ার কথা বললে সে রাজি হয়। তবে কলকাতা যেতেই ভুল ভাঙে তার।

তাহলে এখন কি আর তার বাড়ি ফেরা হবে না? কালচিনি ব্লকের মালঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিতা সূত্রধর অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন এই বলে যে, 'ওই নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।' তবে এসবে মেয়েটি কতখানি আশ্বস্ত হয়েছে, বলা মুশকিল। তার বাবা ভার্নোবাড়ি চা বাগানের কর্মী ছিলেন। নাবালিকারা পাঁচ ভাই-বোন। মা অন্যত্র চলে গিয়েছেন। আর্থিক সংকটের কারণেই বাবা মেয়েকে বাড়ি নিতে চাননি বলে মনে করা হচ্ছে। বাবার এই আচরণ তাকে কতখানি দুঃখ দিয়েছে, সেকথা বলছে না মেয়েটি। তবে বাড়ি ফেরার আশাভঙ্গের পর তার একটাই অনুরোধ, 'আমাকে আবার কলকাতার হোমেই ফিরিয়ে দাও তোমরা। ওটাই আমার বাড়ি।'

যদিও নিয়মের জন্য তা করা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত ওই নাবালিকাকে কোচবিহারের হোমে পাঠানো হয়েছে।

অবৈধ পার্কিং

প্রথম পাতার পর

কেউ কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেই জায়গায় নতুন করে নিয়োগ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যদিও তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের কর্তারা তালিকা এবং তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিরোধীদের কার ওয়ার্ডে কত সাফাইকর্মী দেওয়া হয়েছে।

দিনকয়েক আগে ১১ নম্বর ওয়ার্ডে 'মানুষের কাছে চলো' অনুষ্ঠানে গিয়ে বিধান মার্কেট পরিদর্শন করেন মেয়র। সেখানে প্রকাশ্যেই ব্যবসায়ীরা তাঁকে ডালা বসিয়ে তোলাবাজি নিয়ে অভিযোগ করেন। সেখানে গৌতম প্রকাশ্যেই পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি দেন। এদিন সিপিএম কাউন্সিলার মুন্সী নুরুল ইসলাম নিজের মোশনে সেই বিষয়টি তুলে ধরেন।

এছাড়াও পানিট্যাঙ্কি মোড়, এয়ারভিউ মোড়ের একাংশে যাত্রীবাহী গাড়ির অবৈধ স্ট্যান্ড তৈরি হয়েছে। দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনার দিকে যাওয়ার রাস্তার মুখেও অবৈধ পার্কিং রয়েছে। শিলিগুড়ি জংশনে দূরপাল্লার বাসগুলি যেখানে সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। অভিযোগ, এই পার্কিং থেকে তোলা তুলছে স্থানীয় কিছু দালাল। পুলিশ জানলেও কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে বোর্ড সভায় অভিযোগ করেন নুরুল। তিনি বলেছেন, 'শহরের একাধিক জায়গায় অবৈধ পার্কিং তৈরি করে তোলাবাজি চলছে। এর জেরে শহরে যানজট বাড়ছে। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসন সব দেখেও চোখ বন্ধ করে থাকছে।' মেয়র জবাব দিতে গিয়ে কড়া পদক্ষেপের বার্তা দেন। সেইসঙ্গে তিনি এই দায় চাপান বিগত বাম বোর্ডের ঘাড়ে। গৌতমের যুক্তি, বাম আমল থেকেই অবৈধ পার্কিং এবং দখলদারি চলছে। তাঁর সঙ্গে সুর মেলাতে দেখা যায় ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকেও।

পরে মোশনের প্রত্যুত্তরে পার্কিং বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা জানান, পুলিশের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, শিলিগুড়ির মহাবীরস্থান বাজার, বিধান মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট সহ একাধিক এলাকায় দখলদারদের দাপট বেড়ে গিয়েছে বলে মোশনে তুলে ধরেন নুরুল। বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন আবার বিল্ডিং প্ল্যান সম্পর্কিত বিষয়ে মোশন আনেন। পুরনিগমে সঠিক সময়ে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হচ্ছে না বলে দাবি করেন তিনি। এই কারণে শহরে অবৈধ নির্মাণের সংখ্যা বাড়ছে বলে দাবি অমিতের। তাঁর এই মোশনের পরিপ্রেক্ষিতে গৌতম কোন বছর কত প্ল্যান পাশ হয়েছে এবং বাম আমল থেকে তৃণমূল আমলে কত বেশি প্ল্যান পাশ হয়েছে সেই বিষয়ে তথ্য দিয়ে জবাব দেন।

মেয়ের বিয়ের আগের রাতে গ্রেপ্তার বাবা

ইসলামপুর, ২৯ এপ্রিল : পরের দিন মেয়ের বিয়ে। আগের দিন থানায় রাত কাটল বাবার। সেই ব্যক্তি আবার তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য। ইসলামপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম ফাইক আলম। সে ইসলামপুর ব্লকের পণ্ডিতপোঁতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য।

গত ডিসেম্বর মাসে ইসলামপুর শহরের বরহট এলাকায় রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছিল এক তরুণীর। সেই ঘটনায় মৃতার বাড়ির লোক মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে রেল পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন এই ফাইক। বুধবার তার মেয়ের বিয়ে।

ফাইকের গ্রেপ্তারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই লোকজন থানার সামনে জড়ো হয়। মৃত তরুণীর আত্মীয় হাবিবুর রহমানকেও মারধরের অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। হাবিবুর ওই পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য তথা ফাইকের প্রতিবেশী। ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা বলেন, 'এদিন অভিযুক্ত ফাইক আলম এবং মারধরের অভিযোগে হাবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুজনকেই বুধবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।'

হোমস্টের তথ্য চায় হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত প্রকল্প এলাকায় হোমস্টেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু মন্তব্য করেন, 'রাজ্যের বক্তব্য অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত হোমস্টেগুলি কোন এলাকায় রয়েছে, এগুলির মালিকানা, নিয়ম অনুযায়ী নির্মাণ কি না, রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে আদালতে জানাবে রাজ্য। বেআইনি নির্মাণ হলে তা ভেঙে ফেলার পদক্ষেপ করতে হবে।' মামলার পরবর্তী শুনানি ১৩ জুন। ওই সময় আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক ২৭টি হোমস্টে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য হলফনামা হিসেবে আদালতে জানাবে। বিচারপতি জানান, রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র দেওয়ার দায়িত্ব জেলাশাসকের এবং তিনি পর্যবেক্ষণ কমিটির সদস্য। তাই তাঁকে জানাতে হবে ২০২২ সালের ওয়েস্টবেঙ্গল হোমস্টে ট্যুরিজম পলিসি মেনে হোমস্টেগুলি তৈরি হয়েছে কিনা।

এদিন রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, জেলা শাসকের রিপোর্ট অনুযায়ী ২৭টি অনুমোদিত হোমস্টে রয়েছে। রাজ্য বেআইনি নির্মাণের বিষয়টি দেখছে। তারা বেআইনি নির্মাণ সমর্থন করে না। হোমস্টে সংক্রান্ত রাজ্যের নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়ম মেনে আবেদন করতে হয়। নিয়মের বাইরে নির্মাণ হলে আদালত ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিক। বিচারপতি জানতে চান, অনুমোদন দেওয়ার দায়িত্ব কার? কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এক্ষেত্রে জেলা শাসকের অনুমোদন প্রয়োজনীয়। বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'ট্রাইবিউনাল জানিয়েছে, নিয়ম ছাড়াই নির্মাণ হয়েছে। তাই বেআইনি নির্মাণ বা নিয়ম বহির্ভূতভাবে নির্মাণ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখুক রাজ্য। রাজ্যের পর্যবেক্ষণ কমিটি ওই এলাকায় যাক। ২৭টি হোমস্টে নিয়ম মেনে তৈরি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখে আদালতে জানাক। এর বাইরেও বেআইনি নির্মাণ হলে তা ভেঙে ফেলার পদক্ষেপ করুক রাজ্য।' তবে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক আদালত। জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলাকারী তথা পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত আদালতে বলেন, 'রাজ্যের নিয়ম খাতায় কলমেই রয়েছে। জাতীয় পরিবেশ আদালতে মুখ্যসচিবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৬৯টি বেসরকারি হোটেল ও ২০টি সরকারি হোটেল ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। রাজ্যের তথ্য অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত ২৭টি হোমস্টে কোন এলাকায় রয়েছে তা স্পষ্ট করুক রাজ্য।

মা-মেয়ের সেতু পারাপার। *দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায়। -এএফপি*

কিষান সভার রাজ্য সম্মেলন কোচবিহারে

কোচবিহার, ২৯ এপ্রিল : কোচবিহার শহরে এই প্রথম ফরওয়ার্ড ব্লকের কৃষক সংগঠন সারা ভারত অগ্রগামী কিষান সভার রাজ্য সম্মেলন হতে চলেছে। আগামী ১৪ ও ১৫ জুন কোচবিহারে রাজ্য সম্মেলনে গোটা রাজ্যের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। মঙ্গলবার ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা ঘোষণা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গোবিন্দ রায়। তিনি বলেছেন, '১১তম রাজ্য সম্মেলন এবার কোচবিহার শহরে হবে। আমরা সেজন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছি। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতে গিয়ে আমরা প্রচার করব। কৃষকদের স্বার্থে আমাদের আন্দোলন চলবেই।'

১০ বছর পর খুলছে পানিঘাটা চা বাগান

শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : প্রায় ১০ বছর ধরে বন্ধ হয়ে থাকা পানিঘাটা চা বাগান শুক্রবার থেকে খুলছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বাগান খোলা নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে শ্রম দপ্তর জানিয়েছে। বাগানের পুরোনো মালিকই ফের এই বাগান চালাতে সম্মত হয়েছেন। তবে, আদালতে মামলা চলায় শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি, প্রভিডেন্ট ফান্ড সহ অন্য পাওনা মেটানো নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলে শ্রম দপ্তর জানিয়েছে।

শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ২০১৫ সালের পুজোর মুখে পানিঘাটা চা বাগান লক আউট ঘোষণা করে চলে গিয়েছিল মালিকপক্ষ। এই অবস্থায় প্রায় ৭০০ শ্রমিক পরিবার চরম বিপাকে পড়েছিল। তারপর থেকে বহু বছর কেটে গিয়েছে। বহু মিটিং, বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাগান ফের চালু করা যায়নি। বাগানের বহু শ্রমিক পরিবার কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছে। কেউ আবার দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন। এই সময়ের মধ্যে প্রচুর স্থায়ী শ্রমিক অবসর নিয়েছেন। অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। কিন্তু কোনও পরিবারই আর্থিক সুবিধা পায়নি। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় বাগানের চা গাছও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চা কারখানার সব যন্ত্রপাতি পুরোপুরি ভেঙেচুরে গিয়েছে। মাঝে একাধিকবার শ্রমিকরা সমবায় তৈরি করে বাগানের চা পাতা তুলে বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু সেই উদ্যোগও কাজে দেয়নি।

ফের বাগান চালু করার জন্য নতুন চা শিল্পপতিরও খোঁজ চলছিল। এরই মধ্যে শ্রম দপ্তর মঙ্গলবার মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে নিয়ে দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে বৈঠক ডেকেছিল। সেখানে শ্রমিকপক্ষের পাশাপাশি পুরোনো মালিকও উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকেই পানিঘাটা চা বাগান পুনরায় খোলা নিয়ে সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গিয়েছে। হিল তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি জেবি তামাং বলেন, '২ মে থেকে পুনরায় বাগান খুলছে। এটা শ্রমিকদের জন্য খুব ভালো খবর।'

প্রবন্ধে সাফল্য প্রজ্ঞালিকার

ইসলামপুর, ২৯ এপ্রিল : গ্রন্থাগার দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত প্রবন্ধ লিখন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে ইসলামপুর শহরের ক্ষুদিরামপল্লির কিশোরী প্রজ্ঞালিকা সরকার। প্রতিযোগিতায় 'খ' বিভাগে রাজ্য স্তরে প্রথম স্থান অধিকারী তিনজনের মধ্যে প্রজ্ঞালিকা একজন। এবছর কলকাতা বইমেলায় তাকে পুরস্কার দেওয়ার কথা ছিল। সেখানে পৌঁছানোর সমস্যা থাকায় তা সম্ভব হয়নি।

আম গাছে দেহ

কিশনগঞ্জ, ২৯ এপ্রিল : মহম্মদ জাবেদ নামে বছর ছেচল্লিশের এক ব্যক্তিকে খুন করে আম গাছে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলল তাঁর পরিবার। মঙ্গলবার সকালে কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের কোরোবাড়ি থানা এলাকার পাথরঘাটি গ্রামের বাইরে একটি আম গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের বাবার অভিযোগ, 'জাবেদকে খুন করা হয়েছে।' পাঁচ সন্তানের বাবা জাবেদ পেশায় গাড়ির চালক ছিলেন। কোরোবাড়ি থানার আইসি সন্তোষ কুমার বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছেন।

ভূমি দপ্তরে বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

চর দখলের পালটা অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

বিমলের বিরুদ্ধে নদীর চর দখলের অভিযোগ ঘিরে কয়েকদিন ধরেই মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি রয়েছে। বিমলের বিরুদ্ধে আগে থেকেই দুর্নীতি নিয়ে ভূরিভূরি অভিযোগ ছিল। তার সঙ্গে এবার নদীর চর অবৈধভাবে দখল করা, বাসিন্দাদের ঠকিয়ে নিজের নামে জমি রেকর্ড করে নেওয়া এবং ক্র্যাশার বসিয়ে এলাকার পরিবেশ দূষিত করার নতুন অভিযোগ জুড়েছে। মঙ্গলবার বিএলএলআরও ক্লেমেন্ট সি ভুটিয়ার বদলি হওয়ার আগে মাটিগাড়ায় শেষ দিন ছিল। আর ঠিক এদিনই স্থানীয় বাসিন্দারা এসে বিএলএলআরও অফিসে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিএলএলআরও বলেন, 'বিমল রায়ের ক্র্যাশার নিয়ে একটা সমস্যা চলছে। নিমাইজোত মৌজায় মাইনিং করা হচ্ছে। বিমলের কতটা জমি রয়েছে, তা মেপে বাকিটা রিলিজ করতে হবে। ফিল্ড ভিজিট করে পুরো বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।' বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য, 'বিমল রায়ের সঙ্গে এলাকায় বাসিন্দাদের ঝামেলা হয়েছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। নদীর চর দখলের বিষয়টি নিয়ে ভূমি দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

এদিন নিমাইজোতের বাসিন্দা অশীতিপর কেশবদেব সিংহ বিএলএলআরও অফিসে দাঁড়িয়ে বলেন, 'বিভিন্নভাবে নদীর ওপরে নির্ভর করে আমাদের জীবিকা। বিমল সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে চরের মধ্যে বেড়া দিচ্ছে। বিমল কীভাবে বলে, চর ওর?' চর দখলের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ উগরে দেন রঞ্জিত রায়, জ্যোৎস্না রায়, বরুণ রায়রাও। রঞ্জিতের কথায়, 'বিমলের ক্র্যাশারে পাথর ভাঙায় পাথরের ধুলো এলাকার পরিবেশ দূষিত করে তুলছে। বহু মানুষের শ্বাসকষ্ট পর্যন্ত শুরু হয়েছে। চোখের সমস্যা, চর্মরোগজনিত সমস্যাও হচ্ছে।' জ্যোৎস্না রায়ের বক্তব্য, 'বিমলের এই অবৈধ কারবার প্রায় ৪০০ বিঘা জমি নিয়ে চলছে। এই অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলবে।' তবে বিমল রায়ের পালটা অভিযোগ, 'ওরাই চর দখল করছে। আমি দখল করিনি। আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে।'

বিচার বিভাগীয় হেপাজত

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ এপ্রিল : স্বামীকে খুনের অভিযোগে ধৃত স্ত্রীকে বিচারক মঙ্গলবার ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিলেন। স্ত্রী অমৃতা বাক্সলার বিরুদ্ধে বিধাননগরের সাতবিলে রবিবার স্বামীকে লাঠিপেটা করে বাড়ির বাইরে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। বিষ্ণু বাক্সলা নামে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ সোমবার বাড়ির উঠোনে উদ্ধার হয়। মৃতের পরিবারের তরফে অমৃতার বিরুদ্ধে স্বামীকে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয়। তদন্ত চলছে।

দার্জিলিংয়ে নিট

দার্জিলিং, ২৯ এপ্রিল : দার্জিলিংয়েই এবার থেকে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স (নিট-ইউজি) পরীক্ষার সেন্টার হচ্ছে। দার্জিলিংয়ের রামকৃষ্ণ শিক্ষা পরিষদ বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে নতুন পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়েছে। এখানে মোট ৪৮০ জন একসঙ্গে পরীক্ষা দিতে পারবে। আগামী ৪ মে নিট রয়েছে।

পাহাড়ে এতদিন পরীক্ষাকেন্দ্র না থাকায় এখানকার ছেলেমেয়েদের নিটের জন্য শিলিগুড়ি বা সমতলের অন্য কোনও পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে হত। এবার তারা দার্জিলিংয়েই পরীক্ষা দিতে পারবে বলে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে।

পূর্ণ স্বাধীনতা

প্রথম পাতার পর

পহলগাম হামলার পর থেকেই নাম না করে পাকিস্তান এবং পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলিকে কড়া জবাব দেওয়ার কথা বলে আসছিলেন মোদি। পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে দেশবাসী, বিরোধীরাও কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও পদক্ষেপে সমর্থন দেওয়ায় কেন্দ্রের ওপর প্রত্যাশার চাপ যথেষ্ট। ইতিমধ্যে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করেছে ভারত, পাকিস্তানের বিমানকে ভারতের আকাশসীমা ব্যবহার করতে না দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। ভারতীয় বন্দরগুলিতে পাকিস্তানি জাহাজ নোঙরে নিষেধাজ্ঞা জারির কথাও ভাবছে কেন্দ্র।

যদিও পালটা আস্ফালন করছে ইসলামাবাদ। পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তাছাড়া প্রতিদিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলিগোলা বর্ষণ করছে পাকিস্তান সেনা। মঙ্গলবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এক সেনা আধিকারিকের কথায়, সোমবার গভীর রাতে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা ও বারামুলা জেলায় এবং জম্মুর আখনুর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছে পাক সেনা। এই নিয়ে টানা পাঁচদিন রাতে পাক হামলা চলল।

গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, বালাকোটের ধাঁচে ভারতীয় বায়ুসেনার ফের এয়ারস্ট্রাইক আটকাতে শিয়ালকোট সেক্টরে র‌্যাডার মোতায়েন করেছে পাকিস্তান। করাচি থেকে লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডির বায়ুসেনা ঘাঁটিতে যুদ্ধবিমান সরিয়েছে সেদেশের বায়ুসেনা। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা মহম্মদ আসিফ সোমবার সামরিক অভিযানের হুমকি দেওয়ার পর সেদেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীতে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে।

পহলগামের হামলায় অভিযুক্ত দুই পাকিস্তানির মধ্যে হাশিম মুসা নামে একজন সেদেশের সেনাবাহিনীর প্যারাফোর্সের প্রাক্তন প্যারা কমান্ডো বলে গোয়েন্দারা নিশ্চিত। সেনার চাকরি ছেড়ে সে লস্কর-ই-তৈবায় যোগ দিয়েছিল। শ্রীনগরের কাছে বদগাম জেলায় ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সে অনুপ্রবেশ করেছিল। প্রাক্তন এই প্যারা কমান্ডো অচিরাচরিত যুদ্ধ এবং গোপন অভিযানে দক্ষ।

ভূস্বর্গে বন্ধ

প্রথম পাতার পর

হামলার ঠিক আগে বৈসরণে ঢোকা ও বের হওয়ার রাস্তা দুটি বন্ধ করে দিয়েছিল জঙ্গিরা। ঠিক যেভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করেছিলেন জেনারেল ডায়ার। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ৪ জন জঙ্গির দল বৈসরণ উপত্যকায় হামলা চালিয়েছিল। তাদের মধ্যে ২ জন ঢোকার গেট দিয়ে উপত্যকায় প্রবেশ করে। একজন দাঁড়িয়ে ছিল বের হওয়ার গেটের সামনে। যে পর্যটকরা সামনে এসে পড়া ২ জঙ্গিকে দেখে পিছনের গেট দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছেন, তাঁদের আটকানোর দায়িত্বে ছিল তৃতীয়জন। চতুর্থজন সম্ভবত জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল।

ভিডিও ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছেন যে, জঙ্গিদের মধ্যে ২ জনের পরনে ছিল সামরিক পোশাক। একজনকে দেখা গিয়েছে কাশ্মীরি পোশাকে। তারা প্রথম গুলি চালায় বের হওয়ার গেটে। গুলির শব্দে পর্যটকরা ঢোকার গেটের দিকে দৌড়াতে থাকলে সেখানে উপস্থিত অন্য ২ জঙ্গি গুলি চালাতে শুরু করে। তাতে প্রথমেই মারা যান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়াল।

এরপর বাকি কয়েকজন পর্যটকের মধ্যে পুরুষ, মহিলা আলাদা করে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় নিশ্চিত হয়ে পুরুষদের খুন করে জঙ্গিরা। হতাহত সবচেয়ে বেশি হয় চায়ের দোকান এবং ভেলপুরি স্টলের আশপাশে। ওখানে পর্যটকদের ভিড় বেশি ছিল। ২৮ জনকে খুন করে উপত্যকার বাঁ-দিকের দেওয়াল টপকে পালিয়ে যায় জঙ্গিরা। জঙ্গি হামলার সময় স্থানীয় এক 'জিপলাইন অপারেটর'কে 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি দিতে দেখা গিয়েছিল। ঋষি ভাট নামে এক পর্যটকের ভিডিও-তে সেই দৃশ্য ধরা পড়েছে। ওই অপারেটরকে জেরা করছে এনআইএ। অপারেটরের দাদার দাবি, ভুল বোঝাবুঝির জেরে ভাইকে সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'ভাই ভয় পেয়ে বাড়িতে চলে এসেছিল। ওর মনে হয়েছিল, ভয়ানক কিছু ঘটেছে। তবে কীভাবে জঙ্গিরা হামলা চালাল, সে সম্পর্কে ভাই কিছু জানে না।'

৮০ বছরে বেদখল ১৫০০ বিঘা

ধূপগুড়িতে মসজিদের জমি উধাও

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : স্বাধীনতার আগে জমি দান করেছিলেন মৌলবি মেছুয়া মহম্মদ। যত দিন গিয়েছে, তত দখলদারি বেড়েছে। ধূপগুড়ি শহরের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা জামে মসজিদকে কেন্দ্র করে দান করা এই বিশাল পরিমাণ জমি নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। মূলত সেই কারণেই এই মুহূর্তে মসজিদের স্থায়ী কমিটি গঠনও স্থগিত হয়ে রয়েছে।

কীভাবে এত জমি বেহাত হল, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরব ধূপগুড়ি আঞ্জুমান কমিটির সম্পাদক আমজাদ খান। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা চাই মেছুয়া মহম্মদের দান করা সমস্ত জমি চিহ্নিত করে উদ্ধার করা হোক।'

১৯৪৩ সালের ২৬ নভেম্বর ধূপগুড়ি জামে মসজিদের নামে পাঁচশো একরের বেশি জমি দান করেন সেই সময়কার এক ধনী জোতদার তথা ব্যবসায়ী মৌলবি মেছুয়া মহম্মদ। ধূপগুড়ি ব্লকের পূর্ব আলতাগ্রাম, মধ্য বোরাগাড়ি, উত্তর বোরাগাড়ি এবং ফালাকাটা ব্লকের ঘাটপাড় সরুগাঁও- এই চার মৌজায় ছড়িয়ে ছিল এই বিপুল পরিমাণ জমি। দানপত্র দলিলে উল্লেখ করা হয়, এই জমি থেকে যা আয় হবে তা ধূপগুড়ি জামে মসজিদের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, অনাথালয় তৈরি ও পরিচালনা তথা পথচলতি মানুষের আশ্রয়ের মতো জনসেবায় কাজে লাগাতে হবে। অভিযোগ, সেসব করা দূরের কথা, উলটে কয়েক বছর আগে ধূপগুড়ি জামে মসজিদ পুনর্নির্মাণের কথা বলে বেশ কিছুটা জমি বেআইনিভাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মসজিদের নামে থাকা ওয়াকফ জমি বেচে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সর্বশেষ পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা মোতোয়ালি ফজলে করিমের বিরুদ্ধে। তিনি সম্পর্কে জমিদাতা মেছুয়া মহম্মদের নাতি।

২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে কয়েক দফায় ১১ জনকে সাড়ে ছয় বিঘা জমি বিক্রি করেন মোতোয়ালি করিম এবং মসজিদ কমিটির সম্পাদক আতাউর রহমান। তাঁদের দাবি, জমি বেচে পাওয়া টাকা মসজিদ ভবন সংস্কারের কাজে লেগেছে।

মসজিদের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই জানালেন, আইন অনুসারে ওয়াকফ সম্পত্তি দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদি লিজ দেওয়া যায়। কিন্তু বিক্রি করা যায় না। যদিও জমি বিক্রিকে কেন্দ্র করে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সঠিক নয় বলে দাবি করিমের।

এদিকে, সেই জমি কিনে বেকায়দায় পড়েছেন ভেমটিয়া এলাকার বাসিন্দা মতিয়ার রহমানের মতো ১১ জন। মতিয়ার বলেন, 'দুই বছর ধরে বিএলএলআরও অফিস চষে চলেছি। আধিকারিকরা বলছেন, এই জমি ওয়াকফের। তাই আমাদের নামে রেকর্ড হবে না। তাহলে তো আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।'

১৬০০ বিঘার কাছাকাছি দান করা জমির মধ্যে শেষপর্যন্ত ধূপগুড়ির পূর্ব আলতাগ্রামে ৩০ বিঘা এবং ফালাকাটা ব্লকে ৩০ বিঘা মিলে মোট প্রায় ৬০ বিঘা জমি অবশিষ্ট ছিল মসজিদের কাছে। তাতেও ছিল আধিয়ার বা বর্গাদারদের দখল। প্রাক্তন কমিটির দুই কর্মকর্তা মিলে পূর্ব আলতাগ্রামের ১৩ বিঘা জমি চিহ্নিত করে তার অর্ধেক আধিয়ারদের ছেড়ে দেন। বাকি অর্ধেক জমি বিক্রি করেন।

দীর্ঘদিন ধূপগুড়ি জামে মসজিদের সঙ্গে যুক্ত পরিচালন কমিটির প্রাক্তন সদস্য আবু তাহের বলেন, 'জমি উদ্ধার ও রক্ষায় প্রশাসনিক উদ্যোগও ঢিলেঢালা।'

কলেজ সংঘর্ষে

প্রথম পাতার পর

তবে ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টা পরেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত চলছে। আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে, মেয়র এদিন সোশ্যাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বলেন, 'অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাইনি। তবে যাব কি না ঠিক নেই।' এদিকে, কলেজে মারামারির ঘটনাটি নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করেছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'শহর পরিচালনার ক্ষেত্রে মেয়র এতটাই দুর্বল যে তাঁর দলের ছাত্র সংগঠন মাঝেমধ্যেই এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে। শিলিগুড়ি কলেজের একজন প্রাক্তনী হিসাবে সংঘর্ষের ঘটনা এবং মেয়রের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখানো কখনোই সমর্থন করি না। দুই কলেজের অধ্যক্ষরা এই ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না।'

এদিনের কলেজের অনুষ্ঠানে বাড়তি পুলিশকর্মী মোতায়েন ছিল। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ জানিয়েছেন। বুধবার শিলিগুড়ি কলেজের মাঠেই কমার্স কলেজের সোশ্যাল অনুষ্ঠান হবে। সেই অনুষ্ঠানের জন্যও বাড়তি ফোর্স মোতায়েন থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ধরাশায়ী খালিস্তানপন্থীরা

কার্নিকে শুভেচ্ছা মোদির ■ ট্রাম্প ফ্যাক্টরে 'স্থিতাবস্থা' কানাডায়

টরন্টো, ২৯ এপ্রিল : ভোট সমীকরণ বদলে গেলেও স্থিতাবস্থা বজায় থাকল কানাডায়। মঙ্গলবার প্রকাশিত পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফল বলছে, টানা চতুর্থবার কানাডার ক্ষমতায় আসতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির লিবারেল পার্টি। তবে গতবারের চেয়ে আসন কমেছে তাদের। ৩৪৩ আসনের পার্লামেন্টে কার্নির দলের ঝুলিতে গিয়েছে ১৬৮টি আসন। যা ম্যাজিক ফিগারের চেয়ে মাত্র ৪টি কম। প্রধান বিরোধী দল পিয়েরে পোইলিভরের কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থীরা ১৪৪টি আসনে জয়ী হয়েছেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ক্ষমতাসীন ও প্রধান বিরোধী দু'দলেরই ভোট বেড়েছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে কানাডায় খালিস্তানপন্থীদের দল নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এনডিপি)। ২০২১-এর চেয়ে তাদের প্রায় ১২ শতাংশ ভোট কমেছে। মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১ শতাংশ দলটির বাক্সে পড়েছে। হেরে গিয়েছেন এনডিপি নেতা জগমিত সিং। নিজের আসনে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছেন তিনি। সেখানে জয় পেয়েছে লিবারেল পার্টি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কনজারভেটিভ প্রার্থী। এদিনই এনডিপি নেতার পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জগমিত।

এনডিপির শোচনীয় ফল থেকে স্পষ্ট খালিস্তানপন্থীদের নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা কানাডার সাধারণ মানুষ ভালোভাবে মেনে নেয়নি। এমনকি শিখ ভোটের বড় অংশ যে এবার এনডিপির বদলে লিবারেল পার্টির বাক্সে পড়েছে আসনওয়াড়ি ফলে সেটা বোঝা গিয়েছে। শিখ প্রভাবিত কেন্দ্রগুলিতে একচেটিয়া জয় পেয়েছে লিবারেল পার্টি। ওইসব আসনে জয়ী প্রার্থীদের অনেকেই অশিখ সম্প্রদায়ের বলে খবর।

কার্নির দ্বিতীয় দফার প্রধানমন্ত্রিত্বে ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্ক অনেকটাই স্বাভাবিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বার্তায় সেই সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে। এক্স পোস্টে মোদি লিখেছেন, 'মার্ক কার্নিকে অভিনন্দন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়া এবং লিবারেল পার্টির জয়ের জন্য আপনার প্রতি শুভেচ্ছা রইল। ভারত ও কানাডা অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছি।'

কানাডার ভোটে গুরুতর প্রভাব ফেলেছে 'ট্রাম্প ফ্যাক্টর'। আমেরিকায় ক্ষমতায় আসার পর প্রতিবেশী কানাডার বিরুদ্ধে আক্ষরিক অর্থে অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু করেছেন ট্রাম্প। কানাডার পণ্যের ওপর বড় অঙ্কের শুল্ক চাপানো ছাড়াও দেশটিকে আমেরিকার প্রদেশ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক বয়ান কানাডার জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছে। কানাডীয় জাতীয়তাবাদে ভর করেই এবার ভোট বৈতরণি পার করেছেন মার্ক কার্নি। জাস্টিন ট্রুডোর পদত্যাগের পর অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের পর থেকে শক্ত হাতে মার্কিন আগ্রাসন প্রতিরোধের কথা বলেছিলেন। তাঁর কট্টর অবস্থান লিবারেলদের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝড় সামাল দিতে সাহায্য করেছে।

ফল ঘোষণার পর কার্নি বলেছেন, 'আমেরিকার সঙ্গে আমাদের পুরোনো মধুর সম্পর্ক এখন ইতিহাস। আমরা আমেরিকার বিশ্বাসঘাতকতার ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি। এখন থেকে আমাদের একে অন্যের যত্ন নিতে হবে। আমি কয়েক মাস ধরে সতর্ক করছি, আমেরিকা আমাদের কাছ থেকে জমি, সম্পদ, জল ও দেশ কেড়ে নিতে চাইছে। প্রাক নির্বাচনি জনমত সমীক্ষায় ইঙ্গিত ছিল লিবারেল পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করে মসনদে বসছে কনজারভেটিভ পার্টি। জাস্টিন ট্রুডোর প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ দিকে মূল্যবৃদ্ধি, শরণার্থী সমস্যা, খালিস্তানপন্থীদের তাণ্ডব, কানাডা-ভারত সম্পর্কে অবনতির কারণে সরকার বিরোধিতার হাওয়া প্রবল হয়েছিল। ট্রুডো ক্ষমতায় থাকলে লিবারেলদের হার নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সেই হিসাব বদলে দিয়েছেন প্রাক্তন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার কার্নি। তাঁর চড়া সুরে ট্রাম্প বিরোধিতা খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ট্রাম্পের অতিকথন যে কানাডায় কনজারভেটিভদের ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার প্রধান কারণ তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

আমেরিকার সঙ্গে আমাদের পুরোনো মধুর সম্পর্ক এখন ইতিহাস। আমরা আমেরিকার বিশ্বাসঘাতকতার ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি। এখন থেকে আমাদের একে অন্যের যত্ন নিতে হবে।

মার্ক কার্নি
প্রধানমন্ত্রী, কানাডা

ভারত ও কানাডা অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছি।

নরেন্দ্র মোদি
প্রধানমন্ত্রী, ভারত

জাতীয় স্বার্থে স্পাইওয়্যার ব্যবহারে ভুল নেই : আদালত

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : স্পাইওয়্যার ব্যবহারে ভুল কিছু নেই, যদি তা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে হয়। পেগাসাস স্পাইওয়্যার নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট এই কথা জানিয়েছে।

ইজরায়েলি সংস্থার নির্মিত 'স্পাইওয়্যার' পেগাসাস সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'স্পাইওয়্যার ব্যবহার ভুল কিছু নয়। কিন্তু দেখতে হবে, সেটা কার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যদি স্পাইওয়্যার ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেই ব্যবস্থাকে ভুল বলা যাবে না। কিন্তু অন্য নাগরিকদের ক্ষেত্রে তেমন অভিযোগ উঠলে তা অবশ্যই খতিয়ে দেখতে হবে।' একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত বলেছে, 'দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব-সংক্রান্ত কোনও রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না।'

মামলার শুনানিতে আদালতের প্রশ্ন, 'যদি কোনও দেশ স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে, তাতে অসুবিধা কীসের? স্পাইওয়্যার থাকায় কোনও সমস্যা নেই। দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা যায় না। তবে সংবিধানে একটি সভ্য সমাজে কোনও ব্যক্তিবিশেষের গোপনীয়তার অধিকার সুরক্ষিত। সেক্ষেত্রে তাঁদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা যেতে পারে।'

একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, 'দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশ করা যাবে না। তবে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে করছেন, তাঁরা চাইলে ওই রিপোর্টের বিষয়ে তাঁদের তথ্য দেওয়া যেতে পারে।'

স্নেহের হাত... আহত হরিণ শাবককে কোলে নিয়ে চলেছেন তরুণী। মঙ্গলবার বিকানেরে।

ওয়াকফে নতুন মামলা নিতে নারাজ কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আর কোনও নতুন মামলা নিতে রাজি নয় সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে বর্তমানে মোট ৭২টি মামলার শুনানি চলছে। ১৭ এপ্রিল সর্বোচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ৭২টি মামলার মধ্যে মাত্র ৫টি মামলার শুনানি করা হবে। ৫ মে সেগুলির পরবর্তী শুনানি হবে। এই অবস্থায় একই আর্জি জানিয়ে আরও যে ১৩টি মামলা দায়ের হয়েছে, মঙ্গলবার সেগুলি শুনতে চাননি প্রধান বিচারপতি। বেঞ্চ বলেছে, 'আমরা এখন আর মামলার সংখ্যা বাড়াতে চাই না। এটা চলতেই থাকবে। আর তাহলে সেগুলি সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে।'প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা সমস্ত কথা শুনব। পাঁচটি মামলা ইতিমধ্যে রুজু করা হয়েছে। আপনারা যদি অতিরিক্ত কোনও বিষয়ে সওয়াল করতে চান তাহলে একটি ইমপ্লিডমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করতে পারেন।'

শুভাংশু ২৯ মে মহাকাশে

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : আগামী ২৯ মে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করবেন ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা। ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু অ্যাক্সিওম মিশন ৪-এর অধীনে স্পেসএক্সের ড্রাগন স্পেসক্রাফটে চড়ে পৃথিবী থেকে মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশে পাড়ি দেবেন। তাঁর সঙ্গে যাবেন বিভিন্ন দেশের আরও ৩ জন মহাকাশচারী। মঙ্গলবার এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'মহাকাশ মিশনে একটি নতুন অধ্যায় লিখতে তৈরি ভারত। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা হবেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে যাওয়া প্রথম ভারতীয় এবং দ্বিতীয় ভারতীয় মহাকাশচারী।' এর আগে রাকেশ শর্মা ১৯৮৪ সালে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেনে।

দেশ ছাড়তে হল শহিদের মা-কেও

আমাদের কী দোষ, প্রশ্ন বিতাড়িতদের

অটারি (পঞ্জাব), ২৯ এপ্রিল : অটোরিকশায় বসে শিশু সন্তানকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছেন মহিলা। অন্য এক মহিলাকে দেখা গেল তাঁর কাছ থেকে শিশুকে কোলে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে। তাঁর চোখেও জল। মঙ্গলবার এরকম একাধিক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সাক্ষী রইল আটারি-ওয়াঘা চেকপোস্ট। ভারত ছেড়ে যাওয়ার সময় কেউ রেখে গেলেন সন্তানকে, কেউ স্বামীকে। অনেকে ফিরলেন একা, বুকভরা কষ্ট আর প্রশ্ন নিয়ে।

মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন ৬০ জন পাকিস্তানি নাগরিককে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ভারত থেকে বিতাড়িত পাক নাগরিকদের মধ্যে রয়েছেন শামিমা আখতার নামে এক মহিলাও, যাঁর ছেলে মুদাসির আহমেদ বছর তিনেক আগে মারা যান জঙ্গি হামলায়। মরণোত্তর শৌর্যচক্র পেয়েছিলেন শহিদ স্পেশাল পুলিশ অফিসার মুদাসির।

পহলগাম কাণ্ডের পর কেন্দ্রীয় সরকারের এক ফরমানের জেরে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে ওই পাকিস্তানি মহিলাকে। কিন্তু তাঁর শিশু সন্তান জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক হওয়ায় তাকে সঙ্গে নেওয়ার হুকুম নেই মায়ের। ভারতীয় নাগরিকদের পাকিস্তানে যাওয়ার বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়। সেই অনুমতি না থাকায় শিশুটিকে সীমান্তে আটকে দেওয়া হয়। সীমান্ত পেরোনোর আগে ওই মহিলা নিরাপত্তারক্ষীদের বারেবারে প্রশ্ন করছিলেন, 'বলুন তো, মা কি সন্তানকে ফেলে একা চলে যেতে পারে?' সীমান্তে উপস্থিত লোকজনও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এই দৃশ্য দেখে।

পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ভারতে বসবাসকারী পাকিস্তানি নাগরিকদের চিকিৎসা ভিসার মেয়াদ মঙ্গলবার শেষ হওয়ায় আটারি সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানিদের দেশে ফিরে যাওয়ার সংখ্যা এদিন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফিরে যাওয়া বহু পাকিস্তানি নাগরিক তাঁদের উদ্বেগ চেপে রাখতে পারেননি। বিশেষ করে যাঁদের পরিবার ভারতে আছে বা দীর্ঘদিন বসবাস করছেন, তাঁদের জন্য অন্তত সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা দিল্লির কাছে।

পাকিস্তানি নাগরিক সমরিন বললেন, 'আমি গত সেপ্টেম্বরে ৪৫ দিনের ভিসায় ভারতে এসেছিলাম। তারপর আমি এখানে বিয়ে করেছি। এখনও দীর্ঘমেয়াদি ভিসা পাইনি, অথচ হঠাৎ করেই আমাকে দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে। জঙ্গিদের প্রশ্ন করুন, আমাদের দোষ কী? যাঁদের আত্মীয় ভারতে আছেন, তাঁদের তো থাকতে দেওয়া উচিত।' সমরিনের স্বামী রিজওয়ান বলেন, 'জঙ্গিরা ধর্মহীন। ওদের ফাঁসি নয়, গুলি করে মারা উচিত। কিন্তু আমাদের মতো নিরীহ মানুষদের কেন বিচ্ছেদ সইতে হবে?'

আরেক পাকিস্তানি নাগরিক ইরা বলেন, '১০ বছর আগে দিল্লিতে আমার বিয়ে হয়েছে। আমার আট বছরের একটি ছেলেও আছে। কোভিডের সময় আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। আমার নরি ভিসা (যে ভিসায় দেশে ফেরার বাধ্যবাধকতা থাকে না) রয়েছে। কিন্তু পহলগাম হামলার পর হঠাৎই পুলিশ এসে জানায়, আমাকে দেশ ছাড়তে হবে। পহলগামে যা হয়েছে তা নিশ্চয়ই ভুল, কিন্তু তার জন্য আমরা কেন শাস্তি পাব?'

পাকিস্তানে ফিরতে বাধ্য হওয়া কৃষণ কুমারের কথায়, 'আমি পর্যটক ভিসায় ৪৫ দিনের জন্য ভারতে এসেছিলাম। এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। সরকার পহলগাম হামলার চক্রীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করুক। কিন্তু দুই পড়শি দেশকে একসঙ্গেই থাকতে হবে। কারণ, অনেকেরই অর্ধেক পরিবার ওদিকে, আর অর্ধেক এদিকে।'

আটারি সীমান্তে প্রোটোকল অফিসার অরুণ পাল জানান, গত তিন দিনে মোট ৫৩৭ জন পাকিস্তানি নাগরিক ভারত থেকে নিজ দেশে ফিরে গিয়েছেন। অন্যদিকে ৮৫০ জন ভারতীয় নাগরিক পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে এসেছেন।

পাকিস্তানে ফেরার সময় সীমান্তে কান্না কিশোরের। মঙ্গলবার।

ন্যূনতম পেনশন হতে পারে ৩ গুণ

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীবর্গের সম্মানজনক অবসর জীবনের কথা মনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। খুব শীঘ্রই এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিম (ইপিএস)-এর আওতায় ন্যূনতম মাসিক পেনশন তিন গুণ বাড়ানো হতে পারে বলে সরকারি সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। বর্তমানে এই ন্যূনতম পেনশন ১,০০০ টাকা। আর কয়েক মাসের মধ্যেই এটি বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করা হতে পারে।

রহস্যমৃত্যু ভারতীয়ের

অটোয়া, ২৯ এপ্রিল : আবারও শিক্ষার্থীর রহস্যমৃত্যু কানাডায়। অটোয়ায় চারদিন নিখোঁজ থাকার পর ভারতীয় পড়ুয়া বংশীকার দেহ সোমবার সমুদ্রতীর থেকে উদ্ধার হয়। ২৫ এপ্রিল ঘর থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি বংশীকা। অটোয়ার ভারতীয় হাইকমিশন বংশীকার মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। আপ নেতা দেবীন্দর সিংয়ের কন্যা বংশীকার বাড়ি পঞ্জাবের ডেরা বাসিতে। আড়াই বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে কানাডায় আসেন। থাকতেন অটোয়ায় অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশ তদন্তে নেমে দেহ উদ্ধার করে।

চিনে মৃত ২২

বেজিং, ২৯ এপ্রিল : মঙ্গলবার উত্তর চিনের লিয়াওয়ংয়ের রেস্তোরাঁয় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২২ জন ঝলসে মারা গিয়েছেন। অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন আরও তিনজন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সেই অপারেটরের পাশে বাবা-দাদা

জঙ্গি যোগ পায়নি এনআইএ

শ্রীনগর, ২৯ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তে নেমেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। একদিকে জঙ্গিদের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চলছে। অন্যদিকে যাদের সাহায্যে জঙ্গিরা পর্যটক খুনের চক্রান্তে সফল হয়েছে সেই স্থানীয় লিংকম্যানদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন জিপলাইন অপারেটর। নাম মুজাম্মিল। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বৈসরণ উপত্যকায় যখন জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করতে উদ্যত তখন সেখানে উপস্থিত মুজাম্মিল 'আল্লাহ আকবর' বলে ধ্বনি দিচ্ছেন। সেই ভিডিও ফুটেজ দেখে তাঁকে তলব করেছিল এনআইএ। মঙ্গলবারও মুজাম্মিলকে কয়েক ঘণ্টা জেরা করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে তাঁর জঙ্গি যোগের প্রমাণ মেলেনি বলে দাবি এনআইএ-র কর্তাদের। বিপদ বুঝে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত তিনি আল্লাহ আকবর বলেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। মুজাম্মিলের বাবা ও দাদা তাঁকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন।

তাঁর বাবা বলেন, 'আমি ভিডিওটি দেখিনি। তবে আমরা মুসলিম। আমরা ঝড় এলেও অনেক সময় আল্লাহ আকবর বলি।'

মুজাম্মিলের দাদার মতে, ভুল বোঝাবুঝির জেরে ভাইকে সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন, গুলির শব্দ শুনেছিল মুজাম্মিল। কিন্তু সেটা জঙ্গি হামলা কি না বুঝতে পারেননি। ভয়ংকর কিছু ঘটছে আঁচ করে বৈসরণ উপত্যকা ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে এসেছিলেন।

মুজাম্মিলের দাদা বলেন, 'ভাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে চলে এসেছিল। ওর মনে হয়েছিল ভয়ানক কিছু ঘটেছে। বাড়িতে এসে আমাকে সেই কথা বলেছিল। তবে কীভাবে জঙ্গিরা হামলা চালাল, সে সম্পর্কে ভাই কিছুই জানে না।'

যে ভিডিও ফুটেজে মুজাম্মিলকে দেখা গিয়েছে সেটি তুলেছেন ঋষি ভাট নামে একজন পর্যটক। তাঁর দাবি, স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে তিনি জিপলাইনে চড়ে ছিলেন। প্রথমে জিপলাইনে উঠেছিলেন ঋষির স্ত্রী, ছেলে। তখন মুজাম্মিলের মুখে ওই বাক্য শোনা যায়নি। তিনি জিপলাইনে ওঠার পরেই আল্লাহ আকবর বলে ওঠেন ওই অপারেটর। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জঙ্গিদের গুলি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলায় প্রহারে মৃত্যু: পহলগাম কাণ্ডের পর পাকিস্তান শব্দের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা তুঙ্গে। মানুষ ক্রুদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে ম্যাঙ্গালুরুতে স্থানীয় ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন এক ব্যক্তি বার বার 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে থাকায় তাঁকে বেধড়ক পেটাল আশপাশের মানুষ বলে অভিযোগ। মারের চোটে তাঁর মৃত্যু হয়। ২৭ এপ্রিলের ঘটনা। খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর। ১৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবাইকে শান্ত, সংযত থাকার অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, 'এই অঞ্চলের সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার ঐতিহ্য আছে।' ম্যাঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার অনুপম আগরওয়াল জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে প্রচুর অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের কথা রয়েছে। ম্যাঙ্গালুরুতে এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। সময় মতো চিকিৎসা না মেলায় ওই ব্যক্তি মারা যান। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

'গায়েব' মোদিকে ঘিরে তর্জা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : রাজনীতির চাপে শাসক-বিরোধী বেনজির সন্ধিতে আপাতত ইতি। পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিরীহ পর্যটকদের নিহত হওয়ার ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব। যাবতীয় রাজনৈতিক মতপার্থক্য পাশে সরিয়ে ফিল গুড হাওয়া বইতেও শুরু করেছিল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে। কিন্তু সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই যাবতীয় ঐক্যকে পিছনে ফেলে ফের সামনের সারিতে রাজনীতি। জঙ্গি হামলার ৭ দিন পরও হামলাকারী ও তাদের মদতদাতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না করায় এবং সর্বদলীয় বৈঠকে গরহাজির থাকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। আর সেই সমালোচনায় ক্ষুব্ধ বিজেপি দেশের প্রধান বিরোধী দলের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সুরে কথা বলার পালটা অভিযোগ তুলেছে। হাত শিবিরকে 'লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেস' বলে পালটা তোপও দেগেছে গেরুয়া শিবির।

সোমবার দেশের প্রধান শাসক ও বিরোধী দলের তর্জার সূচনা হয় এক্স হ্যান্ডেলে কংগ্রেসের পোস্ট করা একটি ছবি নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো দেখতে ওই ছবিতে কোনও মুণ্ডু ছিল না। ছিল না হাত ও পায়ের খানিকটা অংশও। ছবিটিতে থাকা ব্যক্তির পরনে ছিল হলুদ কুর্তা, সাদা পায়জামা এবং কালো জুতো। ওই ছবির সঙ্গে লেখা ছিল, 'দায়িত্ব পালনের সময়ে নিখোঁজ।' পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী ফাওয়াদ আহমেদ হুসেন চৌধুরী কংগ্রেসের পোস্টটি শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, 'গাধার মাথায় শিং গজায় না বলে শুনেছিলাম। আর এখন মোদিরই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।' গোটা ঘটনায় কংগ্রেসকে তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া এক সাংবাদিক বৈঠকে এদিন বলেন, 'পাকিস্তানের সমর্থক হল কংগ্রেস। আমাদের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় দল আছে। কিন্তু আমরা ওদের লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেস বললে কোনও ভুল হবে না। সমাজমাধ্যমে কংগ্রেসের তরফে যে ছবি পোস্ট করা হয়েছে তাতে পাকিস্তানকে বার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, 'এখানে মীরজাফরের সমর্থকরা রয়েছে। ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করাটা এখন লস্কর-ই-পাকিস্তান কংগ্রেসের আদর্শে পরিণত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধির নির্দেশেই এই কাজটি করা হয়েছে। এই সংবেদনশীল সময়ে কংগ্রেস ভারতকে দুর্বল করতে চাইছে।' প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের তোপ, 'কংগ্রেস ও অন্য বিরোধীরা কীসের বাধ্যবাধকতায় পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে এবং তাদের সমর্থন করছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। ওদের কি রক্ত ফুটছে না? প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করছে না?' সম্প্রতি লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসের এক আধিকারিক ভারতীয় প্রতিবাদীদের বিক্ষোভের সময় গলা কাটার ইশারা করেছিলেন। সেই ছবি দিয়ে পালটা প্রচার শুরু করেছে বিজেপি।

কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ বলেন, 'সংকট সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোনও পদক্ষেপ করছেন না। সর্বদলীয় বৈঠকেও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। আমরা সর্বদলীয় বৈঠকে সেই দাবি তুলেও ছিলাম। সংসদে আলোচনায় যোগ দেওয়া উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রীর।' এই তর্জার মধ্যেই বিরোধীদের সুরে সুর মিলিয়ে পহলগাম ইস্যুতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

পাকিস্তান 'দুর্বৃত্ত দেশ': ভারত

নিউ ইয়র্ক, ২৯ এপ্রিল : পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কথা দিয়েই আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানকে বিঁধল ভারত। শাহবাজ শরিফ সরকারের মন্ত্রী খাওয়াজা আসিফ সাম্প্রতিক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন যে, পাকিস্তানের ইতিহাসই বলে তাঁর দেশ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে অর্থ, প্রশিক্ষণ, সমর্থন দিয়ে সাহায্য করেছে। মন্ত্রীর সেই বক্তব্যের সূত্র ধরেই রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী উপ-প্রতিনিধি যোজনা প্যাটেল পাকিস্তানকে 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র'-এর আখ্যা দিলেন। পাকিস্তান সন্ত্রাসের মদতদাতা, বহুদিন থেকে তা শোনা গিয়েছে। কিন্তু কোনও পাক মন্ত্রীকে প্রকাশ্যে এভাবে সরাসরি বলতে কখনও দেখা যায় না। যোজনা বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ যেভাবেই হোক না কেন তা নিন্দনীয়।'

নিউ ইয়র্কে রাষ্টসংঘের সন্ত্রাস-বিরোধী কার্যালয়ে সোমবার সন্ত্রাসবাদের শিকার অ্যাসোসিয়েশন নেটওয়ার্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন যোজনা প্যাটেল। অনুষ্ঠানে পাকপ্রতিনিধি জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসী হানার কথা উল্লেখ করে ভারতের দিকে অভিযোগের তির ছোড়েন। তারই পালটা জবাবে যোজনা বলেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, এক প্রতিনিধি এই ফোরামের অপব্যবহার করে ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছে। আসলে সন্ত্রাসের ইন্ধনদাতা পাকিস্তান সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। গোটা বিশ্ব পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎকারে সন্ত্রাস ও পাক ইতিহাস নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য জেনেছে।'

যোজনা জোরের সঙ্গে বলেছেন, 'পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রকাশ্য স্বীকারোক্তিতে কেউ বিস্মিত হননি। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসে ইন্ধন জোগানো পাকিস্তান এক দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র। বিশ্ব আর চোখ বুজে থাকতে পারছে না। আমার আর কিছু বলার নেই।' খাওয়াজ আসিফ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'জানেন, আমরা তিন দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও পশ্চিমী বিশ্বের জন্য এই নোংরা কাজ করে এসেছি। জঙ্গি সংগঠনগুলিকে আর্থিক মদত, প্রশিক্ষণ ও সমর্থনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে পাকিস্তানের।'

বিস্ময়বালকে মুগ্ধ শচীনরাও

দ্রাবিড়কে বৈভবের কথা বলেন লক্ষ্মণ

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : বেবিস ডে আউট।

সোমবার সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে কার্যত তারই প্রতিফলন। অপার বিস্ময়ে দর্শকরাও যার সাক্ষী হয়ে থাকলেন। সবচেয়ে কম বয়সে টি২০ ফরম্যাটে শতরানের বিশ্বরেকর্ড। আইপিএলে ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম সেঞ্চুরি থেকে এক ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কা-বৈভব তেজে লন্ডভণ্ড একঝাঁক নজির।

বিস্ময়বালকের যে আইপিএল উত্থানে নাকি জড়িয়ে ভিভিএস লক্ষ্মণও। রাহুল দ্রাবিড়কে বৈভবের প্রতিভার কথা জানান ভিভিএস। যে মতামতকে গুরুত্ব দিয়েই নিলামে দ্রাবিড়ের দল রাজস্থান রয়্যালস ১.১ কোটিতে কেনে বৈভবকে। মেগা লিগের আগে দ্রাবিড়ও জানিয়েছিলেন, দুর্দান্ত প্রতিভা। তবে আরও কিছুটা সময় ঘষেমেজে তবেই আইপিএলের 'যুদ্ধক্ষেত্রে' নামাবেন তাঁর খুদে অস্ত্রকে।

অপেক্ষার শেষ লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ১৯ এপ্রিল। অভিষেক ম্যাচে ভালো শুরু করেও ৩৪-এ আটকে যান। ভেজা চোখে ফিরেছিলেন। সোমবার কাঁদিয়েছেন গুজরাট টাইটান্সের নামীদামি বোলারদের। ৩৫ বলে শতরানের মাইলস্টোনে পৌঁছোনোর পর পায়ের সমস্যা ভুলে হুইলচেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন 'হেডস্যর' দ্রাবিড়ও।

লক্ষ্মণের কোচিংয়ে ভারতীয় যুব দলের হয়ে একটা ম্যাচে ৩৬-এ আউট হয়ে ফেরার পর সাজঘরে কান্নায় ভেঙে পড়েন সূর্যবংশী। তখন পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণ জানিয়েছিলেন, রান নয়, টেকনিক, দক্ষতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বৈভবের মধ্যে যা ভীষণভাবে রয়েছে। বিহারে ক্রিকেট পরিকাঠামো উন্নত নয়। ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা, পরিবার চাইছিলেন, এমন কোথাও যাক, যেখানে শিখতে পারবে। লক্ষ্মণের সুপারিশ, দ্রাবিড়ের প্রচেষ্টায় রাজস্থান রয়্যালস শিবিরে সুযোগ।

বাকিটা আপাতত সবার সামনে। শচীন তেন্ডুলকার থেকে ব্রায়ান লারার মতো মহাতারকার প্রশংসা প্রাপ্তি।

সংখ্যায় সূর্যবংশী

১৪ বছর ৩২ দিন বৈভব সূর্যবংশী কনিষ্ঠতম হিসেবে টি২০ ক্রিকেটে শতরান করলেন।

৩৫ শতরান করতে বৈভব ৩৫ বল নিলেন। যা আইপিএলে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম শতরান। রানতাড়ায় নেমেও যা দ্রুততম সেঞ্চুরি।

১৭ বৈভব ১৭ বলে পঞ্চাশের গণ্ডি টপকান। আইপিএলে আনক্যাপড ভারতীয় হিসেবে যা দ্রুততম অর্ধশতরান।

১১ বৈভবের ইনিংসে ছক্কার সংখ্যা। আইপিএলে এক ইনিংসে যা যুগ্মভাবে সর্বাধিক।

১৪ বছর ৩২ দিন কনিষ্ঠতম হিসেবে আইপিএলে ম্যাচের সেরা হলেন বৈভব।

১০.২ ওভার আইপিএলে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ১১ ওভারের মধ্যে বৈভব শতরান করলেন।

৩ আইপিএলে প্রথম শতরান করতে বৈভবের তিনটি ইনিংস লাগল। যা ভারতীয়দের মধ্যে সর্বনিম্ন।

৯৩.০৬ বৈভবের ইনিংসে চার-ছক্কার শতাংশ। পুরুষদের টি২০-তে শতরানের ক্ষেত্রে যা সর্বাধিক।

৫২ পাওয়ার প্লে-তে বৈভবের রানসংখ্যা। আইপিএলে টিনএজার হিসেবে যা সর্বাধিক।

১৬৬ ওপেনিং জুটিতে বৈভব-যশস্বী জয়সওয়াল ১৬৬ রান তোলেন। রাজস্থান রয়্যালসের ক্ষেত্রে যা সর্বাধিক।

শচীন তেন্ডুলকার দুরন্ত ইনিংসের নেপথ্যে বৈভবের ভয়ডরহীন মানসিকতা, ব্যাট স্পিড, দ্রুত বলের লেংথ বুঝে নেওয়া। যার ফল ৩৮ বলে ১০১। সাবাস।

ব্রায়ান লারা যদি প্রশ্ন করো, আমি কি আনন্দ পেয়েছি? বলব, নিশ্চিতভাবে তুমি আমাকে আনন্দ দিয়েছ।

ইউসুফ পাঠান অভিনন্দন ইয়ং বৈভব ভারতীয় হিসেবে আইপিএলে দ্রুততম শতরানের রেকর্ড ভাঙার জন্য। ভালো লাগছে, তুমিও আমার মতো রাজস্থান রয়্যালসের। তরুণদের জন্য দুর্দান্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি। আরও অনেক পথ বাকি চ্যাম্প।

মহম্মদ সামি দুর্দান্ত প্রতিভা। মাত্র ১৪ বছর বয়সে শতরান। আরও এগিয়ে যাও ব্রাদার।

বৈভব সূর্যবংশী শতরান করতেই হুইলচেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন রাহুল দ্রাবিড়।

যুবরাজ সিং বৈভব সূর্যবংশী। নামটা মনে রাখবেন। ভয়ডরহীন ক্রিকেট। আগামী প্রজন্মকে দেখে গর্ববোধ করছি। চোদ্দোতেই কামাল। বিশ্বের সেরা বোলারদের অনায়াসে উড়িয়ে দিল!

রোহিত শর্মা ক্লাস।

আরপি সিং ১৪ এবং ভয়ডরহীন। এটাই নতুন ভারত। দুরন্ত ইনিংস বৈভব।

দশ বছরেই ৯০ মিটার ছক্কা মারত সূর্যবংশী

ছেলের জন্য চাকরি ছেড়েছিলেন বাবা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : আত্মত্যাগ, পরিশ্রম, স্বপ্নপূরণের তাগিদ।

ছেলেকে ক্রিকেটার তৈরির জন্য বাবা চাকরি ছেড়েছিলেন। মা রাতে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমোতেন। ভোরে ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে প্র্যাকটিসের জন্য প্রস্তুত করা। বাবার কাজ ছিল ছেলের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার স্বপ্নপূরণে সর্বক্ষণের সঙ্গী। সোমবার যার ফল দেখল ক্রিকেটবিশ্ব। ৩৫ বলে শতরান। কাদের বিরুদ্ধে? মহম্মদ সিরাজ, রশিদ খান, ইশান্ত শর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দর, প্রসিধ কৃষ্ণা!

২০১৭ সালে বাবার সঙ্গে রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্টের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন ৬ বছরের বৈভব সূর্যবংশী।

সবে চোদ্দোয় পা রাখা সূর্যবংশীর যে আগুনে ব্যাটিং আপাতত আপাদমস্তক বিস্ময়। বল দেখে খেলি, বোলারের নাম দেখে নয়। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে ভারতীয় দলের হয়ে বেশ কিছু বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন। ১১ ছক্কায় সাজানো গতকালের ইনিংসে 'নয়া তারকার' উত্থানের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছে। স্বপ্নপূরণ বৈভবের। স্বপ্নপূরণ তাঁর পরিবারের।

ইশান্ত, রশিদদের বলকে যেভাবে গ্যালারিতে ফেলেছে, অবাক ক্রিকেটমহল। এই বয়সে এতটা পাওয়ার? ছোটবেলার কোচ মণীশ ওঝা আরও অবাক করা কথা শোনালেন। জানান, দশ বছর বয়সেই ৯০ মিটার ছক্কা মারতে পারত বৈভব! ২০২২ সালে অ্যাকাডেমিতে অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ের এক প্রস্তুতি ম্যাচে ১১৮ করে। বৈভবের ছক্কা মারা দেখে সবাই অবাক। এক একটা ছক্কা তো ৬০-৬৫ মিটার লম্বা বাউন্ডারি পার করে আরও ৩০-৩৫ মিটার দূরে গিয়ে পড়ে!

সহজে অবশ্য এই জায়গায় পৌঁছোয়নি সূর্যবংশী। বাবা ছেড়েছিলেন চাকরি। লক্ষ্যপূরণে প্রিয় মাটন ও পিৎজা খাওয়া ছাড়ে ছোট্ট বৈভব। কোচ মণীশ ওঝা সেই গল্প শোনালেন। বলেছেন, 'বাচ্চা ছেলে। চিকেন-মাটন খেতে খুব ভালোবাসে। যতই দাও ঠিক শেষ করে দেবে। আর পিৎজা। কিন্তু ওর খাবারের তালিকা থেকে কবে মাটন, পিৎজা সরিয়ে দিয়েছিলাম আমি। আজও অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলে। অনুমতি ছাড়া ছুঁয়ে দেখে না।'

মণীশের মতে, বৈভবের মূল সম্পদ ওর ভয়ডরহীন মানসিকতা। ব্রায়ান লারার ভক্ত। তবে যুবরাজ সিং, লারার মিশেল রয়েছে ব্যাটিংয়ে। বিশেষত, আগ্রাসন একেবারে যুবরাজের মতো। রশিদকে মারা ছক্কায় শতরান হোক বা ইশান্ত শর্মার ওভারে ২৮ নেওয়া- তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে টি২০ ফরম্যাটে সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ডের ইনিংসে।

বৈভবের বাবার কথায়, এই দিনটা দেখার জন্য আশায় ছিলেন। সঞ্জীব সূর্যবংশী বলেছেন, 'আইপিএলে ৩৫ বলে শতরান! নিজের দল রাজস্থান রয়্যালসকে জয় উপহার দেওয়া। সবকিছু স্বপ্নের মতো। আমাদের মতো গোটা বিহার, দেশ ওর এই সাফল্যে গর্বিত, খুশি। বৈভবের পাশে থাকা, ওকে সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজস্থান ম্যানেজমেন্টের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।' রাজ্যের নয়া ক্রিকেট নক্ষত্রের যে কীর্তিকে স্বীকৃতি জানিয়ে বিহার সরকার ১০ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

ছেলের মধ্যে ক্রিকেট প্রতিভার সন্ধান নিজেই পেয়েছিলেন। ঠিক করেন চাকরি ছেড়ে বৈভবের সঙ্গে পড়ে থাকবেন। পাশে পেয়েছেন বিহার ক্রিকেট সংস্থাকে। তবে সঞ্জীব সূর্যবংশী মানছেন, গত ৩-৪ মাসে রাজস্থান রয়্যালস ওকে ঘষেমেজে নিয়েছে। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের প্রতি। কৃতিত্ব দিচ্ছেন বাকি কোচদের। বৈভবের বাবার কথায়, দ্রাবিড় স্যরদের হাতে পড়ে তাঁর ছেলের টেকনিক আরও ধারালো, উন্নত হয়েছে।

আর পরিশ্রম করতে সবসময় প্রস্তুত বৈভব। প্রতিদিন ৩৫০-৪০০ বল খেলে প্রস্তুতিতে। যতক্ষণ না খেলবে, পড়ে থাকবে। তেরো বছরে রনজি ট্রফি খেলে নজির গড়েন। বিহারের হয়ে সাফল্যও মেলে। তারপর একেবারে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলে ঢুকে পড়া এবং সাফল্য। পুরস্কারস্বরূপ ১.১ কোটিতে নিলামে রাজস্থানের হাত ধরে আইপিএল পরিবারে ঢুকে পড়া। পা মাটিতে থাকলে ভারতীয় দলও খুব বেশি দূর নয়।

আজ হারলেই প্লে-অফের আশা শেষ চেন্নাইয়ের

দ্বৈরথের আগে চাহালকে ব্যাট উপহার ধোনির

চেন্নাই, ২৯ এপ্রিল : চিপক দ্বৈরথে অন্যতম ফ্যাক্টর ধরা হচ্ছে যুযবেন্দ্র চাহালকে।

বল হাতে বেশ ভালো ফর্মে রয়েছেন। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে বুধবার চাহালের লেগস্পিন গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র পাঞ্জাব কিংসের। সেই চাহালকে কি না ব্যাট উপহার প্রতিপক্ষ অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির! মাহির থেকে উপহার পেয়ে সোজা দৌড় নিজের ডাগআউটে।

কিংস সতীর্থদের উপহার দেখান চাহাল। কিন্তু প্রশ্ন ব্যাট নিয়ে চাহাল কী করবেন? চাহালকে নিয়ে মজা করার যে সুযোগ হাতছাড়া করেননি গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্রিয়াংশ আর্য। ব্যাট নিয়ে চাহাল কতটুকু দাগ কাটতে পারবেন, তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে আগামীকাল চিপকের পাঞ্জাব-চেন্নাই ম্যাচে প্রীতি জিন্টা দলের অন্যতম ভরসা প্রিয়াংশ।

চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের জন্য অনুশীলনে চলেছেন প্রিয়াংশ আর্য।

মুল্লানপুরে হওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে প্রিয়াংশের ৪৩ বলে ১০৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস ব্যবধান গড়ে দেয়। আগামীকাল চিপকে কি তেমন কোনও ঝড় উঠতে চলেছে? ২৬ এপ্রিল ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচে বিস্ফোরক শুরু করেছিলেন প্রিয়াংশ। সঙ্গী ওপেনার প্রভসিমরান সিংয়ের সঙ্গে লম্বা পার্টনারশিপে নাইট বোলারদের সমস্ত স্ট্র্যাটেজি গুঁড়িয়ে দেন।

আগামীকাল রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, নুর আহমদদের বিরুদ্ধে ভালো শুরুর চ্যালেঞ্জ প্রিয়াংশ-প্রভসিমরান সিংয়ের ওপর। বৃষ্টির কারণে কেকেআর ম্যাচে পুরো পয়েন্ট আসেনি। ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে থাকলেও প্লে-অফের দৌড় যেভাবে জমে উঠেছে, উনিশ-বিশে সমস্ত প্রচেষ্টায় জল পড়ে যেতে পারে।

নড়বড়ে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে তাই পুরো ২ পয়েন্টেই চোখ শ্রেয়স আইয়ারদের। বর্তমান ফর্মের বিচারে অনেকটাই এগিয়ে প্রীতি জিন্টার দল। ব্যাটিংয়ে শ্রেয়সরা যেমন রয়েছেন, তেমনই প্রিয়াংশের মতো তরুণরাও ভরসা জোগাচ্ছেন। বোলিংয়ে অর্শদীপ সিং, চাহালরা কড়া চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে চাপে থাকা চেন্নাইয়ের ব্যাটারদের জন্য।

৯ ম্যাচে মাত্র দুইটিতে জিতে লিগ টেবিলের লাস্টবয় চেন্নাই। বিদায় কার্যত নিশ্চিত। অঙ্কের হিসেবে ক্ষীণ আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিটি ম্যাচই জিততে হবে। সবমিলিয়ে রক্তচাপ বাড়ছে ধোনিদের। আর একটা হার মানে, প্রথম দল হিসেবে ছিটকে যাওয়া। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য যা মোটেই মানানসই নয়। কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং মানছেন, নিলামের ভুলভ্রান্তি হয়েছে।

INDIAN PREMIER LEAGUE — আইপিএলে আজ
চেন্নাই সুপার কিংস
বনাম
পাঞ্জাব কিংস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : চেন্নাই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

এই মুহূর্তে যা মেরামত করার সুযোগ নেই। যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়েই ঘুরে দাঁড়ানোর ছক। কিন্তু রবীন্দ্র জাদেজা থেকে রাচিন রবীন্দ্র-হতাশার তালিকা বেশ লম্বা। মেজাজ হারাচ্ছেন 'ক্যাপ্টেন কুল' মহেন্দ্র সিং ধোনিও। মাঠের মধ্যেই সতীর্থদের ওপর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। যদিও বাস্তব হল, দলের চলতি ব্যর্থতার জন্য দায়ী মাহি নিজেও। পাঞ্জাব শিবির তখন অধিনায়ক শ্রেয়সে মজে। মালকিন প্রীতি জিন্টার কথায়, দলের সৌভাগ্য শ্রেয়সের মতো নেতা পেয়েছে। মাহিকে নিয়ে নিন্দুকদের অভিযোগ, অযথা আইপিএল কেরিয়ারকে দীর্ঘ করতে গিয়ে দলকে বিপদে ফেলছেন। কাঠগড়ায় 'টেস্ট সুলভ' ব্যাটিং মানসিকতা। যা পালটানো সহজ নয় মাইক হাসিদের পক্ষে। তবে ব্যাটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ তুর্কি ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের আগ্রাসী মনোভাব কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। এদিন আবার ব্রেভিসের জন্মদিন ঘিরে কিছুটা টাটকা বাতাস চেন্নাইয়ের গুমোট সাজঘরে।

আগামীকাল পাঞ্জাব-দ্বৈরথে যে অক্সিজেন কতটা কাজে আসবে সেটাই দেখার।

স্নেহ জালে বন্দি প্রোটিয়ারা

কলম্বো, ২৯ এপ্রিল : চলতি বছর মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ রয়েছে। তার আগে ভালো ছন্দে ভারতীয় মহিলা দল। ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়ার পর মঙ্গলবার ভারতীয় স্পিনার স্নেহ রানার (৪৩/৫) জালে বন্দি হল দক্ষিণ আফ্রিকা।

হরমনপ্রীত টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর গত ম্যাচের ফর্ম এদিনও বজায় রাখেন প্রতীকা রাওয়াল (৭৮)। শেফালি ভার্মার জায়গায় সুযোগ পাওয়ার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফর্ম করে চলেছেন ২৪ বছরের এই ওপেনার। এই নিয়ে টানা পাঁচটি ওডিআইয়ে অর্ধশতরান করলেন প্রতীকা। সেইসঙ্গে ৮ ইনিংসে ৫০০ রানের মাইলস্টোনে পৌঁছে গেলেন তিনি। যা মহিলাদের ওডিআইয়ে দ্রুততম। পিছনে ফেলে দেন ইংল্যান্ডের শার্লট এডওয়ার্ডসের ২৮ বছরের পুরোনো রেকর্ডকে।

স্মৃতি মান্ধানা (৩৬)-প্রতীকার ৮৩ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ ভারতের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। স্মৃতি আউট হওয়ায় জুটি ভাঙলেও একটা দিক ধরে রেখেছিলেন প্রতীকা। কিন্তু ৭১ রানে জীবন পাওয়ার পর ইনিংস লম্বা করতে পারেননি তিনি। তবে মিডল অর্ডারে উপযোগী ব্যাটিং করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত (৪১), জেমিমা রডরিগেজ (৪১)। চলতি বছরে ওডিআইয়ে প্রথমবার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেন হরমনপ্রীত। শেষদিকে শিলিগুড়ি উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ (১৪ বলে ২৪) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে দলের স্কোর বাড়িয়ে দেন। ভারত থামে ২৭৬/৬ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে প্রোটিয়ারাও শুরুটা ভালো করেছিল। তাদের ১৪০ রানের ওপেনিং জুটি ভাঙেন দীপ্তি শর্মা (৪০/১)। এরপরই আসরে নামেন স্নেহ। গত ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে ভেঙেছিলেন। এদিন ফিরলেন ওডিআই কেরিয়ারের সেরা বোলিং ফিগার নিয়ে। চোট পেয়ে

৫ উইকেট নিয়ে স্নেহ রানা।

মাঠ ছাড়া তানজিম ব্রিত্জ (১০৯) শেষদিকে নামলেও তিনিও স্নেহর শিকার হন। স্নেহর স্পিন বুঝতে না পেরে ৮০ রানে শেষ ৮ উইকেট হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৬১ রানে তারা অল আউট হয়।

বাগানে ফুল ফোটাতে চান সুহেল-আশিকরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয়ের পরেও ভাবনার বদল হচ্ছে না সবুজ-মেরুন শিবিরে। সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার বিপক্ষে ম্যাচটাকে শুধুই 'আরও একটা ম্যাচ' হিসেবেই দেখছেন কোচ বাস্তব রায়।

কেরালা ব্লাস্টার্সকে যে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের এই রিজার্ভ দল হারিয়ে দেবে, এমনটা সম্ভবত দলের অতি বড় সমর্থকও ভাবেননি। বিশেষ করে প্রথম ম্যাচে তাদের আগুনে পারফরমেন্সের জেরে যেভাবে শুরুতেই গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু সেই অসাধ্য সাধনের কাজটা করে ফেলায় এবার সেমিফাইনালে এফসি গোয়াকে হারানোও সম্ভব, এমন চিন্তাভাবনা করার লোক বাড়ছে। আর এসব থেকেই এখন ছেলেদের আড়াল করার বাড়তি দায়িত্ব পালন করে চলেছেন বাস্তব। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে তাঁর প্রায় কাতর আবেদন, 'একটা জয়ের পর বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। তাতে ফুটবলারদের ফোকাস নড়তে পারে, চাপ বাড়তে পারে। আমার একটাই আবেদন, ওদের বেশিরভাগই বাচ্চা ছেলে। ওদের খেলতে

চাপমুক্ত রাখার চেষ্টা বাস্তবের

সুপার কাপে আজ (সেমিফাইনাল)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম এফসি গোয়া
সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট, স্থান : ভুবনেশ্বর
মুম্বই সিটি এফসি বনাম জামশেদপুর এফসি
সময় : রাত ৮টা, স্থান : ভুবনেশ্বর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস ৩ চ্যানেল ও জিওহটস্টার।

দিন।' ফুটবলাররা অবশ্য এক জয়ের পর বাড়তি উদ্বুদ্ধ। 'আব তো লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর মতো মনোভাব নিয়ে গোয়াকেও আর বাড়তি খাতির করতে রাজি নন। বরং আশিক কুরুনিয়ান পরিষ্কার বলে দিলেন, 'জানি গোয়া দারুণ দল। ওদের সত্যিই খুব ভালো ভালো ফুটবলার আছে। তবে আমরাও লড়াই জারি রাখছি। আশা করি একটা দারুণ ম্যাচ হবে। আমরা নিজেদের সেরাটা মেলে ধরব, এটুকু কথা দিতে পারি।'

আইএসএলে লিগ-শিল্ড জয়ের দৌড়ে দুই দলের মধ্যে ছিল যাকে বলে কাঁটে কা টক্কর। কিন্তু সুপার কাপে ধারে ও ভারে অনেক এগিয়ে তারকাখচিত ও পূর্ণ শক্তির এফসি গোয়া। তাই বাস্তবও তাঁর নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে ছেলেদের হালকা মেজাজে রাখতে চাইছেন। তিনিও জানেন, এই ম্যাচ হেরে গেলে তাঁর দলের বাড়তি কোনও সমালোচনা হবে না। বরং সেমিফাইনাল অবধি পৌঁছোনোর জন্য প্রশংসাই পাবেন সুহেল আহমেদ বাট-সালাউদ্দিন আদনানরা। সুপার কাপে বাগানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচের ছেলেদের জন্য নির্দেশ, 'এটা সবাই জানে যে গোয়া আগের ম্যাচে খেলা কেরালার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী দল। তাই আমাদের ভাবনা বদলাচ্ছে না। আমাদের কাজ হল, ছেলেদের মোটিভেট করে ফোকাস ধরে রাখা। ওরাও তৈরি। আমি শুধু বলব, মাঠে নেমে খেলাটা উপভোগ করো। আর নতুন কিছু নয়।' আগেরদিনের মতোই এই ম্যাচও মোহনবাগানকে খেলতে হবে বিকেল সাড়ে চারটে থেকে। যদিও এসব নিয়ে বাড়তি ভেবে নিজেদের ফোকাস নষ্ট করতে রাজি নয় সবুজ-মেরুন শিবির। বরং বাস্তব বলেছেন, 'এই সময়ে খেলতে হবে এটা জেনেই তো আমরা এখানে এসেছি।' দলের সঙ্গে আসা ২৫ জন ফুটবলারই ফিট বলে জানান বাস্তব।

গোয়ার কাছে অবশ্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ থাকছেই আইএসএল শিল্ড হারানোর পরে। শিল্ড হারানোর বেদনা যে এখনও আছে একথা বোঝা যায় যখন মোহনবাগান প্রায়

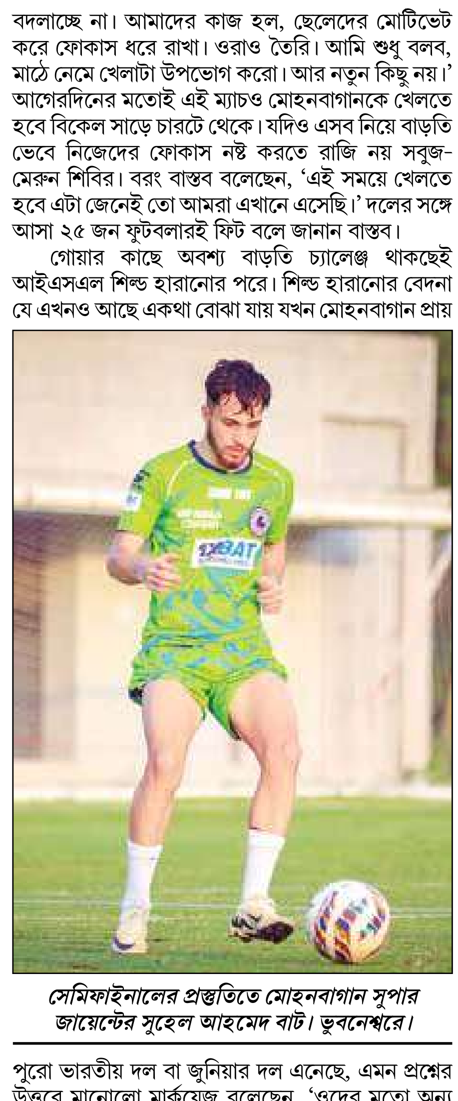

সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সুহেল আহমেদ বাট। ভুবনেশ্বরে।

পুরো ভারতীয় দল বা জুনিয়ার দল এনেছে, এমন প্রশ্নের উত্তরে মানোলো মার্কুয়েজ বলেছেন, 'ওদের মতো অন্য অনেক দলই এক বা দুই বিদেশি নিয়ে এসেছে। তাছাড়া মোহনবাগানের হয়ে যারা খেলছে তাদের অনেকেই বেশিরভাগই আইএসএল স্কোয়াডে ছিল। মোটেই সহজ ম্যাচ হবে না আমাদের কাছে।' মোহনবাগান যেখানে খোলা মনে বুধবার বিকেলে নামবে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে তখন গোয়ার সামনে থাকবে ট্রফি জয়ের পাহাড়প্রমাণ চাপ। এখন দেখার সুহেলরা আবারও বাগানে ফুল ফোটান নাকি ট্রফির আরও কাছাকাছি পৌঁছে যায় মানোলোর দল।

অন্য সেমিফাইনালে মুম্বই সিটি এফসি-র মুখোমুখি হবে জামশেদপুর এফসি।

জুনেই ব্রাজিলের দায়িত্বে কার্লো?

মাদ্রিদ, ২৯ এপ্রিল : লা লিগায় আর পাঁচ ম্যাচ বাকি রিয়াল মাদ্রিদের। তার আগেই ব্রাজিলের কোচ হওয়ার ব্যাপারে মৌখিক সম্মতি দিয়েছেন কার্লো আন্সেলোত্তি। দ্বিতীয় দফায় রিয়াল কোচ হিসেবে জোড়া লা লিগা, জোড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন কার্লো। তবে এই মরশুমে এখনও ট্রফি নেই। লা লিগা জয়ের আশাও ক্রমশ ফিকে হচ্ছে। তাই আরও এক বছরের চুক্তি থাকলেও রিয়াল ছাড়তেই হচ্ছে তাঁকে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ২৫ মে লা লিগায় শেষ ম্যাচের পরই মাদ্রিদ ছাড়বেন তিনি। সব ঠিক থাকলে ব্রাজিল কোচের হটসিটেই বসছেন তিনি। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের সঙ্গে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। জুনের প্রথম সপ্তাহেই তাঁর রিও ডি জেনেইরো যাওয়ার কথা। সেখানেই হয়তো চূড়ান্ত চুক্তিতে সই করবেন।

রবসনকে নিতে আসরে বাগান

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : অনেকদিন ধরেই ইস্টবেঙ্গলের র‍্যাডারে রয়েছেন রবসন রবিনহো। কোচ অস্কার ব্রুজোঁর অধীনে তিনি বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসে খেলেছেন। যে কারণে স্প্যানিশ কোচের পছন্দের তালিকাতেও রয়েছে এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের নাম। লাল-হলুদের সঙ্গে রবিনহোর কথাবার্তাও অনেক দূর এগিয়েছিল। তবে আচমকাই তাঁকে তুলে নিতে আসরে নেমেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। খবর, রবসনের জন্য লোভনীয় প্রস্তাব পাঠিয়েছে তারা।

অঞ্জলি জুয়েলার্স

সবার জন্য

আমাদের সব শোরুমই নিজস্ব। কোনও ফ্রাঞ্চাইজি আউটলেট নেই!

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন

QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন

UP TO ₹2,500 EXTRA CASHBACK[#] SBI card

[#]Min. Trxn.: ₹30,000; Max. Cashback: ₹2,500 per card account; Validity: 24 Apr - 30 Apr 2025. T&C Apply.

আমাদের নতুন শোরুম (৩০তম নিজস্ব শাখা):
তমলুক - পদুমবসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২

গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ৬২৯২২ ৬৪৮০৫ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৮৬৯৫২৯৩৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।

গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:

Page29/AJ/0424

শুভেচ্ছা

Winner Saha (রবীন্দ্রনগর) : শুভ অন্নপ্রাশনে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় 'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট', রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

নারায়ণ-মন্ত্রে স্বপ্ন বেঁচে নাইটদের

৩ উইকেট নেওয়া সুনীল নারায়ণকে ঘিরে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

কলকাতা নাইট রাইডার্স-২০৪/৯
দিল্লি ক্যাপিটালস-১৯০/৯

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : কী অদ্ভুত মিল দুই দলের!

প্রথম দল দুর্দান্ত শুরুর পরও আচমকা রানের গতি কমিয়ে ফেলেছিল। শেষ চার ওভারে করেছিল ৩৬। অপর দলও একইরকম। শুরুর বাধা বিপত্তি কাটিয়ে ঠিক যখন মনে হচ্ছিল, তারা ম্যাচের রাশ নিয়ে নিয়েছে, তখনই শুরু হল সুনীল নারায়ণ (২৯/৩) ম্যাজিক। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিল নারায়ণ মন্ত্র। দোসর হিসেবে শেষবেলায় উদয় হলেন বরুণ চক্রবর্তীও (৩৯/২)। আর সেই নারায়ণ-বরুণে ভর দিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে-অফ স্বপ্ন বেঁচে রইল। ১৪ রানের জয়ের পর ১০ ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্ন আপাতত বেঁচে রইল।

ক্রিকেট বরাবরই মহান অনিশ্চয়তার খেলা। যার মধ্যে মিশে থাকে জীবনের গল্পও। আজ রাতে নারায়ণ তাঁর সেরা উদাহরণ হতেই পারেন। টসে হেরে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের ব্যাটিং সহায়ক বাইশ গজে দুর্দান্ত শুরুর পরও শেষ দিকে রানের গতি কমে গিয়েছিল কেকেআরের। শেষপর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ২০৪/৯-এ থমকে যায় নাইটদের ইনিংস। শুরুতে একটা সময় ভাবা হচ্ছিল, অন্তত ২৩০ হবে আজ। বাস্তবে সেটা হয়নি। রান তাড়ার সময় দিল্লি ক্যাপিটালসের ব্যাটিংয়েও একই ছবি। অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল (২৩ বলে ৪৩) ও ফাফ ডুপ্লেসিরা (৪৫ বলে ৬২) যখন ব্যাটিং করছিলেন, মনে হচ্ছিল অনায়াসে জয় আসবে। কিন্তু নারায়ণ-বরুণ ম্যাজিক শুরু হতেই ঘূর্ণির সাগরে হারিয়ে গেল দিল্লি। শেষপর্যন্ত ২০ ওভারে ১৯০/৯ স্কোরে থেমে যায় দিল্লি। বাইশ গজে ব্যাট হাতে তেমন ছন্দ দেখাতে না পারলেও বার্থ ডে বয় আন্দ্রে রাসেল মাথা ঠান্ডা রেখে শেষ ওভার করে বুঝিয়ে দিলেন, বয়স শুধুই একটি সংখ্যা তাঁর কাছে। শুধু কি তাই, কেকেআর আজ তাদের নতুন অধিনায়কও পেয়ে গেল। আজিঙ্কা রাহানে ফিল্ডিংয়ের সময় হাতে চোট পেয়ে বাইরে যাওয়ার পর থেকেই দলকে দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিলেন নারায়ণ।

দ্রে রাসের ব্যাট যেদিন চলবে, ঘুচে যাবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের যাবতীয় কালিমা। কিন্তু কেকেআর টিম টিম ম্যানেজমেন্ট বুঝলে তো! দুই ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ (১২ বলে ২৬) ও নারায়ণ (১৬ বলে ২৭) পাওয়ার প্লে-কে কাজে লাগিয়ে মরশুমে প্রথমবার দারুণ শুরু করেছিলেন। তিন ওভারে হয়ে গিয়েছিল ৪৮। মিচেল স্টার্কের (৪৩/৩) ওয়াইড ইয়র্কারে ঠকে গিয়ে গুরবাজ ফেরার পরও নারায়ণ, অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে (১৪ বলে ২৬), অঙ্গকৃশ রঘুবংশীরা (৩২ বলে ৪৪) চেষ্টা করেছিলেন শুরুর ঝড়কে রাতের কালবৈশাখীতে পরিণত করার। দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর (২৭/২), কুলদীপ যাদব (২৭/০), ভিপরাজ নিগমদের (৪১/২) ঘূর্ণির মায়াজালের সুবাদে দুর্দান্ত শুরু কাজে লাগেনি নাইটদের।

পিঠ ঠেকে গিয়েছে দেওয়ালে। বাকি পাঁচ ম্যাচের সবকয়টিতেই জিততে হবে, এমন কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে গতবারের আইপিএল জয়ী কেকেআর। এমন অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে গেলে ধারাবাহিকতার পাশে প্রয়োজন ছিল আগ্রাসী ক্রিকেটের। এমন এক ভয়ডরহীন ক্রিকেট, যা দলকে তাতিয়ে দেবে। রাহানের অনুপস্থিতিতে নারায়ণের নেতৃত্বে সেটাই করে দেখাল কেকেআর। ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারের ফ্লপ শো আজও অব্যাহত ছিল। ৫ বলে ৭ রান করে একরাশ হতাশা উপহার দিয়ে ভেঙ্কি ফেরার পরও কেন রাসেল ডাগআউটে ব্যাট হাতে বসে রইলেন, কে জানে। রোভমান পাওয়েলের (৫) কথাও ভাবা হল না। বদলে রিঙ্কু সিংয়ের (২৫ বলে ৩৬) উপর আস্থা রাখলেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত।

টস জয়ের পর দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর বলেছিলেন, ১৯০ রানের উইকেট। বাস্তবে দেখা গেল, তাঁর পর্যবেক্ষণ সঠিক ছিল। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের বাইশ গজ আরও মন্থর হয়ে গিয়েছিল। সেই মন্থর উইকেটে পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ নিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরল কেকেআর। আর সেই জয়ের নেপথ্য নায়ক হিসেবে থেকে গেলেন নারায়ণ। বার্থডে বয় রাসেলের হাসি রাতের অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অনেক কথা বলে দিচ্ছিল। যদিও নাইট শোয়ের এখনও অনেক বাকি।

'অধিনায়ক' সুনীলের প্রশংসায় রাসেল

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্দরে কি নেতৃত্বের পালাবদল শুরু হয়ে গেল?

আজিঙ্কা রাহানের হাত থেকে কি এবার নেতৃত্বের ব্যাটন যেতে চলেছে সুনীল নারায়ণের হাতে? রাতের অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এমন প্রশ্নের কোনও জবাব মেলেনি। তবে ইঙ্গিত মিলেছে। আর সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন বার্থডে বয় আন্দ্রে রাসেল। আজ ৩৭ বছরে পা দিলেন দ্রে রাস। তাঁর জন্মদিনেই ছিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ। জন্মদিনের উপহার হিসেবে এই ম্যাচটা জেতার আবদার করেছিলেন সতীর্থদের কাছে। শেষপর্যন্ত জয় এসেছে ১৪ রানে। আর ম্যাচ জেতানো শেষ ওভারটা করেছেন রাসেল নিজেই। খেলার পর তিনি বলেছেন, 'সময়টা ভালো যাচ্ছিল না আমাদের। আসলে ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে পারফর্ম করতে পারছিলাম না আমরা। আজ ব্যাটাররা রান করেছে। পরে বোলাররা জয় নিশ্চিত করেছে।'

চওড়া হাসি নিয়ে রাসেল যত সহজে কথাগুলো বলছিলেন, বাস্তব ততই কঠিন ছিল। তার মধ্যে ফিল্ডিংয়ের সময় হাতে চোট পেয়ে রাহানে মাঠ ছাড়ার পরই নাইটদের প্রত্যাবর্তনের শুরু। যার নায়ক কার্যনির্বাহী অধিনায়ক নারায়ণ। দলের জয়ের পাশে এখনও প্লে-অফের স্বপ্ন বেঁচে থাকার তৃপ্তি নিয়ে রাসেল আজ বলেছেন, 'নারায়ণ মাঠে সবসময়ই খুব সক্রিয় থাকে। ওকে বাইরের দুনিয়ায় সকলেই ভুল বোঝে। হতে পারে ও কম কথা বলে। কিন্তু মাঠে বরাবরই নারায়ণ একজন নেতা, দুর্দান্ত নেতা। গত পাঁচ বছরে নারায়ণ অনেক বেশি কথা বলে। যেটা আগে ও করত না।' রাসেলের কথার মধ্যে 'অধিনায়ক' নারায়ণকে নিয়ে যে পরিমাণ আস্থা রয়েছে, সেটা রাহানের জন্য মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়। নাইট অধিনায়ক রাহানেও নারায়ণের প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, 'সুনীল যে ওভারে পরপর দুটো উইকেট নিল, সেটাই খেলার টার্নিং পয়েন্ট। দারুণ বল করেছে নারায়ণ। বরুণও শেষদিকে দুর্দান্ত বল করল।' যাঁকে নিয়ে এত আলোচনা, সেই নারায়ণ ম্যাচ সেরার পুরস্কার পেয়ে ম্যাচ জয়ের জন্য পুরো দলকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। বলেছেন, 'জয়টা খুব দরকার ছিল আমাদের। এই জয়ের সাফল্য পুরো দলেরই।'

প্রয়াত গোপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল : চলে গেলেন ময়দানের খুব পরিচিত মুখ গোপাল বাউরি। মোহনবাগান-সিএফসি মাঠে গেলেই সদা হাস্যময় এই কর্মীর দেখা মিলত। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের (সিএফসি) সর্বক্ষণের এই কর্মীর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। সোমবার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। ফুটবল অন্তপ্রাণ অকৃতদার গোপাল বাউরির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তসহ অনেকেই।

দ্বৈরথের আগে চাহালকে ব্যাট উপহার ধোনির
-খবর বারোর পাতায়

আইপিএলের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	হার	নো রেজাল্ট	নেট রান রেট	পয়েন্ট
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	১০	৭	৩	০	০.৫২১	১৪
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	১০	৬	৪	০	০.৮৮৯	১২
গুজরাট টাইটান্স	৯	৬	৩	০	০.৭৪৮	১২
দিল্লি ক্যাপিটালস	১০	৬	৪	০	০.৩৬২	১২
পাঞ্জাব কিংস	৯	৫	৩	১	০.১৭৭	১১
লখনউ সুপার জায়েন্টস	১০	৫	৫	০	-০.৩২৫	১০
কলকাতা নাইট রাইডার্স	১০	৪	৫	১	০.২৭১	৯
রাজস্থান রয়্যালস	১০	৩	৭	০	-০.৩৪৯	৬
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	৯	৩	৬	০	-১.১০৩	৬
চেন্নাই সুপার কিংস	৯	২	৭	০	-১.৩০২	৪

রাহুলের ৬ শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেটে মঙ্গলবার কম্পিউটার সায়েন্স ও টেকনোলজি ৬২ রানে হারিয়েছে মাইক্রোবায়োলজি ও জিওলজিকে। প্রথমে কম্পিউটার সায়েন্স ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১০১ রান তোলে। সুমিত ২৪ রান করেন। সমীরণ ২৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে মাইক্রোবায়োলজি ৯.৪ ওভারে গুটিয়ে যায় ৩৯ রানে। সৌম্যজিতের শিকার ২ রানে ৩ উইকেট। পরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১০ উইকেটে হারিয়েছে দর্শনকে। প্রথমে দর্শন ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৩৩ রান করে। বিট্টুর অবদান ১৪ রান। রাহুল বর্মনের শিকার ১২ রানে ৬ উইকেট। জবাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৩.১ ওভারে বিনা উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। প্রতীক ১৯ রানে অপরাজিত থাকেন। তৃতীয় ম্যাচে ইংরেজি বিভাগ ৩৭ রানে জয় পায় হিমালয়ান স্টাডিজের বিরুদ্ধে। প্রথমে ইংরেজি ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ১০২ রান করে। জবাবে হিমালয়ান ১০ ওভারে ৯ উইকেটে আটকে যায় ৬৫ রানে। সঞ্জীবের শিকার ৮ রানে ৩ উইকেট।

টিটি-তে চ্যাম্পিয়ন বোধিসত্ত্ব, সোহম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার রাজ্য র‍্যাংকিং শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার বোধিসত্ত্ব চৌধুরী। তুফানি সংঘের রেইনবো অ্যাকাডেমিতে ফাইনালে তিনি হারিয়ে দেন উত্তর ২৪ পরগনার প্রিয়াংশু কর্মকারকে। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কলকাতার সোহম মুখোপাধ্যায়। রানার্স হুগলির রূপম সর্দার।

ট্রফি নিয়ে বোধিসত্ত্ব চৌধুরী ও প্রিয়াংশু কর্মকার।

পথ হারানো ইন্টারকেও সমীহ বার্সেলোনার

সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে ইন্টারের লওটারো মার্টিনেজ (বাঁয়ে)। অনুশীলনের মাঝে গল্পে বার্সার লামিনে ইয়ামাল।

বার্সেলোনা, ২৯ এপ্রিল : কোপা ডেল রে জেতার পর আত্মবিশ্বাসী বার্সেলোনা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে সেই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগবে। বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিকও তা মানছেন। তবে প্রতিপক্ষ ইন্টার মিলান যতোই শেষ তিন ম্যাচ হেরে বসে থাকুক, ফ্লিক তাদের বিন্দুমাত্র কম গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

সিরি আ-তে পরপর দুই ম্যাচে যথাক্রমে বোলোগনা ও রোমার কাছে হার। তারমাঝে কোপা ইতালিয়ার দ্বিতীয় লেগ সেমিফাইনালে এসি মিলানের কাছে তিন গোল হজম। অতঃপর বিদায়। নিঃসন্দেহে ইন্টারের আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা দিয়েছে। মরশুমের শেষবেলায় পথ হারানোয় তাদের ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এহেন পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করার পথ খুঁজছেন কোচ সিমোনে ইনজাঘি। সেমিফাইনালের প্রথম লেগে নামার আগে যদিও তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'বার্সেলোনার প্রতি আমাদের সম্মান রয়েছে। তার মানে এই নয় ভয় পাচ্ছি।'

বার্সেলোনা কোচ ফ্লিকের কাছেও অবশ্য পরিসংখ্যানের তেমন গুরুত্ব নেই। বলেছেন, 'ফাইনাল থেকে মাত্র দুই ম্যাচ দূরে রয়েছি আমরা। ক্লান্ত হলে চলবে না। সেমিফাইনালের গুরুত্ব নতুন করে বোঝানোর নেই। ইন্টার ইউরোপের অন্যতম সেরা দলগুলোর একটা। কঠিন প্রতিপক্ষ।' ইনজাঘির দলের রক্ষণ নিয়ে যেমন তিনি আলাদা করে ভাবছেন, তেমন তাদের প্রতিআক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক। বলেছেন, 'ওরা যে শুধু ভালো রক্ষণ সামলায় তা কিন্তু নয়। ইন্টারের প্রতিআক্রমণ যথেষ্ট ভয়ংকর। তার জন্যও তৈরি থাকতে হবে আমাদের।' সেই একই কথা তাঁর অন্যতম সেরা অস্ত্র লামিনে ইয়ামালের মুখেও। স্প্যানিশ তরুণ বলেছেন, 'ওরা রক্ষণ,আক্রমণ দুই বিভাগেই সমান শক্তিশালী।' দলের বেশ কিছু জায়গায় খামতি চোখে পড়েছে ফ্লিকের। সেগুলো নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন ছেলেদের। বলেছেন, 'চূড়ান্ত প্রস্তুতির আগে বলে দিয়েছি ইন্টার ম্যাচে কোন কোন জায়গায় আমাদের শুধরোতে হবে। মাঝমাঠে অনেক ফাঁকা জায়গা তৈরি হচ্ছে। সেদিকে নজর দেওয়া দরকার।'

> **চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ**
> বার্সেলোনা বনাম ইন্টার মিলান
> **সময় :** রাত ১২.৩০ মিনিট
> **স্থান :** সোনি টেন নেটওয়ার্কে

কাঠমান্ডুতে চার সোনা জয় প্রতীতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : কাঠমান্ডুতে সাউথ এশিয়ান ইয়ুথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে চারটি সোনা জিতে মঙ্গলবার বাড়ি ফিরল প্রতীতি পাল। প্রতীতি টুর্নামেন্টে রাজ্যের একমাত্র প্রতিযোগী ছিল। অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে টিম ইভেন্ট, সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস থেকে তার পদক এসেছে। প্রতীতি বলেছে, 'আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই প্রথম সোনা পেলাম আমি। এটা সম্ভব

পদক জয়ের পর প্রতীতি পাল।

হয়েছে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে আমার দুই কোচ অমিত দাম ও সৌমেন মালাকারের জন্য। আমার স্বপ্ন একদিন অলিম্পিক থেকে দেশের জন্য পদক আনব। এজন্য যত পরিশ্রমই করতে হোক না কেন আমি পিছিয়ে আসব না।' শিলিগুড়ি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রীকে অভিনন্দন জানাতে তার বাড়িতে ভিড় করে প্রতিবেশীরা।

এশিয়ান ইয়ুথ টেবিল টেনিসের টিম ইভেন্টের ফাইনালে প্রতীতিদের ভারতীয় দল হারিয়ে দেয় শ্রীলঙ্কাকে। ডাবলসে আরুশি নন্দী ও মিক্সড ডাবলসে অথর্ব নবরঙ্গিকে সঙ্গী করে সোনা জিতেছে। ডাবলসে নেপাল ও মিক্সড ডাবলসে পাকিস্তানকে ৩-০ গেমে উড়িয়ে দেয় তারা। প্রতীতির সিঙ্গলসের সোনাটি এসেছে ফাইনালে আরুশিকে ৩-১ গেমে হারিয়ে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন জয়নগর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জয়নগর - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় হালদার - কে 16.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92G 18540 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার পরিবারের প্রত্যেকের জন্য এটি একটি সুখবর হয়ে উঠেছে যে আমি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনেছি তাতে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। আমার আনন্দ সীমাহীন হয়ে গেছে কারণ আমি জীবনে কখনও এক কোটি টাকা পাওয়ার কথা ভাবিনি। আমি ডিয়ার লটারি ও সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই বহু পরিমাণ পুরস্কার দেওয়ার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তার এর সততা প্রমানিত।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে নবাঙ্কুর, ভিএনসি মর্নিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির শান্তিপ্রিয় গুহ, সুজিত সেনগুপ্ত ও গৌতম গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে ফাইনালে উঠল ভিএনসি মর্নিং সকার ও নবাঙ্কুর সংঘ এফসিসি। বুধবার দুপুর ৩.৩০ মিনিটে ফাইনাল শুরু হবে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সেমিফাইনালে ভিএনসি মর্নিং ২-০ গোলে হারিয়েছে শালুগাড়া নেত্রবিন্দু এফসিসি-কে। ম্যাচের সেরা ফুংশোক ওয়াংগিয়াল লামা ছাড়াও প্রদীপ বর্মন গোল করে।

অন্য সেমিফাইনালে নবাঙ্কুর ৪-০ গোলে চূর্ণ করে উইনার্স কোচিং ক্যাম্পকে। ম্যাচের সেরা রোহন শৈব হ্যাটট্রিক করে। অন্য গোলটি বিষ্টু সিংহের।

মেয়র কাপ আন্তঃ স্কুল সাঁতারের ট্রফি নিচ্ছে শিলিগুড়ি ডিপিএস।

চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি ডিপিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল : বিকাশ ঘোষ মেমোরিয়াল সুইমিং পুলে আয়োজিত পুরনিগমের মেয়র কাপ আন্তঃ স্কুল সাঁতারে ১১৬ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস)। ৮৭ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স ফুলবাড়ি ডিপিএস। এছাড়া ছেলে ও মেয়েদের বিভিন্ন বয়স বিভাগে যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আয়ুষ রায় ও নৈরিকিতা ধারা (১৮ বছর), প্রত্যুষ মণ্ডল ও পালমু দোলমা শেরপা (১৫ বছর), অরণ্য মাইতি ও তেনজিং ধগসঙ্গ (১২ বছর) এবং অভিমন্যু কুমার ও অরিত্রিকা দাস (১০ বছর)। পুরস্কার তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী প্রমুখ।